দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

আল-হাদীস আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

যারা দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বাত রাখে, তাদের কি কি ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়? ৪

গাযওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাননির্ণয় (তাসহীহ-তাযযীফ) ১০

জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১৫

দরসুল হাদিস; জিহাদ; ইমানের পরে সর্বোত্তম আমল.....১৯

দরসুল হাদিস; শাহাদাতের সন্ধানে ছুটে চলা; মুমিনের জীবনযাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি ২৭

গুরাবা সম্পর্কে হাদীস জানতে চাই ৩৩

তায়েফা মানসুরা কারাঃ ৩৫

আলিম ভাইদের কাছে প্রশ্ন ৫১

সম্মানিত আলেম ও মুফতি ভাইদের কাছে রাসুল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখা বিষয়ে জানতে চাই।.....৬১

দরসুল হাদিস; জিহাদ পরিত্যাগের শাস্তি; লাঞ্ছনা ও যিল্লতি..... ৬৫

জিহাদের জন্য সামান্য দানে বিরাট প্রতিদান ৭৩

গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কিত হাদিস: তাহকীক ও বিশ্লেষণ ৭৯

একটি হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও তার মান সম্পর্কে জানতে চাই? খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়। ৯২

কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা ১০৩

যিলহজ্ব : নেক আমলে অগ্রগামী হওয়ার মাস..... ১০৬

দাজ্জালের ফিতনা হতে মুক্তির জন্য সহিহ হাদিসে বর্ণিত কয়েকটি আমল.....১১৩

যারা দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বাত রাখে, তাদের কি কি ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়..... ?

tawsif ahmad

Senior Member

০১-০৭-২০১৯

যারা দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বাত রাখে, তাদের কি কি ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়? আমি আমার অনুসন্ধান অনুযায়ী ও অভিজ্ঞতার আলোকে যা জেনেছি বুঝেছি, তা আমি এখানে উল্লেখ করলাম ... ভুল হলে সংশোধন করে দিবেন ... ইনশা-আল্লাহ ...

* হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, যার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা স্থান পাবে, তার অন্তর তিন বিষয়ে ফেসে যায়।

১- সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা, যার থেকে সে কোন সময় নিস্তার পাবে না.....

২- সার্বক্ষণিক অভাই বোধ করবে, কখনো অভাব মুক্ত হবে না...।

৩- বিরাট বিরাট আসা করবে, যা কখনো পূরণ হবে না.....।

৪- যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে ব্যক্তি আল্লাহর মুহাব্বাত থেকে দূরে থাকে ...।

হযরত কাতাদা বিন নু"আমান (আঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন তাকে দুনিয়া হতে ঐ ভাবে দূরে রাখেন, যেমন ভাবে তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি হতে দূরে রাখ ... মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাযাহ

৫- যার অন্তরে দুনিয়ার মুহাব্বাত থাকে, সে সঠিক জ্ঞানবুদ্ধি হাড়িয়ে ফেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, (পরকালে) যার কোন ঘর নেই, দুনিয়াই তার ঘর আর যার মাল নেই, দুনিয়াই তার মাল। যার জ্ঞান নেই সেই দুনিয়া নিয়ে পরে থাকে। মুসনাদে আহমাদ

৬- যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা থাকে, তার পেরেশানী শেষ হয় না বরং দিনের দিন পেরেশানী বৃদ্ধিই পায় ...

হযরত ঈসা (আঃ) তার সাথীদেরকে বলেছিলেন, প্রত্যেক অনিষ্টের মূল হলো দুনিয়ার মুহাব্বাত। দুনিয়াতে এমন অনেক চাহিদা বা আশা আছে, যা কোন দিন শেষ হয় না বরং পেরেশানী ভারিয়ে দেয়.....।

৭- যার অন্তরে দুনিয়ার ভালবাসা থাকে, সে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট ও খারাব .....।

হযরত নবী কারীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া হতে অধিক নিকৃষ্ট আর কোন কিছু সৃষ্টি করেননি দুনিয়া এত নিকৃষ্ট ও বিকৃত যে, তাকে সৃষ্টি করার পর, একটি বারের জন্যও দুনিয়ার দিকে ফিরে তাকান নি...। আল-জামিউস-ছগীর ও ফাইজুল কাদীর

৮- যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা থাকে, তার অন্তর কঠোর ও শক্ত হয়ে যায়, অন্তরে কোন ধরণের মায়া-মুহাব্বাত থাকে না ...।

৯- যে দুনিয়াকে মুহাব্বাত করে, তার প্রতি আল্লাহ তায়ালার , রসূল (সঃ) এর ও সমস্ত ফেরেস্তাদের অভিসাপ .....।

১০- যে ব্যক্তি দুনিয়াকে মুহাব্বাত করে, তার বন্ধু হলো শয়তান ...।

১১- যারা দুনিয়াকে মুহাব্বাত করে, তাদের বেশীর ভাগই ধোকাবাজ, পতারক, বাটপার-ছিটার, লম্পট, সার্থবাজ ও সুবিধাবাদী হয় ...।

১৩- প্রত্যেক পাপের ও অনিষ্টের মূল হলো দুনিয়ার মুহাব্বাত ও ভালোবাসা। যেমন –

(ক) মানুষ হারাম খায়।

(খ) সুদ খায়।

(গ) ঘুষ খায়।

(ঘ) অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে দখল করে নিজের বানিয়ে নেয়।

(ঙ) চুরি করে, ডাকাতি করে।

(চ) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে।

(ছ) মাপে ও ওজুনে কম দেয়।

(জ) আমানতের খেয়ানত করে।

(ঝ) ওয়াদা দিয়ে, ওয়াদা আবার ভঙ্গ করে।

(ঞ) মিথ্যা কথা বলে।

(ট) মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্য খায়।

(ঠ) জুয়া খেলে ও অন্যান্য হারাম খেলায় লিপ্ত থাকে।

(ড) জিনা করে।

(ঢ) গান-বাদ্য করে ও শুনে।

(ণ) পিতা-মাতার অবাধ্য হয়।

(ত) আপনজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

(থ) আপন ধর্মের সাথে গাদ্দারী করে।

(দ) মুসলিম ভাইদের বিপরীতে অমুসলিমদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে।

(ধ) মুসলিম ভাই-বোনদের বিপক্ষে অমুসলিমদেরকে সাহায্য করে।

(ন) সত্য-মিথ্যা চিনার মত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

(প) চাকরির ভয়ে, মৃত্যুর ভয়ে, সন্তান-সন্ততির ভয়ে ও জেল-জুলুমের ভয়ে হক্ক কথা বলা বন্ধ করে দেয়।

(ফ) হক্ক কথা শুনতে পারে না আর যারা হক্ক কথা বলে, তাদের বিরোধিতা করে এবং হক্ক কথা বলতে বাধা দেয়।

(ব) মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতন করে।

(ভ) জিহাদের বিরোধিতা করে।

(ম) মানুষের উপর মিথা অপবাধ দেয়।

১৪- যারা দুনিয়াকে মুহাব্বাত করে, তারা আল্লাহর জিম্মাদারী থেকে বের হয়ে যায়।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, দুনিয়ার ফিকির নিয়ে যার সকাল হয়, সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীর বাহিরে থাকে (তার ব্যপারে আল্লাহ তায়ালার কোন দায়িত্ব থাকে না) কানযুল উম্মাহ

১৫- যারা দুনিয়াকে মুহাব্বাত করে, তারা কখনো অল্পতে সন্তুষ্ট হয় না।

১৬- তারা অহংকার কারী হয়।

১৭- তারা হিংসা কারী হয়।

১৮- তারা কৃপণ ও বখিল হয়।

১৯- তারা অভদ্র হয়।

২০- তারা মৃত্যুর কথা ভুলে যায়।

২১- তারা লজ্জা-শরম হারিয়ে ফেলে।

২২- তারা সব সময় চিন্তা-ফিকেরে থাকে।

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, দুনিয়া বিমুখতা শান্তি নিয়ে আসে আর দুনিয়ার ভালোবাসায় চিন্তা-ফিকির ও দুঃখ বৃদ্ধি করে। কানযুল উম্মাহ

২৩- তারা অকৃতজ্ঞ হয়।

২৪- তারা সম্পদের লোভ করে।

২৫- তারা নেতৃত্বের লোভ করে।

২৬- তারা নারীর লোভ করে।

২৭- তারা ক্ষমতার লোভ করে।

২৮- তারা জিহাদ করা ছেড়ে দেয়।

২৯- তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে।

৩০- তারা সৎ সাহস হারিয়ে ফেলে।

৩১- তারা মানুষের কাছে হাত পাতে।

৩২- তারা দুনিয়ার আদালত কে ভয় করে।

৩৩- তারা আল্লাহকে ছাড়া মানুষের সামনে মাথা নত করে।

৩৪- তারা আল্লাহকে ছাড়া মানুষকে ভয় করে।

৩৫- তারা আল্লাহকে ছাড়া মানুষের গোলামী করে।

৩৬- তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যায়।

৩৭- তারা মৃত্যুর কথা ভুলে যায়।

৩৮- তারা কবরের কথা ভুলে যায়।

৩৯- তারা জান্নাত-জাহান্নামের কথা, হাশর-নাশরের কথা, মিজানের কথা, ফুলসিরাতের কথা ভুলে যায়।

৪০- তারা ঈমান কে বিক্রি করে দেয়।

৪১- তাদের আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভরসা কমে যায় বা ভরসা থাকে না।

৪২- তাদের ধৈর্য কমে যায় বা থাকে না।

৪৩- তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল বানিয়ে ফেলে।

৪৪- তারা অহেতুক কথা-বার্তা বলে।

৪৫- যারা দুনিয়াকে মুহাব্বাত করে, তারা আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালান করার ও আল্লাহ তায়ালাকে স্বরণ করার সময় পায় না। যেমন

(ক) নামাজ পড়ে না।

(খ) রোজা রাখে না।

(গ) হজ্জ করে না।

(ঘ) যাকাত দেয় না।

(ঙ) দ্বীনী ইলম শিখে না ও শিক্ষাও দেয় না।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২০১৯

গাযওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাননির্ণয় (তাসহীহ-তাযযীফ)

আদনানমারুফ

Senior Member

০২-২৮-২০১৯

আমরা জিহাদ, কিতাল, ফিতান, মালাহিম ইত্যাদি বিষয়ে অনেক হাদিস বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রবন্ধ ও ফোরামে লিখি, কিন্তু এ হাদিসগুলো সহিহ কিনা তা যাচাই করি না, অথচ কোন হাদিস লিখা বা বলার পূর্বে তা সহিহ কিনা তা যাচাই করা ওয়াজিব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع** কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই বলতে থাকবে (সহিহ মুসলিম, ১/৮) তাই আমরা গাযওয়াতুল হিন্দ, ফিতান, ইমাম মাহদী, ঈসা আলাইহিস সালাম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তো চলুন, আজকে গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর পর্যালোচনা দেখি।

أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني أبو بكر الزبيدي، عن أخيه محمد بن الوليد، عن لقمان بن عامر، عن عبد الأعلى بن عدي البهراني، عن ثوبان مولى رسول الله، ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام». أخرجه النسائي: (3175) (وأحمد: (22396)

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (81/37) : (حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف من أجل بقية -وهو ابن الوليد- لكنه قد توبع، وباقي رجاله موثقون غير أبي بكر بن الوليد الزبيدي، فهو مجهول الحال، لكن تابعه عبد الله بن سالم، وهو الأشعري الحمصي، وهو ثقة (وصححه أيضا الألباني في

سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: 1934 (والشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي في شرح سنن النسائي: المسمى بذخيرة العقبى في شرح سنن المجتبى: 297/26 ط. دار آل بروم)

হাদিসের অর্থ: ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হতে মুক্তিদান করেছেন। তাদের একটি দল হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অপর দল ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যুদ্ধ করবে"। (সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৫ মুসনাদে আহমদ, ২২৩৯৬)

হাদিসের মান: শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, আর শায়েখ আলবানী এবং সুনানে নাসায়ীর ভাষ্যকার শায়েখ মুহাম্মদ বিন আলী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ, তাহকীক শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৩৭/৮১ যখীরাতুল উকবা, ২৬/২৯৭ আসসিলসিলাতুস সহিহাহ, ৪/৪৩৩)

حدثني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال :حدثنا يزيد، قال: أنبأنا هشيم، قال: حدثنا سيار أبو الحكم، عن جبر بن عبيدة، عن أبي هريرة، قال: «وعدنا رسول الله ﷺ غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، وإن قتلت كنت أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر». رواه النسائي: (3174)

ورواه أحمد (7128) عن هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد (532/6 ط. دار الحديث): إسناده صحيح، سيار هو أبو الحكم الواسطي، سبق توثيقه (3552)، ... جبر بن عبيدة: هو الشاعر، وهو تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكبير (1/ 2/ 242) فلم يذكر فيه جرحاً، وابن أبي حاتم (1/ 1/ 533) فلم يجرحه أيضاً، وذكره ابن حبان في الثقات)... قلت: وقال الحافظ في التقريب: (مقبول)، فلا ينزل حديثه عن الحسن. وأما هشيم فهو ثقة ثبت من رجال الشيخين، ووصفه الذهبي في السير (288/8 ط. الرسالة (بقوله: (الإمام، شيخ الإسلام، محدث بغداد،

وحافظها) وللحديث طريقان آخران :أحدهما عن البراء بن عبد الله الغنوي، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة عند أحمد (8823)، والثاني: عن هاشم بن سعيد، عن كنانة بن نبيه مولى صفية، عن أبي هريرة عند ابن أبي عاصم في الجهاد (291). ويشهد له حديث ثوبان المارِّ آنفا: «عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار: عصابة تغزو الهند...». فبهذه المتابعات والشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الصحة .وقال السندي في تعليقه على سنن النسائي: (42/6) : (المحرر أي: المعتق من النارعلى مقتضى ذلك العمل النجيب، ... والحديث الماضي يدل على أنه بشَّر كُلَّ من حضر بذلك، فقوله بذلك مبني على أنه حينئذ يكون مندرجا فيمن بُشروا بذلك، والله تعالى أعلم)

অর্থ:

আবু হুরাইরা বলেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন, যদি আমি (সেই যুদ্ধে) শহিদ হই তাহলে আমি হবো সর্বোত্তম শহিদদের একজন। আর যদি আমি (সেই যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায়) ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত। (মুসনাদে আহমদ: ৭১২৮ সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৪)

হাদিসটির মান: শায়েখ আহমদ শাকের হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ, তাহকীক শায়েখ আহমদ শাকের, ৬/৫৩২)

হাদিসের ব্যাখা: আল্লামা সিন্দী রহ. বলেন, পূর্বের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ওয়াদা করেছেন, এর ভিত্তিতেই আবু হুরাইরা এ হাদিসে বলছেন, যদি আমি ফিরে আসি তাহলে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হবো। (সুনানে নাসায়ীর টিকা, ৬/৪২)

أخبرنا يحيى بن يحيى، أنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو السكسكي، عن شيخ، عن أبي هريرة ﷺ قال :ذكر رسول الله ﷺ يوما الهند، فقال: «ليغزون جيش لكم الهند فيفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوك السند مغلغلين في السلاسل

فيغفر الله لهم ذنوبهم فينصرفون حين ينصرفون فيجدون المسيح ابن مريم بالشام» قال: أبو هريرة ﷺ فإن أنا أدركت تلك الغزوة بعت كل طارد وتالد لي وغزوتها». أخرجه الإمام اسحاق بن راهويه في مسند (537 (وقال محقق الكتاب) :رجاله بين ثقة وصدوق سوى شيخ صفوان مبهم لم أعرفه، إسماعيل بن عياش بن سليم أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، ومخلِّط في غيرهم وروايته هنا عن أهل بلده) وأخرجه أيضا نعيم بن الحماد في الفتن، (1236 (ولكن إسناده أضعف منه، ففي بقية، وهو مدلس وقد عنعن، مع جهالة شيخ صفوان.

অর্থ: সফওয়ান বিন আমর তার এক শায়েখের সূত্রে, আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণণা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হিন্দুস্তানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'তোমাদের একটি বাহিনী হিন্দুস্তানের (অধিবাসীদের) সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দান করবেন, ফলে তারা হিন্দুস্তানের বাদশাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা (সেই মুজাহিদ বাহিনীর) সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে তারা ঈসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাত লাভ করবে। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, যদি আমি সেই যুদ্ধের সময় জীবীত থাকি তাহলে আমার সব ধনসম্পদ বিক্রি করে তাতে শরিক হবো। -মুসনাদে ইসহাক, ৫৩৭ আলফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২৩৬

হাদিসের মান: এ হাদিসের একজন রাবী মাজহুল বা অজ্ঞাত, হাদিসটি দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, এবং দুটি সনদই সফওয়ান বিন আমর সাকসাকী পর্যন্ত পৌঁচেছে, তিনি ছিকাহ-বিশ্বস্ত রাবী, কিন্তু তিনি তার শায়েখের নাম উল্লেখ করেননি, বরং বলেছেন, 'এক শায়েখ থেকে'। মুসনাদে ইসহাকের মুহাক্কিক বলেন, এই শায়েখকে আমি চিনতে পারিনি। আমিও অনেক তালাশ করেছি, কিন্তু তাকে শনাক্ত করতে পারিনি। তাই উলুমুল হাদিসের মূলনীতী অনুযায়ী হাদিসটি যয়ীফ, সুতরাং হাদিসটি বর্ণণা করার সময় হাদিসের সনদের দূর্বলতাও বর্ণণা করতে হবে, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এ হাদিসের নিসবত করা অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিংবা হাদিসে এসেছে

এভাবে বর্ণণা করা যাবে না। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, ‘যয়ীফ সনদে একটি হাদিসে এসেছে’। কিন্তু এ হাদিসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই বিশ্বাস রাখা যাবে না। - (দেখুন, আলমাদখাল, মাওলানা আব্দুল মালিক, পৃ: ২০ তাদরীবুল রাবী, পৃ: ১৬০)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৫৭৪

জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

jaishulhind

Junior Member

০৩-২৪-২০১৯

আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর যত বিধি-বিধান নাযিল করেছেন এ সবই করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য, কোন একটি বিধান ও এমন নাই যা মনুষের কল্যাণ বয়ে আনে না, বা মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচায় না। যেমনঃ নামাজ একটি ইবাদাত এর দ্বারা মানুষের শরীর মন উভয়টাই সুস্থ ও প্রশান্ত থাকে।

জাকাতঃ *এই ইবাদাতের দ্বারা মানুষ নিজের নফসকে বিশেষ ভাবে দুনিয়ার মুহাব্বত থেকে রক্ষা করে কারণ মানুষের দুবিয়ার প্রতি বেশি মুহাববতের অন্যতম একটি কারণ হল "মাল" আর যখন সে এই মাল দান করে তখন তার মধ্য থেকে এই মালের মুহাব্বত, লোভ কমে যায়। ফলে সে সহজেই হারাম থেকে বাঁচতে পারে।*

রোযাঃ *ইসলামের অন্যতম একটি ইবাদাত। এর দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে এবং এর দ্বারা বান্দার ভিতর থেকে গুনাহের খাহেশাত দূর হয় আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পায়।*

হজ্বঃ *আল্লাহর একটি ফরজ বিধান এটা বান্দাকে আল্লাহর কাছে নত বানায়, নিজের মধ্য হতে অহংকার দূর হয়ে যায়। এগুলো হল দুনিয়ার লাভ ও উপকার, আর আখেরাতের মহা পুরুস্কার তো আল্লাহই দান করেবেন। তো আমরা এর উপর লক্ষ্য করলে দেখতে পাই প্রতিটা ইবাদাতই মানুষের উপকারের জন্য সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এখন একথা পরিস্কারা হয়ে গেলো যে আরো অন্য যত বিধান আছে তা উপকারের জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখন আমরা লক্ষ্য করলে আরো দেখতে পাই জিহাদ ও একটি ফরজ ইবাদাত সুতরাং এর ক্ষেত্রে ও আমাদের মেনে নিতে হবে যে ইহা ও মানষের কোন উপকারের জন্যই আল্লাহ তায়ালা নির্দারণ করেছেন। কিন্ত সে উপকার টা কি, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। এটা জানতে হলে আমাদের আগে পুর্বের ইবাদাত গুলোতে দেখতে হবে যে উক্ত ইবাদাতের মধ্য মানুষের কোন উপকারটি পাওয়া যায় না।*

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নামাজ, রোযা, হজ্ব ,যাকাত এই গুলোর মধ্য অনেক উপকার র্যেছে কিন্তু একটি উপকার পাওয়া যায় না। তা হল, কিভাবে মানুষের মাঝে পুর্ণ শান্তী ফিরে আসবে, কিভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে, কি ভাবে ফেতনা নির্মুল হবে। কারন উক্ত ইবাদাত গুলো দ্বারা তো শুধু নিজের কিছু উপকার হয়, এখানে তো দরকার সমস্ত উম্মাহর উপকার, শান্তী, নিরাপত্তা। সুতরাং আমরা এখন মিলিয়ে দেখি কোন ইবাদাতের মধ্য নিজের ও সমস্ত উম্মাহর দুনিয়াবী ও আখেরাতের ফায়দা বেশি পাওয়া যায়। তবে আমি একথা বলছি না যে, এগুলোর দরকার নেই,বরং আমি বলতে চাচ্ছি এগুলোর সাথে অন্য বিধান গুলো ও পালন করতে হবে,করা দরকার। উক্ত ইবাদাত গুলোর ফায়দা কিছুটা এরকমঃ

নামাজ= *যে আদায় করবে সে দুনিয়াতে আমান (নিরাপত্তা) ও আখেরাতে নাজাত(মুক্তি) পাবে কিন্তু উম্মাহ কিছুই পায় না*

হজ্ব= *যে আদায় করবে সে দুনিয়াতে আমান ও আখেরাতে নাজাত পাবে, তবে উম্মাহ কিছু পায় না।*

রোজা= *যে আদায় করবে দুনিয়াতে আমান ও আখেরাতে নাজাত পাবে কিন্তু উম্মাহ কিছু পায় না।*

জাকাত= *যে আদায় করবে সে আখেরাতে নাজাত পাবে দুনিয়াতে তেমন কিছু পাবে না,(সে নিজের মাল অন্যকে দিচ্ছে নিজে পাচ্ছে না) তবে উম্মাহ এর দ্বারা দুনিয়াতে আমান পাবে কিন্তু আখেরাতে নাজাত পায় না।*

জিহাদ= *যে করবে সে দুনিয়াতে আমান ও আখেরাতে নাজাত পাবে আর উম্মাহ ও দুনিয়াতে আমান পাবে আখেরাতে নাজাতের রাস্তা খুজে পাবে, কারণ, যখন জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে তখন মানুষ সুখ-শান্তী ন্যায়বিচার পাবে অর্থাৎ আমান পাবে আর যখন মানুষের মধ্য ন্যায় বিচার ও খোদা ভীতি বৃদ্ধি পাবে তখন মানুষ আল্লাহর দিকে দলে দলে ধাবীত হবে যা মানুষকে জান্নাতের দিকে অগ্রগামী করবে কারণ আল্লাহ তায়ালা তখন মানুষের তাওবা কবুল করবেন যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন,*

اذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره , انه كان توابا * (الكوثر)

অর্থঃ যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে, সুতরাং তুমি দলে দলে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থণা করিও, তিনি তো তওবা কবুলকারী। (সূরা কাওসার)

সুতরাং এর দ্বারা জানা গেলো যে যখন জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও নুসরত আসবে মানুষেরা কোন আপত্তি সংশয় ছাড়াই দ্বীনে প্রবেশ করবে, আর তখন আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাওবা কবুল করবেন আর যার তাওবা কবুল হবে আল্লাহ তায়ালা তো তাকেই জান্নাত দান করবেন আর এর চেয়ে বড় সফলতা কি হতে পারে যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলের ঘোষণা দিয়েছেন, তাই একথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, নিজের এবং উম্মাহর সব থেকে বেশি উপকার এই বিধানের মধ্যই রয়েছে, যা উম্মাহর প্রত্যেকের জন্যই প্রয়োজন। এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে তা হলঃ নামাজ রোজা দ্বারা তো এই উপকার উম্মাহ পাবে না এটা তো বুঝলাম, কিন্ত জিহাদের মাধ্যমে কিভাবে পাওয়া সম্ভব, তা তো বুঝলাম না,?কারোণ জিহাদ মানে তো শুধু মারামারি, রক্ত ঝরানো।? উত্তরঃ বর্তমান সমাজে অশান্তীর মুল কারণ হল ফেতনা-ফাসাদ। আর এই ফেতনা বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন ধণীদের কতৃক গরীবের উপর নির্যাতন, বেহায়াপনা, ইসলাম বিদ্বেষীদের উন্নতি, নাস্তিক মুরতাদের অবৈধ ক্ষমতার ব্যবহার যার মাধ্যমে জনগণ নির্যাতীত,শোষিত। কুফফার কতৃক মুসলিমদের উপর জুলুম, ঘর-বাড়ি হারা, মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হনন সহ আরও অনেক কিছু। এখন যদি শান্তী পেতে হয় তবে এই সকল ফেতনাকে অবশ্যই মুলৎপাটন করতে হবে এবং আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে হবে আর ফেতনা দূর করার ও আল্লাহর দ্বীন পূর্ণভাবে কায়েম করার একমাত্র পথ হল "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" যা আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন,

وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله

অর্থঃ তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের (কাফের) বিরূদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না; ফেতনা দূরভূত হয় এবং পূর্ণভাবে দ্বীন আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেল, যে ফেতনা দূর করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে জিহাদের কোন বিকল্প নাই। সুতরাং জিহাদে করতে গিয়ে যে

মারামারি করতে হয় এটা আমাদের নিজেদের মধ্যকার ব্যক্তি স্বার্থের লড়াই নয় বরং এটা জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুমের লড়াই,বাতিলের বিরুদ্ধে হকের লড়াই যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা সরাসরি দিয়েছেন,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম রাঃ শশরীরে ময়দানে গিয়ে প্রমান করে দিয়েছেন, সুতরাং যাতে উম্মাহর জন্য এত বেশি ফায়দা তা জানার পরেও নির্বোধ ছাড়া কে এর বিরোধিতা করে, আর কে ফিরে থাকে...!?

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৭৯৭

দরসুল হাদিস; জিহাদ; ইমানের পরে সর্বোত্তম আমল

আদনানমারুফ

Senior Member

০৪-১৪-২০১৯

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». صحيح البخاري: (26 (صحيح مسلم: (83(

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ইমান আনা। প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হজ্জে মাবরুর (মকবুল হজ্জ) -সহিহ বুখারী, ২৬ সহিহ মুসলিম, ৮৩

عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيله». صحيح البخاري: (2518) صحيح مسلم: (84(

আবু যর রাযিআল্লাহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর প্রতি ইমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা। -সহিহ বুখারী, ২৫১৮ সহিহ মুসলিম, ৮৪

আবু সাইদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله ﷺ: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله .«صحيح البخاري: (2786) صحيح مسلم: (1888(

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়, হে আল্লাহর রাসুল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ মুমিন যে নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। -সহিহ বুখারী, ২৭৮৬ সহিহ মুসলিম, ১৮৮৮

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন,

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال: «لا أجده» قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟»، قال: ومن يستطيع ذلك؟، قال أبو هريرة: «إن فرس المجاهد ليستن في طوله، فيكتب له حسنات». صحيح البخاري: (2785) صحيح مسلم: (1878)

একব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের সমতূল্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো এমন কোন আমল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি পারবে, মুজাহিদ জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলে তুমি মসজিদে প্রবেশ করে অনবরত নামায পড়তে থাকবে, ক্লান্ত হবে না। প্রতিদিন রোযা রাখবে, রোযা ভাঙ্গবে না। প্রশ্নকারী বললেন, এটা কেই বা পারবে? আবু হুরাইরা বলেন, মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাধা অবস্থায় বিচরণ করলেও মুজাহিদের জন্য সওয়াব লিখা হয়। -সহিহ বুখারী, ২৭৮৫, সহিহ মুসলিম, ১৮৭৮

হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال. فتح الباري: 5/6 ط. دار الفكر(

এটি মুজাহিদের জন্য সুস্পষ্ট ফযিলত, যা প্রমাণ করে কোন আমলই জিহাদের সমতূল্য নয়। -ফাতহুল বারী, ৬/৫

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট যে, ইমানের পরে সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর পথে জিহাদ, উলামায়ে কেরাম বলেন, হাদিস মূলত কুরআনের ব্যাখা,

এবং হাদিসের সব বিষয়ই ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও কুরআনে আছে (দেখুন, আসসুন্নাহ ও মাকানাতুহা, মুস্তফা সিবায়ী, ১/৩৮৬ আলমাকতাবুল ইসলামী) এ দৃষ্টিকোন থেকে আমরা বলতে পারি এ হাদিসসমূহ আল্লাহর তায়ালার নিম্মোক্ত বাণী থেকেই সংগ্রহীত,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (التوبة: 19(

তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারাম আবাদ করাকে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতূল্য মনে করো? তারা তো আল্লাহর তায়ালার নিকট সমান নয়। আল্লাহ তায়ালা জালেমদের হেদায়াত দান করেন না। যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর তায়ালার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, এবং তারাই তো সফলকাম। -সুরা তাওবা, ১৯-২০

এ আয়াতের শানে নুযুলে ইমাম মুসলিম নোমান বিন বাশির রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণণা করেন,

»كنت عند منبر رسول الله ﷺ، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر، وقال :لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل : }أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر {الآية إلى آخرها. (1879)

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের নিকট বসা ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইসলাম আনার পর হাজিদের পানি পান করানো ব্যতীত

অন্য কোন আমল না করলেও আমার কোন পরোয়া নেই, আরেকজন বললো, ইসলাম আনার পর মসজিদুল হারাম আবাদ করা ব্যতীত অন্য কোন আমল না করলেও আমার কোন পরোয়া নেই। তৃতীয় একব্যক্তি বললো, তোমরা যে আমলগুলোর কথা বলছো তার চেয়ে জিহাদ উত্তম, উমর রাযিআল্লাহু আনহু তাদের ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের নিকট উচ্চস্বরে কথা বলো না, বরং জুমুআর নামাযের পর আমি রাসুলের নিকট তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো সেই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবো। তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারাম আবাদ করাকে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতূল্য মনে করো? (সুরা তাওবা, আয়াত, ১৯) -সহিহ মুসলিম, ১৮৭৯

মসজিদুল হারাম আবাদ করা দ্বারা তাতে ইবাদত বন্দেগী করা এবং তার নির্মানকাজ করা উভয়টিই উদ্দেশ্য, (দেখুন, আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস, ১/৭৫ দারু ইহয়াউত তুরাস, তাফসীরে সা'দী, পৃ: ৩৩১ মুয়াসসাসাতুল রিসালা) সুতরাং আয়াত থেকে স্পষ্ট যে নফল হজ্জে গিয়ে মসজিদুল হারামে ইবাদত বন্দেগী করার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাই উত্তম, এজন্যই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমানের পর জিহাদকে সর্বোত্তম আমল বলেছেন এবং হজকে তৃতীয় স্তরে রেখেছেন।

বরং শাইখুত তাফসীর শাইখ আহমদ আলী লাহোরী বলেন, এ আয়াতে তাদের অযুহাত খন্ডন করা হয়েছে, যারা মসজিদ (ও খানকায়) বসে বসে ইবাদত ও যিকির করার বাহানায় জিহাদ থেকে বিরত থাকে। -ফাতহুল জাওয়াদ, ২/৪৩১

জিহাদের ফযিলত সম্বলিত এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসের কারণে সাহাবায়ে কেরামও জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করতেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহু আনহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.»

হে আল্লাহর রাসূল আমরা জানি জিহাদ সর্বোত্তম আমল, আমরা কি জিহাদ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজ্জে মাবরূর, (মকবুল হজ) –সহিহ বুখারী, ১৫২০

সুনানে নাসায়ীর বর্ণণায় আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার প্রশ্নটি এভাবে এসেছে,

إني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. (سنن النسائي(2628 :

আমি তো কুরআনে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল দেখছি না ...। -সুনানে নাসায়ী, ২৬২৮

উল্লেখিত হাদিসটির ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৫২ হি.) বলেন,

أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة، وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: «فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد». اختلف في ضبط (لكن) فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة، قال القابسي وهو الذي تميل إليه نفسي، وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج، وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. (فتح الباري 3/382 :ط. دار الفكر(

অর্থাৎ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, (জিহাদ সর্বোত্তম আমল) কেননা কুরআন-সুন্নাহয় এর অসংখ্য ফযিলত এসেছে। ... অধিকাংশ বর্ণণায় لكن শব্দের কাফ অক্ষরে পেশ এসেছে (অর্থাৎ لِكُنَّ তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ) ....

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ «قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء». صحيح البخاري: (969)

জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনে আমল করা অন্য কোন দিনে আমল করার সমতূল্য নয়। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, (অন্য দিনগুলিতে) জিহাদ করাও কি এই দশদিনে আমল করার সমতূল্য নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, জিহাদও নয়, তবে যে ব্যক্তি নিজের জানমালের ঝুকি নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং জানমাল কোন কিছুই না নিয়েই ফিরে আসে (সেই ব্যক্তির আমল জিলহজের আমলের চেয়েও উত্তম) । -সহিহ বুখারী, ৯৬৯

হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم. (فتح الباري: 460/2)

সাহাবীদের এই প্রশ্ন প্রমাণ করে তাদের নিকট জিহাদ সর্বোত্তম হওয়ার বিষয়টি সুবিদিত ছিল। -ফাতহুল বারী, ২/৪৬০

ইমাম ইবনে কুদামা আলামাকদিসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬২০ হি.) তার বিখ্যাত ফিকহগ্রন্থ আলমুগনীতে বলেন,

قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له أمر العدو؟ فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء. ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو، هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه، الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم .

আছরম বলেন, ইমাম আহমদ বলেন, জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন নেকআমল আছে বলে আমার জানা নেই। ফযল বিন যিয়াদ বলেন, ইমাম আহমদের নিকট শত্রুর আলোচনা করা হলে তিনি কেদে ফেলেন এবং বলেন জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন নেক আমল নেই, ইমাম আহমদের আরেকজন ছাত্র তার থেকে বর্ণণা করেন, শত্রুর মোকাবেলার সমতূল্য কোন ইবাদত নেই, স্বশরীরে যুদ্ধে অংশ্রগহণ করা সর্বোত্তম আমল, যারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে তারাই ইসলামের প্রতিরক্ষা করে, সুতরাং জিহাদে চেয়ে উত্তম আমল আর কি হতে পারে? মানুষ নিরাপদে

থাকে, অথচ মুজাহিদরা ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এরপর ইবনে কুদামা জিহাদের ফযীলতে কিছু হাদিস উল্লেখ করার পরে বলেন,

ولأن الجهاد بذل المهجة والمال، ونفعه يعم المسلمين كلهم، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، ذكرهم و أنثاهم، وغيره لا يساويه في نفعه وخطره، فلا يساويه في فضله وأجره) .المغني: 199/9 ط. مكتبة القاهرة)

তাছাড়া জিহাদে জানমাল ব্যয় করতে হয় এবং জিহাদের ফায়েদা ছোট-বড়, দূর্বল-সবল, পুরুষ-মহিলা, সকল মুসলিম ভোগ করে, অন্য কোন আমল উপকারীতা ও ঝুঁকির ক্ষেত্রে জিহাদের সমান নয়, সুতরাং ফযিলত ও সওয়াবের ক্ষেত্রেও তা জিহাদের সমতূল্য হবে না (কেননা হাদিসে এসেছে, সওয়াব পরিমাণ নির্ধারিত হয় ইবাদত আদায়ে কষ্ট-ক্লেশের পরিমাণ অনুপাতে, সহিহ বুখারী, ১৭৮৬ সহিহ মুসলিম, ১২১১)। -আলমুগনী, ৯/১৯৯

সহিহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৫৬ হি.) বলেন,

وقد حصل من مجموع هذه الأحاديث: أن الجهاد أفضل من جميع العبادات العملية، ولا شك في هذا عند تعيينه على كل مكلف يقدر عليه، كما كان في أوّل الإسلام، وكما قد تعيَّن في هذه الأزمان؛ إذ قد استولى على المسلمين أهل الكفر والطغيان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 712/3 ط. دار ابن كثير 1417 :هـ(

এই সকল হাদিস থেকে বুঝা যায়, জিহাদ সকল আমলী ইবাদাতের চেয়ে উত্তম, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সুরতে জিহাদই সর্বোত্তম আমল, যেমন ইসলামের সূচনালগ্নে জিহাদ ফরযে আইন ছিল, এবং বর্তমান যমানায়ও জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে, যেহেতু মুসলিমদের উপর কাফেররা প্রভাব বিস্তার করেছে। -আলমুফহিম, ৩/৭১২

আল্লাহ তায়ালা ইমাম কুরতুবীর উপর লাখো রহমত বর্ষণ করুন, তিনি সপ্তম হিজরীতেই কাফেরদের গলাবা ও বিজয়ের কারণে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার

ফতোয়া দিয়েছেন। অথচ তখন কাফেররা অল্প কিছু মুসলিম ভূমিই দখল করতে পেরেছিল। হায়, তিনি যদি আজকের অবস্থা দেখতেন, যখন পৃথিবীর সব মুসলিম ভূমিই কাফেরদের অধীন, মুসলিম ভূমিগুলোর দালাল শাসকেরা কাফেরদের আজ্ঞাবহ, তাহলে না জানি তিনি কি ফতোয়ায়ই দিতেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩০১২

দরসুল হাদিস; শাহাদাতের সন্ধানে ছুটে চলা; মুমিনের জীবনযাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি

আদনানমারুফ

Senior Member

০৪-২০-২০১৯

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ». أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط: (1889)

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনের জীবনের সর্বোত্তম অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে (অর্থাৎ পূর্ণ প্রস্তুত থাকে), (শত্রু আগমণের) সংবাদ কিংবা (সাহায্যের আবেদনমূলক) চিৎকার শুনতে পাওয়া মাত্রই সে ঘোড়ার পিঠে উড়ে চলে, সম্ভাব্য (সকল) স্থানে শাহাদাত ও মৃত্যুকে খুঁজে ফেরে, কিংবা ঐ ব্যক্তি যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় বা কোন উপত্যকায় কয়েকটি ছাগল নিয়ে বসবাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, এবং মৃত্য পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করে, সে মানুষের শুধু কল্যাণই সাধণ করে (ক্ষতি করে না) -সহিহ মুসলিম, ১৮৮৯

হাদিসের ব্যাখায় ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭৬ হি.) বলেন,

المعاش هو العيش، وهو الحياة، وتقديره والله أعلم: «مِن خير أحوال عيشهم: رجل ممسك». قوله ﷺ: «يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، يبتغي القتل والموت مظانه» معناه: يسارع على ظهره، وهو متنه، كلما

سمع هيعة، وهي الصوت عند حضور العدو، وهى بفتح الهاء وإسكان الياء، والفزعة بإسكان الزاي، وهي النهوض إلى العدو .

ومعنى «يبتغي القتل مظانه» : يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة، وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة. شرح النووي على مسلم: (35/13 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392

... 'সম্ভাব্য স্থানে শাহাদাত ও মৃত্যুকে খুঁজে বেড়ায়' এর অর্থ হলো, শাহাদাতের প্রতি তীব্র আকাঙ্খার কারণে ঐ সব স্থানে শাহাদাতকে খুঁজে বেড়ায় যেখানে শাহাদাতের সম্ভাবনা থাকে। এই হাদিস জিহাদ, রিবাত ও শাহাদাতের আকাঙ্খার ফযিলত প্রমাণ করে। -শরহে মুসলিম, ১৩/৩৫

হাদিসের দ্বিতীয় অংশে যে পাহাড়ের চূড়ায় বা উপত্যকায় একাকী বসবাস করে ইবাদত বন্দেগী করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, আলেমগণ বলেছেন, এটা ফিতনার সময়ের বিধান, এর দলিল হলো সহিহ বুখারীর এই হাদিস,

عن أبي سعيد الخدري ﷺ، قال :قال رسول الله ﷺ: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم، يتبع بها شعف الجبال وموا قع القطر، يفر بدينه من الفتن» صحيح البخاري: (19(

আবু সাইদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অচিরেই মানুষের উত্তম সম্পদ হবে ছাগলপাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টিবর্ষণের স্থানসমূহে বসবাস করবে, দ্বীন রক্ষার্থে সে ফিতনা থেকে পলায়ন করবে। -সহিহ বুখারী, ১৯ (বিস্তারিত দেখুন, ইমাম নববীর শরহে মুসলিম ১৩/৩৪ দারু ইহইয়াউত তুরাস, ফাতহুল বারী, ৬/৬-৭ দারুল ফিকর, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/৩৪৭ দারু ইহইয়াউত তুরাস)

আর স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের সাথে মিলে থাকা, বিশেষকরে জিহাদের উদ্দেশ্যে লোকালয়ে থাকা একাকী পাহাড়-উপত্যকায় থেকে ইবাদত করার চেয়ে অনেক উত্তম, একসাহাবী একটি পাহাড়ের শৃঙ্গের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যাতে একটি ছোট্ট সুন্দর ঝর্ণা ছিল, জায়গাটি সাহাবীর বেশ পছন্দ হয়, তিনি ভাবেন, যদি আমি

মানুষের থেকে পৃথক হয়ে এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করি তাহলে কতই না উত্তম হয়, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস না করে আমি কখনোই তা করবো না। পরে তিনি রাসূলের নিকট এ বিষয়টি উপস্থাপন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ، اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ.أخرجه أحمد: (10785) والترمذي : والحاكم: (2382) (1650) وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقال الحاكم :)هذا حديث صحيح على شرط مسلم) وو افقه الذهبي، وقال الشيخ شعيب في تحقيقه لمسند أحمد: (إسناده حسن(

তুমি এটা করো না, কেননা আল্লাহর রাস্তায় একমূহুর্ত অবস্থান করা ঘরে বসে সত্তর বছর ইবাদত করার চেয়েও উত্তম, তোমরা কি চাওনা না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন, তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, **যে আল্লাহর পথে একমূহুর্ত যুদ্ধ করবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।**- সুনানে তিরমিযি, ১৬৫০, মুসনাদে আহমদ, ৯৬৭২ ইমাম তিরমিযি ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

এখানে প্রসঙ্গত ফিতনা কাকে বলে তাও স্পষ্ট করা দরকার, অনেকে জিহাদকেই ফিতনা মনে করে, বিশেষকরে নুসাইরী, শিয়া, ও মুরতাদ-ইসলামবিদ্বেষী সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধকেই ফিতনা মনে করে নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকে, কিন্তু ফিতনা কাকে বলে এই বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, ফিতনা সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী সাহাবী হলেন হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু, তিনি নিজেই বলেন, ‘মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণকর বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো, আর আমি তাকে অকল্যাণ (ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, যেন আমি এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারি’, (সহিহ বুখারী, ৩৬০৬ সহিহ মুসলিম, ১৮৪৭) সাহাবায়ে কেরামও তাকে ফিতনা বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দিতেন, (সহিহ বুখারী, ৫২৫ সহিহ মুসলিম, ১৪৪) তো এই মহান সাহাবী হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু সুস্পষ্ট রুপে বলেছেন, ‘ফিতনা

হলো যখন হক-বাতিল অস্পষ্ট হয়ে যায়', অর্থাৎ যদি কখনো এমন হয় যে, কোন পক্ষ হক আর কোন পক্ষ বাতিল তা নির্ধারণ করা না যায় তখন শরিয়ত আমাদের কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে নিষেধ করেছে, কিন্তু যেখানে এক পক্ষ কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছে, আর অপর পক্ষ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা কিংবা বহাল রাখার জন্য যুদ্ধ করছে সেক্ষেত্রে শরিয়ত আমাদের কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা লড়াই করছে তাদের পক্ষে যোগদানের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, এ বিষয়ে হুযাইফা ও সালমান রাযিআল্লাহু আনহুমা, এবং কাবে আহবার রহিমাহুল্লাহু থেকে নিম্নে বর্ণিত আছারগুলো লক্ষ্য করুন,

»لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ عَلَى جُوخَا أَتَى أَبَا مَسْعُودٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا شَأْنُ سَيْفِكَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: أَمَّرَنِي عُثْمَان عَلَى جُوخَا، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِتْنَةً، حِينَ طَرَدَ النَّاسُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ :أَمَا تَعْرِفُ دِينَك يَا أَبَا مَسْعُودٍ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّك الْفِتْنَةُ مَا عَرَفْتَ دِينَك، إنَّمَا الْفِتْنَةُ إذَا اشْتَبَهَ عَلَيْك الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَلَمْ تَدْرِ أَيَّهُمَا تَتَّبِعُ، فَتِلْكَ الْفِتْنَةُ». أخرجه ابن أبي شيبة: 38447

হুযাইফা রাযি. যখন জুখার গভর্ণর হয়ে আসেন তখন আবু মাসউদ রাযি. তাকে সালাম জানানোর জন্য আসেন, আবু মাসউদ বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ আপনার সাথে তরবারী কেন? হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, উসমান রাযি. আমাকে জুখার গভর্ণর বানিয়েছেন। আবু মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, এই যে লোকেরা (সাবেক গভর্ণর) সাইদ বিন আসকে তাড়িয়ে দিল এ কারণে কি আপনি কোন ফিতনা হওয়ার আশংকা করছেন? হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আবু মাসউদ, আপনি কি আপনার দ্বীন সম্পর্কে অবগত নন? আবু মাসউদ বললেন, হাঁ, অবশ্যই। হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, যতদিন আপনি আপনার দ্বীনের ব্যাপারে অবগত থাকবেন, ততদিন ফিতনা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *ফিতনা তো হলো যখন হক-বাতিল অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আপনি কি করবেন, কোন পক্ষে যাবেন তা নির্ধারণ করতে পারবেন না।* - মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩৮৪৪৭ এ আছারটি হাফেয ইবনে হাযারও

ফাতহুল বারীতে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন, দেখুন ফাতহুল বারী, ১৩/৪৯ দারুল ফিকর।

عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «قَالَ سَلْمَانُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ؟ قَالَ: إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ، قَالَ :نِعْمَ الزُّوَيْدُ: إِذًا أَنْتَ».

أخرجه ابن أبي شيبة: (30926)

তারেক বিন শিহাব বলেন, *সালমান রাযিআল্লাহু আনহু যায়েদ বিন সুহানকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন কুরআনের অনুসারী ও শাসকের মধ্যে যুদ্ধ হবে তখন তুমি কি করবে, যায়েদ বললেন, আমি কুরআনের অনুসারীদের পক্ষ অবলম্বন করবো, সালমান রাযিআল্লাহু আনহু (খুশি হয়ে) বললেন, তাহলে তুমি কতই না উত্তম যায়েদ হবে।*-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩০৯২৬

عَن كَعْبٍ، قَالَ: «يَقْتَتِلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ قَالَ: فَيَطَأُ السُّلْطَانُ عَلَى صِمَاخِ الْقُرْآنِ فَلَأْيًا بِلأْيٍ، وَلَأْيًا بِلأْيٍ، مَا تَنْفَلِتُنَّ مِنْهُ .«أخرجه ابن أبي شيبة: (30927) و أبو عبيد في فضائل القرآن: (132)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার টিকায় শায়েখ আওয়ামা বলেন,

والمعنى - والله أعلم سيكون اقتتال بين أهل القرآن والسلطان، وتكون الغلبة لأهل القرآن، وتكون شدَّةً بشدةٍ، قلَّ ما تنفلتن وتنجون منها. (تعليق الشيخ عوامه على المصنف : 562/15 ط. دار القبلة)

উল্লিখিত আছরটির অর্থ হলো, অচিরেই কুরআনের অনুসারী ও বাদশার অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হবে, এবং কুরআনের অনুসারীদেরই বিজয় হবে। তবে যুদ্ধ হবে ঘোরতর, তোমাদের কম লোকই তার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ১৫/৫৬২

বস্তুত, নামায কায়েম না করা এবং কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা, শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, চাই এসব কাজের কারণে শাসককে মুরতাদ বলা হোক বা না হোক, বরং অনেক আলেমগণ এসব ক্ষেত্রে শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করে তাকে অপসারিত করা

উম্মতের ইজমায়ী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওয়াজিব বলে দাবী করেছেন, এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ এবং আলেমদের বক্তব্য সহ বিস্তারিত ফতোয়া তৈরীর কাজ করছি, ভাইদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত রইল, আল্লাহ তায়ালা যেন দ্রুততম সময়ে কাজটি সুসম্পন্ন করার তাওফিক দান করেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩০৭৯

গুরাবা সম্পর্কে হাদীস জানতে চাই

musab bin sayf

Senior Member

০৪-২৬-২০১৯

আসসালামু আলাইকুম

মুহতারাম ভাইয়েরা আমার গুরাবা সম্পর্কে কিছু হাদীসের খুবই প্রয়োজন ভায়েরা একটু অনুগ্রহ করে গুরাবা এর হাদীসগুলো দিবেন ইনশাআল্লাহ ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ

আদনানমারুফ

Senior Member

০৪-২৬-২০১৯

গুরাবা বিষয়ক ইবনে রজন হাম্বলী (মৃ: ৭৯৫ হি.) রহিমাহুল্লাহুর **كشف الكربة في وصف أهل الغربة** নামে একটি কিতাব মাকতাবায়ে শামেলায় আছে, এই কিতাবের শুরুতে তিনি গুরাবা বিষয়ক হাদিসগুলো জমা করে দিয়েছেন, আমি তার থেকে নকল করে দিচ্ছি, তরজমার প্রয়োজন হলে বলবেন, করে দেওয়ার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

خرج مسلم في " صحيحه " من حديث أبي هريرة ﷺ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء. «وخرجه الإمام أحمد و ابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره وهي: «قيل: يا رسول الله! ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. » وخرجه أبو بكر الآجري وعنده: «قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. »

وخرجه غيره وعنده: «قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: «إن الدين بدأ غريبًا، وسيرجع غريبًا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. «

وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي ﷺ، وفي حديثه» :قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين فساد الناس. «

وخرجه أيضًا من حديث سهل بن سعد بنحوه.

وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ وفي حديثه: «فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. «

وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طوبى للغرباء، قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. «

وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وموقوفًا في هذا الحديث: «قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى ابن مريم عليه السلام. «. «

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩১৪৪

তায়েফা মানসুরা কারাঃ

[silahol hind](#)

Junior Member

০৩-২৯-২০১৯

তায়েফা মানসুরা কারাঃ জিহাদ করা ছাড়া কী তায়েফা মানসুরার অনর্ভূক্ত হওয়া যাবে?

মানহাজ, সংশয় নিরসন

কিছু দিন যাবৎ কয়েকটা আইডি থেকে জিহাদি তানজীম নাজায়েজ প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। দুয়েকজন ব্যক্তির পদস্খলনসহ দুয়েকটি হাদিস ও আইম্মায়ে কেরামের কিছু বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল।

বিশেষ করে হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্যের ভুল ব্যাখার মাধ্যমে এ প্রয়াস চলেছিল। আলহামদু লিল্লাহ! আমরা হাদিসের সহীহ ব্যাখ্যা এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরেছি। জিহাদি তানজীম গঠন জায়েয, বরং আবশ্যক হওয়ার দলীল প্রমাণও তুলে ধরেছি। এরপর আশাকরি ভাইদের মাঝে কোন সন্দেহ থাকবে না। সংশয় সৃষ্টিকারীদের খণ্ডনকল্পে তাদের কাছে কিছু ইলজামি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা সেগুলোর কোনটারই কোন সহীহ জওয়াব দিতে সমর্থ্য হয়নি। প্রশ্নগুলো মৌলিকভাবে এরকম ছিল:

ক. জিহাদের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসের কি ব্যাখ্যা?

খ. উম্মাহর উপর কাফেরদের আগ্রাসন হলে জিহাদ ফরযে আইন- এর কি ব্যাখ্যা?

গ. শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয- এর কি ব্যাখ্যা?

ঘ. তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস; তথা যেসব হাদিসে এসেছে যে, একটা দল সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিতাল করতে থাকবে- এগুলোর কি ব্যাখ্যা?

ঙ. খেলাফত না থাকার সময়ে যেসব জিহাদ হয়েছে – বিশেষত তাতারদের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে – সেগুলোর কি বিধান?

মৌলিকভাবে এ প্রশ্নগুলো তাদের করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর কোন জওয়াব দিতে পারেনি। অবশেষে মূল প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য একটি বিষয়ে সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছে। সেটা হল, তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস। আমরা বলেছিলাম, তায়েফায়ে মানসূরা একটা দল সব সময় হকের উপর থেকে কিতাল করতে থাকবে। এটা দলীল যে, খেলাফত না থাকার সময়েও জিহাদি তানজীম গঠন করা যাবে। সংশয় সৃষ্টিকারীরা এতে আপত্তি জানিয়ে বিষয়টিকে ভিন্ন দিকে ঘুরানোর চেষ্টা করেছে। হাদিসে যদিও স্পষ্ট এসেছে যে, তায়েফায়ে মানসূরা যে দলটি হবে, সেটি একটি জিহাদি দল- এতদসত্ত্বেও তারা দাবি করছে, তায়েফায়ে মানুসূরা কোন জিহাদি দল নয়। বরং তায়েফায়ে মানসূরা হচ্ছে, আলেম উলামা। তারা এ দাবিটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে করেছে এবং আমাদের উপর আপত্তি করেছে যে, আমরা সালাফের ব্যাখ্যা প্রত্যাখান করে নিজে থেকে মনমতো ব্যাখ্যা করছি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তানজীম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে শুধু তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসই দলীল নয়। এর পক্ষে অনেক দলীল প্রমাণ আছে, যেগুলো ফোরামে আলোচিত হয়েছে। এতএব, তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস যদি বাদও দিই, তাহলেও আমাদের দাবিতে কোন ফারাক পড়ে না। তবে যেহেতু একটা ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে এবং বিষয়টি জিহাদের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, এ কারণে এর সহীহ ব্যাখ্যা তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। যাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি আমাকে প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচন করে সত্যটি ফুটিয়ে তোলার তাওফিক দান করেন।
তায়েফায়ে মানসূরা কারা?

তায়েফায়ে মানসূরার ব্যাপারে যেসব হাদিস এসেছে, সেগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। অর্থাৎ এ বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবী থেকে – বলা হয় ২০ জন সাহাবী থেকে – এত অধিক পরিমাণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত তায়েফায়ে মানসূরা একটা দল কেয়ামত অবধি দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকবে।

জিহাদ ছাড়া কি তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব?

সংশয়বাদিদের দাবি হচ্ছে, তায়েফায়ে মানসূরা মূলত কোন জিহাদি দল নয়। তায়েফায়ে মানসূরা হচ্ছে: উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন প্রমুখ। কিন্তু সাধারণ আরবী বুঝে এমন কোন ব্যক্তিও যদি তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসগুলোর দিকে তাকায়, তাহলে অনায়াসে বুঝতে পারবে, তায়েফায়ে মানসূরা মূলত একটা জিহাদি দল। তারা হকের উপর থেকে কিতাল করতে থাকবে। তাদের মাঝে উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন, সাধারণ মুসলমান- সকলেই থাকতে পারেন। সকলে মিলেই এ তায়েফায়ে গঠিত। জিহাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ায় রত। যারা জিহাদে জড়িত নন- তারা উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন যাই হোন না কেন, তায়েফায়ে মানসূরা নন। তারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এবং হকপন্থী হতে পারেন, কিন্তু তায়েফায়ে মানসূরা নন। তায়েফায়ে মানসূরা উম্মাহর আহলুস সুন্নাহর একটা অংশ। আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা নন। আহলুস সুন্নাহর যারা হক জিহাদে লিপ্ত, তারাই কেবল তায়েফায়ে মানসূরা। অন্যরাও আহলুস সুন্নাহ এবং হকপন্থী, কিন্তু তায়েফায়ে মানসূরা নন। তায়েফায়ে মানসূরা হতে হলে জিহাদে জড়িত হতে হবে। হাদিসে বিষয়টা সুস্পষ্ট। সারকথা:

– তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর একটা অংশ। আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা নন। আহলুস সুন্নাহর যারা হক জিহাদে জড়িত, তারাই কেবল তায়েফায়ে মানসূরা।

– কেউ তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি আহলুস সুন্নাহ ও আহলে হক থেকে বহিষ্কৃত। যদি আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ভিন্ন কোন কারণ না থাকে, তাহলে তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হয়েও আহলুস সুন্নাহ হতে পারেন।

তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত হাদিস

উপরোক্ত কথাগুলো বুঝার পর আমরা তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত কিছু হাদিসের দিকে নজর দিই। ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ইমারাতে এ সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করেছেন। কিতাবুল ঈমানেও একটি হাদিস এনেছেন। প্রথমে সহীহ মুসলিমের হাদিসগুলো উল্লেখ করছি। তারপর অন্যান্য কিতাব থেকে কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করছি।

হাদিস ১:

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة – قال – فينزل عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم - فيقول أميرهم تعال صل لنا . فيقول لا . إن بعضكم على بعض أمراء . تكرمة الله هذه الأمة.«

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। (তাদের শত্রুদের উপর) হবে প্রতাপশালী। (এই ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) অবশেষে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম (তাদের মাঝে) অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর (অর্থাৎ ইমাম মাহদি) তাঁকে বলবেন, ‘আসুন, আমাদের নিয়ে নামায পড়ান।’ তিন বলবেন, না। তোমরা নিজেরাই পরস্পর পরস্পরের আমীর। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের সম্মানস্বরূপ।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ৪১২

হাদিস ২:

لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة.«

“এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (কারণ,) কেয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬২

হাদিস ৩:

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة.«

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। (তাদের শত্রুদের উপর) হবে প্রতাপশালী।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬৩

হাদিস ৪:

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة«

“আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনি ইলমের সঠিক বুঝ দান করেন। আর মুসলমানদের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীদের উপর হবে প্রতাপশালী।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬৫

হাদিস ৫:

لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك.«

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের শত্রুদের উপর হবে প্রতাপশালী। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের উপর কেয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬৬

এগুলো মুসলিম শরীফের হাদিস। সবগুলো হাদিসেই এসেছে যে, তারা কিতাল করতে থাকবে।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেন,হাদিস ৬:

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.«

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীদের উপর হবে প্রতাপশালী। (এ ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) তাদের সর্বশেষ দলটি মাসিহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে।” – সুনানে আবু দাউদ, বাবু: ফি দাওয়ামিল জিহাদ, হাদিস নং ২৪৮৬

ইমাম নাসায়ী রহ. বর্ণনা করেন,হাদিস ৭:

عن سلمة بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة [المجتبى من السنن للنسائي : 3561]

“হযরত সালামা ইবনে নুফাইল আলকিন্দি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকজন ঘোড়া গুটিয়ে নিয়েছে। অস্ত্র রেখে দিয়েছে। বলছে, এখন আর কোন জিহাদ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারা মোবারকসমেত আমাদের দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন, ‘তারা ভুল বলেছে। এখন তো মাত্র কিতালের যামানা শুরু হল। আমার উম্মতের একটা দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা কিতাল করতে থাকবে। তাদের সাথে কিতালের জন্য আল্লাহ তাআলা কতক সম্প্রদায়ের অন্তর ঘুরিয়ে দেবেন এবং এদের থেকে তাদেরকে রিযিক দেবেন। কিয়ামত অবধি এবং আল্লাহ তাআলার ফায়সালাকৃত বিষয়টি (তথা কেয়ামতের আগে যে বাতাসের দ্বারা মু’মিনগণের মৃত্যু হবে সেটি) আসা পর্যন্তই এই ধারাবাহিকতা চলবে। আর (শুনে রাখ,) কিয়ামত অবধিই ঘোড়ার অগ্রকেশে কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে’।”– সুনানে নাসায়ী (সুগরা); হাদিস নং ৩৫৬১

উপরোক্ত সবগুলো হাদিসেই আমরা দেখেছি, তায়েফায়ে মানসূরার বিশেষ যে সিফাতটি বলা হয়েছে, তা হলো, তারা কিতাল করতে থাকবে। অতএব, কিতালবিহীন কোন দল তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারে না। সামনে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

তায়েফায়ে মানসূরার উপরোক্ত হাদিসগুলো দেখার পর এবার আমরা এগুলো থেকে সাব্যস্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করবো:

এক. হকপন্থী একটা দল সর্বদাই জিহাদ করতে থাকবে তায়েফায়ে মানসূরার উপরোক্ত হাদিসগুলোতে এ কথাটি দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, হকপন্থী একটা দল সর্বদাই কিতালরত থাকবে। খেলাফত থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দল কিতাল করতে থাকবে।

পূর্বোক্ত ২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল মালাক রহ. (৮৫৪ হি.) বলেন,

لا يخلو وجه الأرض من الجهاد إن لم يكن في ناحية يكون في ناحية أخرى . اهـ

"ভূপৃষ্ঠ কখনোই জিহাদশূন্য হবে না। এক ভূখণ্ডে না হলে অন্য ভূখণ্ডে হবে।" – শরহুল মাসাবিহ লি ইবনিল মালাক: ৪/৩১২

আল্লামা তিবি রহ. (৭৪৩ হি.) বলেন,

وفيه معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف لم يزل بحمد الله تعالي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلي الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله تعالي . اهـ

"এ হাদিস একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকে এখন পর্যন্ত সর্বদাই এই অবস্থাটি চলে আসছে এবং আল্লাহ তাআলার ফায়সালাকৃত বিষয়টি (তথা কেয়ামতের আগে যে বাতাসের দ্বারা মু'মিনগণের মৃত্যু হবে সেটি) আসা পর্যন্ত চলতেই থাকবে।" – আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান; পৃষ্ঠা ২৬৩২

উপরোক্ত ৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

((يقاتل آخرهم المسيح الدجال ((أي لا تنقطع تلك الطائفة المنصورة، بل تبقى إلي أن يقاتل آخرهم الدجال . اهـ

"তাদের সর্বশেষ দলটি মাসিহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে। অর্থাৎ ঐ তায়েফায়ে মানসূরা কখনোও বিলুপ্ত হবে না। বরং তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে কিতাল করা পর্যন্তই তারা বিদ্যমান থাকবে।" – আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান; পৃষ্ঠা ২৬৪৪

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন,

لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق . اهـ

"কোনো যামানাই উক্ত তায়েফাশূন্য হবে না। প্রত্যেক যামানাতেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত উক্ত তায়েফাটি বিদ্যমান থাকবে।" – ফায়জুল বারী; ১/১৭১, কিতাবুল ইলম, বাব: মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ..., ছাপা: আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেউবন্দ

খেলাফত না থাকাবস্থায় জিহাদি তানজীম বৈধ তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস এবং মুহাদ্দিসিনে কেরামের ব্যাখ্যা থেকে দেখলাম, একটা হকপন্থী দল সর্বদা জিহাদ করতেই থাকবে। অপরদিকে বিভিন্ন হাদিস থেকে প্রমাণিত, এমন এক সময় আসবে, যখন খেলাফত থাকবে না। যেমন, বর্তমানে নেই। উভয় শ্রেণীর হাদিস সমন্বয় করলে ফলাফল দাঁড়ায়, খেলাফত না থাকাবস্থায়ও একটা হকপন্থী দল কিতালরত থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, খেলাফত না থাকাবস্থায় জিহাদি তানজীম গঠন ও তাতে যোগ দেয়া বৈধ। এমন সুস্পষ্ট বিষয়টি যারা অস্বীকার করতে চায়, তাদের জন্য বড়ই আফসোস!

দুই. তায়েফায়ে মানসূরা আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হাদিসে তায়েফায়ে মানসূরার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কেয়ামত অবধিই তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ থেকে স্পষ্ট যে, তারা কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আহলুস সুন্নাহর একটা জামাত হবে। এও স্পষ্ট যে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হলে হক বুঝা জরুরী। অতএব, তায়েফায়ে মানসূরা এমন একটি দল হবে, যাদের মাঝে দ্বীনের সঠিক বুঝসম্পন্ন আহলুস সুন্নাহর বিশিষ্ট আলেম উলামা, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফুকাহা থাকবেন, যারা এ দলটিকে সর্বদা হকের উপর পরিচালিত করবেন। এ থেকে স্পষ্ট, আহলুস সুন্নাহর বহির্ভূত – যেমন, রাফেজি, খারেজী, মু'তাজেলী, মুরজিয়া ইত্যাদি – বিদআতি ফেরকা তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারবে না। এ হিসেবেই সালাফের অনেকে বলেছেন, তায়েফায়ে মানসূরা হচ্ছে- আহলে ইলম, আহলুস সুন্নাহ ও মুহাদ্দিসিনে কেরাম। যেমন,

ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

هم أهل العلم . اهـ

"তারা হচ্ছেন আহলে ইলমগণ।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم . اهـ

"তারা যদি মুহাদ্দিসগণ না হয়ে থাকেন, তাহলে আমার বুঝে আসে না যে, আর কারা হবে।"

কাযি ইয়াজ রহ. বলেন,

إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث . اهـ

"ইমাম আহমাদের উদ্দেশ্য, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ এবং মুহাদ্দিসগণের মত-পথের বিশ্বাসীরা।" [দেখুন, বদরুদ্দীন আইনী রহ. কৃত সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ: উমদাতুল ক্বারী; ১৩/৬৬]

ইমাম আহামদ রহ. এর যামানায় হাদিস বিশারদ মুহাদ্দিসগণই ছিলেন আহলুস সুন্নাহর প্রতীক। তাই মুহাদ্দিসগণ দ্বারা তার উদ্দেশ্য, আহলুস সুন্নাহ- যেমনটা কাযি ইয়াজ রহ. বলেছেন। সালাফের এসব বক্তব্যে আহলে ইলম ও মুহাদ্দিসগণ তথা আহলুস সুন্নাহকে তায়েফায়ে মানসূরা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য, তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন বিদআতি ফিরকা তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। সামনে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

তিন. জিহাদ ব্যতীত তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তায়েফায়ে মানসূরার একান্ত বৈশিষ্ট যে গুণটির কথা বলা হয়েছে তা হল, তারা কিতাল করতে থাকবে এবং তাদের দুশমনদেরকে বিভিন্নভাবে পর্যদুস্ত করতে থাকবে। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এ বিশেষ গুণটি – তথা কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল – ছাড়া তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া সম্ভব নয়। তায়েফায়ে মানসূরা হতে হলে অবশ্যই কিতালে জড়িত হতে হবে। ইলম ছাড়া যেমন আলেম হওয়া যায় না, হাদিস ছাড়া

মুহাদ্দিস হওয়া যায় না, তাফসীর ছাড়া মুফাসসির হওয়া যায় না, ফিকহ ছাড়া ফকিহ হওয়া যায় না- তদ্রূপ কিতাল ছাড়া তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া যায় না।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

فالتحقيق أن المراد بالطائفة الجماعة المجاهدة . اهـ

"তাহকিকি ও বাস্তবসম্মত কথা হচ্ছে, তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা মুজাহিদ জামাত উদ্দেশ্য।" – মিরকাত: ১১/৪৪১

বি.দ্র.

আমি আগেও বলেছি, তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত। এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ধরুন, জিহাদ যখন ফরযে কেফায়া থাকবে, তখন জিহাদে না যাওযার সুযোগ আছে। আহলুস সুন্নাহর মধ্যে যারা তখন জিহাদে যাবে, তারা তায়েফায়ে মানসূরা। তারা যাবে না, তারা তায়েফায়ে মানসূরা নয়; কিন্তু আহলুস সুন্নাহ। অতএব, ক্ষেত্র বিশেষে তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হয়েও আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। কাজেই, লক্ষ রাখবো, দু'টোর মাঝে গরমিল যেন না করে ফেলি। এমন অভিযোগ যেন কেউ না করে যে, মুজাহিদগণ বাকি সকলকে আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত দাবি করে। তবে আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কার হওয়ার মতো কোন আকীদা পাওয়া গেলে তখন ভিন্ন কথা। তখন সে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত। তবে জিহাদে না যাওয়ার কারণে নয়, বিদআতি আকীদার কারণে। তদ্রূপ, জিহাদ যখন ফরযে আইন থাকে, তখন জিহাদে না গেলে এবং তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হলে গোনাহগার হবে।

** ইমাম আহমাদ রহ. এর বক্তব্য এবং একটি বিভ্রান্তির নিরসন

আমরা দেখেছি, তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর একটা দল। আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা নয়। হাদিস থেকে বিষয়টা একেবারেই সুস্পষ্ট। কিন্তু সালাফের কারো কারো বক্তব্য থেকে কেউ কেউ বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। যেমন, একটু আগেই ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম বুখারী রহ. এবং কাযি ইয়াজ রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। বাহ্যত তাদের কথার সারমর্ম, আহলুস সুন্নাহ কিংবা

আহলুস সুন্নাহর আহলে ইলম ও মুহাদ্দিসগণ হচ্ছেন তায়েফায়ে মানসূরা। বাহ্যত তাদের কথা থেকে বুঝা যায়, তায়েফায়ে মানসূরা হওয়ার জন্য জিহাদ শর্ত নয়। কিন্তু পাঠক মাত্রই দেখতে পাচ্ছেন, এ কথা হাদিসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তায়েফায়ে মানসূরার জন্য জিহাদ শর্তের কথাটা হাদিসে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এসেছে। ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারীর মতো ব্যক্তিদের কাছে বিষয়টা অজানা নয়। এমন সুস্পষ্ট হাদিস থাকার পরও তারা কিছুতেই বলতে পারেন না যে, জিহাদ ছাড়াও তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া যাবে। বরং তাদের কথা উদ্দেশ্য – যেমনটা একটু আগেও উল্লেখ করা হয়েছে – তায়েফায়ে মানসূরা আহলে ইলম ও আহলুস সুন্নাহ থেকে হবে। কোন বিদআতি ফিরকা তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারবে না। তাদের কথার এ অর্থ করলে তখন হাদিসের সাথে আর কোন বিরোধ থাকে না। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন,

واختلف في تعيين مصداقه وكل ادعى بما بدا له . قلت : كيف مع أنه منصوص في الحديث وهم المجاهدون في سبيل الله؟ ثم رأيت عن أحمد رحمه الله أن تلك الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجماعة فلا أدري من هي؟ ولم أكن أفهم مراده لأنك قد علمت أنها المجاهدون بنص الحديث . ولا يمكن عنه الغفلة لمثل أحمد رحمه الله فكيف قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثم بدا لي مراده : وهو أن المجاهدين ليسوا إلا من أهل السنة، فعلمت أنه عينهم من تلقاء جهادهم لا من جهة عقائدهم، ويشهد له التاريخ فإنه لم يوفق للجهاد أحد غير تلك الطائفة . وأكثر تخريب السلطنة الإسلامية كان على أيدي الروافض خذلهم الله ولعنهم . اهـ

“তায়েফায়ে মানসূরা কারা এ নিয়ে মতভেদ আছে। প্রত্যেকে নিজের বুঝ অনুযায়ী একেকটাকে তায়েফায়ে মানসূরা দাবি করেছে। (আশ্চর্য যে,) কিভাবে এখানে মতভেদ করা সম্ভব, অথচ হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, তারা হচ্ছেন আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণ?! ইমাম আহমাদ রহ. থেকে দেখেছি যে, তিনি বলেছেন, ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ যদি ঐ তায়েফা না হয়, তাহলে আমার বুঝে আসে না যে, আর কারা হবে’! আমি আহমাদ রহ. এর কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিলাম

না। কারণ, আপনি দেখেছেন, হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য, তারা হচ্ছেন মুজাহিদগণ। আহমাদ রহ. এর মতো ব্যক্তির কাছে বিষয়টা অজানা থাকতে পারে না। এরপরও তিনি কিভাবে বলতে পারেন, সে তায়েফা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ?! পরে আমার আহমাদ রহ. এর উদ্দেশ্য বুঝে আসলো। তা হলো, মুজাহিদগণ কেবল আহলুস সুন্নাহর মধ্য থেকেই হয়ে থাকেন। কাজেই, আপনি বুঝতে পারছেন, তিনি আহলুস সুন্নাহকে তায়েফায়ে মানসূরা বলেছেন, তাদের জিহাদের দিকটি বিবেচনা করে; (শুধুমাত্র) আকীদার দিকে লক্ষ করে নয়। আর ইতিহাসও এর সাক্ষী। আহলুস সুন্নাহ ছাড়া আর কারো জিহাদের তাওফিক হয়নি। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ইসলামী সালতানাত তো রাফেজীদের হাতেই ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ তাদের অপদস্ত ও অভিশপ্ত করুন।" – ফায়জুল বারী; ১/১৭১, কিতাবুল ইলম, বাব: মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ..., ছাপা: আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেউবন্দ

চার. তায়েফায়ে মানসূরা শুধু শামে সীমাবদ্ধ নয়

তায়েফায়ে মানসূরার ব্যাপারে বর্ণিত সহীহ হাদিসসমূহে 'তায়েফায়ে মানসূরা কোন ভূখণ্ডে থাকবে'- এমন কোন সুনির্দিষ্ট নাম আসেনি। এ থেকে স্পষ্ট যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন হকপন্থী মুজাহিদ জামাতই তায়েফায়ে মানসূরা। তবে কোনো কোনো হাদিসে এসেছে যে, তারা বাইতুল মুকাদ্দাস এবং তার আশেপাশের এলাকায় তথা শামে থাকবে। যেমন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বর্ণনায় এসেছে,

لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم الا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك . قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس . [تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره دون قوله : " قالوا : يا رسول الله وأين هم ... إلخ " وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي]

"আমার উম্মতের একটা দল সর্বদা দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা তাদের শত্রুদের উপর হবে প্রতাপশালী। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে

পারবে না। তবে হ্যাঁ, (অনেক সময়) তারা কষ্ট ও সংকীর্ণতার শিকার হবে। আল্লাহ তাআলার ফায়সালাকৃত বিষয়টি (তথা কেয়ামতের আগে যে বাতাসের দ্বারা মু'মিনগণের মৃত্যু হবে সেটি) আসা পর্যন্তই তাদের এ ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, বাইতুল মাকদিস ও বাইতুল মাকদিসের আশেপাশে।" – মুসনাদে আহমাদ; হাদিস নং ২২৩৭

এ হাদিস এবং এ জাতীয় আরো কিছু হাদিস, যেগুলোতে বাইতুল মুকাদ্দাস ও শামের কথা এসেছে, সেগুলো যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে এর উদ্দেশ্য: বাইতুল মুকাদ্দাস ও পূণ্যভূমি শামের সাথে তায়েফায়ে মানসূরার বিশেষ সম্পৃক্ততা থাকবে এবং সেখানে সর্বদাই তায়েফায়ে মানসূরার একটা জামাত থাকবে। অন্যান্য ভূখণ্ডে তায়েফায়ে মানসূরার কোন জামাত না থাকলেও শামে একটা জামাত থাকবে। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তায়েফায়ে মানসূরা কেবল শামেই থাকবে আর কোথাও থাকবে না।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

قيل : هم أهل الشام وما وراء ذلك . قلت : فيه بحث فإن أهل المغرب أيضا من الأروام وغيرهم يحاربون الكفار ; أيدهم الله تعالى . فالتحقيق أن المراد بالطائفة الجماعة المجاهدة لا على التعيين، فإن فيما وراء النهر أيضا طائفة يقاتلون الكفرة قواهم الله تعالى، وجزى المجاهدين عنا خيرا حيث قاموا بفرض الكفاية وأعطوا التوفيق والعناية . اهـ

"কেউ কেউ বলেন, তায়েফায়ে মানসূরা হল শাম এবং তৎপরবর্তী এলাকার অধিবাসীগণ। তবে আমি বলি, এতে আপত্তি আছে। কেননা, মাগরিবের রোম ও অন্যান্য এলাকার অধিবাসীগণও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের নুসরত করুন। তাই, তাহকিকি ও বাস্তবসম্মত কথা হল, তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা মুজাহিদ জামাত উদ্দেশ্য; তবে (সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের) সুনির্দিষ্ট কোন জামাত নয়। কেননা, মাওয়ারাউন নহরেও একটা দল আছে, যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করছে। আল্লাহ তাআলা তাদের শক্তিশালী করুন। তারা ফরযে কেফায়ার দায়িত্ব আদায় করছেন। আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে

তাওফিক ও কৃপা লাভ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে মুজাহিদগণকে উত্তম বিনিময় দান করুন।" – মিরকাত: ১১/৪৪১

অতএব, এ কথা বলা যায়, শামে তায়েফায়ে মানসূরার একটা জামাত সব সময় থাকবে। পাশাপাশি অন্যান্য ভূখণ্ডেও থাকতে পারে। তায়েফায়ে মানসূরা শুধু শামেই সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তবতাও এর সাক্ষী। শামের ইতিহাস দেখলে দেখা যায়, শামে সব সময়ই কোনো না কোনো জামাত জিহাদে লিপ্ত ছিল। বাইতুল মুকাদ্দাস যখন ক্রুসেডারদের দখলে ছিল, তখনও শামে জিহাদ চলমান ছিল। পাশাপাশি অন্যান্য অনেক ভূখণ্ডেও আমরা দেখছি যে, আলহামদু লিল্লাহ, জিহাদ চলে আসছিল এবং এখনও চলছে।

পাঁচ. তায়েফায়ে মানসূরার জিহাদের বরকতেই দ্বীন টিকে আছে।

তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত উল্লিখিত হাদিসগুলোর ২ নং হাদিসটি ছিল,

لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة.«

"এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (কারণ,) কেয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে।" – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬২
এ হাদিসের দু'টি অংশ;

ক. **لن يبرح هذا الدين قائما** 'এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে'।

খ. **يقاتل عليه عصابة من المسلمين** 'মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে'।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশটি প্রথম অংশের কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ এ দ্বীন এ কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে, মুসলমানদের একটা জামাত সর্বদা কিতাল করতে থাকবে। তাদের কিতালের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা এ দ্বীন টিকিয়ে রাখবেন। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, যখন বলা হল, 'এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে' তখন যেন একটা প্রশ্নের উদ্রেগ হল যে, এ দ্বীন কেন প্রতিষ্ঠিত থাকবে? এ প্রশ্নের *উত্তরে দ্বিতীয় বাক্যটি বলা হল। অর্থাৎ এ দ্বীন টিকে থাকার কারণ

হচ্ছে, মুসলমানদের একটা জামাত সর্বদাই দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবে। তাদের কিতালের বদৌলতেই দ্বীন টিকে থাকবে।

আল্লামা তিবি রহ. (৭৪৩ হি.) বলেন,

يقاتل عليه ((جملة مستأنفة بيانا للجملة الأولي ... أي يظاهرون بالمقاتلة علي أعداء الدين، يعني أن هذا الدين لم يزل قائما بسبب مقاتلة هذه الطائفة اهـ.

" ... 'কিতাল করতে থাকবে' বাক্যটি একটি নতুন বাক্য, যা প্রথম বাক্যটির (তথা তা থেকে সৃষ্ট প্রশ্নের উত্তরের) বিবরণ দিচ্ছে। ... উদ্দেশ্য, এই তায়েফার কিতালের বদৌলতে এ দ্বীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" – আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান; পৃষ্ঠা ২৬৩২

এখানে ইমাম জাসসাস রহ. এর সেই অবিস্মরণীয় কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যেখানে তিনি জিহাদের বাস্তবতাটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

وليس بعد الإيمان بالله ورسوله فرض آكد ولا أولى بالإيجاب من الجهاد، وذلك أنه بالجهاد يمكن إظهار الإسلام وأداء الفرائض، وفي ترك الجهاد غلبة العدو ودروس الدين، وذهاب الإسلام . اهـ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক কোন ফরজ নেই। তা এ কারণে যে, জিহাদের দ্বারাই ইসলামের বিজয় এবং ফারায়েযগুলো আদায় করা সম্ভব। আর জিহাদ ছেড়ে দিলেই শত্রু বিজয়ী হয়ে যাবে, দ্বীন মিটে যাবে এবং ইসলাম নিঃশেষ হয়ে যাবে।" – আহকামুল কুরআন; খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৯

আজ যারা নির্বিঘ্নে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন, মাদ্রাসায় নিরাপদে দরস দিতে পারছেন, মসজিদে নিশ্চিন্তে রবের ইবাদত করতে পারছেন, আর দাবি করছেন- এগুলো তাদের নেক আমলের ফসল: তাদের উচিৎ এ হাদিসটি নিয়ে চিন্তা করা। একটু ভাবা উচিৎ, আসলে কি এগুলো শুধু তাদের নেক আমলেরই ফসল, না'কি মুজাহিদিনে কেরামের কুরবানী আর শহীদানের রক্তের বরকত।

***

সারকথা:

– তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর মধ্য থেকে হবে; বিদআতিদের মধ্য থেকে হবে না। ইমাম আহমাদ রহ. সহ আরো যাদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ- এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

– তারা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকবে।

– তারা একটি জিহাদি জামাত হবে। যারা জিহাদে জড়িত হবে না, তারা আহলুস সুন্নাহ হওয়া সম্ভব হলেও তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারবে না।

– তায়েফায়ে মানসূরা শুধু শামেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ভূখণ্ডের হকপন্থী জিহাদি জামাতগুলোও তায়েফায়ে মানসূরার অংশ।

– তায়েফায়ে মানসূরা সর্বদাই বিদ্যমান থাকবে। কোন যামানাই তায়েফায়ে মানসূরাশূন্য হবে না। এক ভূখণ্ডে না থাকলে অন্য ভূখণ্ডে থাকবে। তাদের সর্বশেষ দলটি ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে মিলে দাজ্জালের বিরুদ্ধে কিতাল করা পর্যন্তই তারা কিতাল করে যেতে থাকবে।

– তাদের জিহাদের বদৌলতে এ দ্বীন টিকে থাকবে।

– তায়েফায়ে মানসূরা সর্বদা বিদ্যমান থাকাটা এ বিষয়ের একটা দলীল যে, খেলাফত না থাকাবস্থায় জিহাদি তানজীম গড়ে তোলা এবং তাতে যোগ দেয়া যাবে। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে খেলাফত না থাকাবস্থায় যেসকল দল পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে, তার দ্বারা না-হক্ব দল উদ্দেশ্য। আহলুস সুন্নাহর অনুসারি হক দল উদ্দেশ্য নয়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮৪৯

আলিম ভাইদের কাছে প্রশ্ন

lahul hukmu

Senior Member

০৪-৩০-২০১৯

ভাই, লা হিজরতা বা'দাল ফাতহি এর ব্যখ্যা কি জানালে খুব খুশি হতাম আমি অনেক ঝামেলায় আছি।

murabit

Senior Member

০৫-০১-২০১৯

الدار تنقسم إلى دارين لاثالث لهما :أ) دار كفر: كحال مكة قبل البعثة وبعدها قال تعالى: {القرية الظالم أهلها} وقوله تعالى {: سأريكم دار الفاسقين{

ب) ودار الإسلام: كالمدينة بعد الهجرة فإن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة قال تعالى: {والذين تبؤوا الداروالإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم} حتى فتحت مكة فقال النبي ﷺ: (لاهجرة بعد الفتح (متفق عليه من حديث ابن عباس ﷺ.

إنجاح حاجة السائل في أهم المسائل (ص: 23وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام - بعد فتح مكة - (لاهجرة بعد الفتح (الحديث متفق عليه، وكانت الهجرة واجبة من مكة لأنها كانت دار كفر حتى الفتح، فصارت دار إسلام وسقط فرض الهجرة منها، والذي تغير بالفتح وتغيرت معه أحكام مكة هو تغير اليد الغالبة عليها من يد الكفار إلى يد المسلمين وما تبع ذلك من تغير الأحكام، فدلّ هذا على أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليها والأحكام تبع لها، فإن

الكافر يحكم بأحكام الكفار والمسلم يحكم بأحكام الإسلام وإلا لكان كافراً. وفي بيان هذا المناط قال ابن حزم رحمه الله] لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها [(1). هذا مناط الحكم على الدار.

تنقيح مناط الحكم على الدار

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي] التنقيح في اللغة: التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المناط: تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء مالا يصلح للتعليل واعتبار الصالح لها [(2).

وقد أخطأ البعض في هذا المقام فظنوا أن إقامة كثير من المسلمين ببعض البلدان مع أمنهم وقدرتهم على إظهار شعائر دينهم كالأذان والصلاة والصوم وغيرها كافٍ في اعتبار البلد دار إسلام، حتى قال البعض: كيف تقولون إن البلد الفلاني داركفروفي عاصمته مايزيد عن ألف مسجد؟ وهذا كله لا اعتبارله وقد بيّنا أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليه والأحكام الجارية فيه، وماعدا ذلك من الأوصاف فلا اعتبارله في الحكم على الدار، ومن الأوصاف التي يجب إلغاؤها في هذا المقام تنقيحاً للمناط، مايلي:

- 1لا دخل لديانة أكثرية السكان في الحكم على الدار.

الجامع في طلب العلم الشريف - نسخة منبر التوحيد والجهاد (3/ 257(ودليله أن خيبركان يسكنها اليهود ولما فتحها النبي عليه الصلاة والسلام عام 7 هـ أقرهم فيها ليقوموا على زراعتها (1)، وبعث عليهم أميراً من الأنصار (2)، فكان معظم أهلها اليهود - حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ﷺ في خلافته - ولم يمنع هذا من كون خيبر من دار الإسلام لكونها في قبضة المسلمين تجري فيها أحكامهم. وفي هذا قال ابن حزم] وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام «أنا بريء من كل

مسلم أقام بين أظهر المشركين» يبيّن ما قلناه، و أنه عليه السلام إنما عَنى بذلك دار الحرب، وإلا فقد استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود، وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لايمازجهم غيرهم فلا يُسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافراً ولا مسيئاً، بل هو مسلم مُحسن ودارهم دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها [(3). وقال أبو القاسم الرافعي الشافعي] وليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكتفى كونها في يد الإمام وإسلامه [(4.(

- 2ولا دخل لظهور شعائر الإسلام أو الكفر في الحكم على الدار.

الجامع في طلب العلم الشريف - نسخة منبر التوحيد والجهاد (3/ 258(فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يُظهر الدين بمكة ويدعو إليه ويجاهر المشركين بالعداوة والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله، وهذا قبل الهجرة من مكة، وكذلك كان بعض الصحابة يُظهرون الصلاة وتلاوة القرآن، ولم تصبح مكة دار إسلام بهذا بل هاجر المسلمون منها إذ كانت الغلبة فيها للكفار، وهذا مما يبين خطأ الماوردي رحمه الله في قوله] إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يُترجى من دخول غيره في الإسلام [(1). ونقل الشوكاني هذا القول و انتقده فقال] ولايخفى مافي هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر[(2.(

والعكس صحيح فإقامة بعض الكفار - كأهل الذمة - بدار الإسلام وإظهارهم شعائر دينهم لايجعلها دار كفر، إذ إن ظهور شعائر الكفر ليس بشوكة الكفار بل بإذن المسلمين.

فلا دخل لإظهار الشعائر في الحكم على الدار، كما قال الشوكاني:] الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنَّواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لايستطيع

من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولايضر ظهور الخِصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار، ولا بِصَوْلتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين السَّاكنين في المدائن الإسلامية، وإذا كان الأمر بالعكس، فالدار بالعكس [(3.(- 3ولا دخل لأَمن فريق من السكان في الحكم على الدار.

) (1)فتح الباري) 7/ 229

) (2)نيل الأوطار) 8/ 178

) (3)السيل الجرار) 4/ 575

الجامع في طلب العلم الشريف - نسخة منبر التوحيد والجهاد (3/ 259(فالكفار الذميون يأمنون في دار الإسلام ولايُخل هذا بكونها دار إسلام، والمسلمون المهاجرون أمِنوا بالحبشة وكانت دار كفر، وأمِنَ المسلمون على أنفسهم بمكة مدة عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام (من صلح الحديبية حتى فتح مكة) حتى أدوا عمرة القضاء خلالها ولم يمنع هذا الأمن من كون مكة ظلت دار كفر حتى فتحها، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام (لاهجرة بعد الفتح). ولم يقل لاهجرة بعد الصلح، فبيَّن أن المناط الذي غيَّر حكم الدار هو الغلبة لا مجرد الأمن.

هذا ما يتعلق بتنقيح المناط ومعرفة مناط الحكم على الدار. ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر وإن كان أكثر أهلها مسلمين يمارسون شعائر دينهم كإقامة الجمع والجماعات وغيرها في أمان، فهي ديار كفر لأن الغلبة والأحكام فيها للكفار، أما اظهار المسلمين لشعائر دينهم فليس هذا راجعا إلى شوكة المسلمين ولكن لأنه مأذون فيه من الحاكم الكافر، ولو أراد أن يبدل أمنهم خوفاً وفتنة بشوكته وجنوده لفعل كما هو واقع في كثير من البلاد اليوم باسم محاربة الإرهاب والتطرف الديني.

সার কথা মক্কা বিজয় হয়ে ইসলামি সাশকের দ্বারা শাসিত হচ্ছে কারনে সেখান থেকে আর হিজরত করার বিধান নেই । কিন্তু যদি কোন এলাকা অনৈসলামিক শাসক দ্বারা শাসিত হয় তাহলে সেটা ইসলামি সাশকের দ্বারা বিজিত হয়ে সাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখান থেকে হিজরত অবধারিত থাকবে।

আদনানমারুফ

Senior Member

০৫-০১-২০১৯

মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মক্কার মুসলমানদের জন্য মদীনায় হিজরত করা ফরয ছিল, কেননা মক্কা ছিল দারুল হারব এবং মক্কার মুশরিকরা মুমিনদের দ্বীন পালন করতে দিত না। মক্কা বিজয়ের পরে যেহেতু মক্কা দারুল ইসলাম হয়ে যায় তাই মক্কা থেকে হিজরতের বিধান রহিত হয়ে যায়, এই বিষয়টিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলেছেন, লা হিজরতা বাদাল ফাতহি, অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে আর হিজরত করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকার ব্যাপারে একাধিক সহিহ হাদিস আছে, ইমাম নাসায়ী আব্দুল্লাহ বিন সা'দী রাযিআল্লাহু থেকে বর্ণণা করেন,

وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدٍ كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، قَالَ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ». رواه النسائي: (4172 (وأحمد (22324) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (251/5 ط. مكتبة القدسي : (رواه النسائي باختصار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الشيخ شعيب في تعليقه على مسند أحمد 37/10(ط. مؤسسة الرسالة) : حديث صحيح، وهذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح.

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আমি আমার পিছনে এমন লোকদের রেখে এসেছি যারা ধারণা করে হিজরত খতম হয়ে গেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতদিন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলবে ততদিন হিজরত বন্ধ হবে না। -সুনানে নাসায়ী, ৪১৭২ মুসনাদে আহমদ, ২২৩২৪ হাফেয নুরুদ্দীন হাইছামী এবং শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, (দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫/২৫১; মুসনাদে আহমদ, তাহকীক, শায়েখ শুয়াইব, ৩৭/১০)

মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم :يقول: لا تنقطع الهجرةُ حتى تنقطعَ التوبةُ، ولا تنقطعُ التوبةُ حتى تطلعَ الشمسُ من مَغربِها. سنن أبي داود: (2479 (وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود: (136/4) : حديث حسن.

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যতদিন পর্যন্ত তাওবার দরজা বন্ধ হবে না ততদিন পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদয় হবে না ততদিন পর্যন্ত তাওবার দরজা বন্ধ হবে না। -সুনানে আবু দাউদ, ২৪৭৯ শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, তাহকীক, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৪/১৩৬)

হাফেয ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহু (মৃ: ৮৫২ হি.) বলেন,

قوله: "لا هجرة بعد الفتح" أي فتح مكة، قال الخطابي وغيره ... :وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها {الآية، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها، وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين "ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. (فتح الباري: 39/6 ط. دار الفكر(

‘বিজয়ের পরে হিজরত নেই, অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পরে, খত্তাবী রহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য আলেমগণ বলেন, যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের উপর হিজরত ওয়াজিব ছিল, কেননা মক্কার মুশরিকরা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধর্মান্তরিত করতো, তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, ‘ফেরেশতারা যাদের জান কবজ করে তারা নিজেদের উপর যুলুম করা অবস্থায়, ফেরেশতারা ওদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কিসের মধ্যে ছিলে, তারা বলে, আমরা যমিনে দূর্বল ছিলাম, ফেরেশতাগণ তাদের বললো, আল্লাহ তায়ালার যমিন কি প্রশস্ত ছিল না, তোমরা হিজরত করলেই তো পারতে। (সুরা নিসা, আয়াত, ৯৭) এই হিজরতের বিধান বাকী রয়েছে। যারা দারুল কুফরে ইসলামগ্রহণ করবে এবং সেখান থেকে হিজরত করতে পারবে তাদের জন্য হিজরত করা ওয়াজিব হবে, ইমাম নাসায়ী বাহায বিন হাকিম রাযিআল্লাহু আনহুর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণণা করেন, ‘কোন মুসলমান ইমান আনার পর যতক্ষণ পর্যন্ত হিজরত না করে ততক্ষণ তার কোন আমল আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। ইমাম আবু দাউদ সামুরা রাযিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণণা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মুসলমান মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এই হাদিসগুলো তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের দ্বীন দারুল কুফরে নিরাপদ নয়। -৬/৩৯

ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১৩৫২ হি.) বলেন,

قوله: (لا هجرة بعد الفتح) أي الهجرة المعهودة من مكة، أما الهجرة العامة من دار الحرب إلى دار الإسلام، فهي باقية. (فيض الباري: 151/4 ط. دار الكتب العلمية(

অর্থাৎ মক্কা থেকে যে হিজরতের বিধান তা রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে যে হিজরতের বিধান তা বাকী আছে। ফয়যুল বারী, ৪/১৫১

মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১০১৪ হি.) বলেন,

وأما قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا هجرة بعد الفتح» محمول على خصوص الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان باق على حاله .(مرقاة المفاتيح: 1 46 /ط. دار الفكر(

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 'লা হিজরতা বা'দাল ফাতহি' এর অর্থ হলো মক্কা থেকে যে হিজরতের যে খাস বিধান তা রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরতের যে আম বিধান তা আপন অবস্থায় বাকী আছে।

সহিহ বুখারীর এক বর্ণণা দ্বারাও হাদিসের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যায়,

عن عطاء بن أبي رباح، قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي، فسألناها عن الهجرة فقالت: «لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى، وإلى رسوله ﷺ، مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية». صحيح البخاري: 3900

আতা ইবনে আবী রাবাহ বলেন, আমি উবাইদ বিন আমর লাইছির সাথে আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে তাকে হিজরতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম,

তখন তিনি বললেন, এখন হিজরতের বিধান নেই, মুমিনরা নিজেদের দ্বীন রক্ষার্থে হিজরত করতো, যেন কাফেররা তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত না করতে পারে, এখন তো ইসলাম বিজয়ী হয়ে গেছে, এখন বান্দা যেখানে ইচ্ছা আল্লাহর ইবাদত করতে পারে, সুতরাং এখন আর হিজরতের বিধান নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে। -সহিহ বুখারী, ৩৯০০

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৫২ হি.) বলেন,

قوله: "كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلخ "أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت، ...

'মুমিনরা পূর্বে নিজেদের দ্বীন রক্ষার্থে হিজরত করতো', আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা এ কথা দ্বারা ইশারা করেছেন যে, হিজরত বৈধ হওয়ার কারণ হলো, ফেতনা (অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হওয়ার) আশংকা, আর যেখানে কোন বিধানের ইল্লত বা কারণ পাওয়া যায় সেখানে বিধানও প্রযোজ্য হয়। সুতরাং হাদিসের দাবী হলো যে ব্যক্তি কোন স্থানে আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে তার জন্য সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব হবে না। নতুবা হিজরত ওয়াজিব হবে। ... এরপর হাফেয ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনুস সা'দীর হাদিস 'যতদিন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলবে ততদিন হিজরত বন্ধ হবে না' উল্লেখ করে বলেন,

وقال البغوي في "شرح السنة": يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرى. بقوله: "لا هجرة بعد الفتح" أي من مكة إلى المدينة، وقوله: "لا تنقطع" أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام، ... وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ: "انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله ﷺ، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار "أي ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه. (فتح الباري: 7/232-233 ط. دار الفكر)

বাগাভী রহিমাহুল্লাহ শরহুস সুন্নাহয় বলেন, 'বিজয়ের পর হিজরত নেই' এই হাদিস এবং আব্দুলাহ বিন সাদীর হাদিসের মাঝে অন্য একটি পদ্ধতিতে সমন্বয়

করা যেতে পারে, তা হলো, ‘বিজয়ের পর হিজরত নেই’ এর অর্থ মক্কা বিজয়ের পর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের প্রয়োজন নেই। আর আব্দুল্লাহ বিন সাদীর হাদিস ‘হিজরত বন্ধ হবে না’ এর অর্থ হলো, দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে হিজরত বন্ধ হবে না। ইসমাঈলী (তার মুসতাখরাজ গ্রন্থে) ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদিসের যে বর্ণণা এনেছেন, তা দ্বারা হাদিসের এই অর্থ সুস্পষ্টরুপে বোঝা যায়, ইবনে উমর বলেন, ‘মক্কা বিজয়ের পর (মদীনায়) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ হবে ততদিন পর্যন্ত হিজরতের বিধান রহিত হবে না’। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে দারুল কুফর বাকী থাকবে ততদিন পর্যন্ত হিজরতের বিধান বাকী থাকবে। -ফাতহুল বারী, ৭/২৩২-২৩৩

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩১৭৮

সম্মানিত আলেম ও মুফতি ভাইদের কাছে রাসুল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখা বিষয়ে জানতে চাই।

Faizul

Member

০৪-১৮-২০১৯

বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসুল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলে সেটি সত্যই। এবং যে দেখেছে সে আসলেই রাসুল (সাঃ) কেই দেখেছে, কারন শয়তান রাসুল (সাঃ) এর রুপ ধারন করতে পারেনা।

জনৈক এক ভাই, রাসুল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছেন এবং সাথে ওমার ফারুক (রাঃ) কেও দেখেছেন। একই কাফেলাতে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে ভ্রমন করেছেন স্বপ্নে। স্বপ্নটি বিস্তারিত যাই হোক, সম্মানিত ভাইদের কাছে প্রশ্নটি হলো- জনৈক ভাই টি রাসুল (সাঃ) এর মুখ-মন্ডল থেকে উজ্জ্বল নূর বের হতে দেখছেন কিন্তু তার চোখ, নাক, মুখ দেখেন নাই। লম্বা জুব্বা পরিহিত, মাথা সাদা রুমালে ঢাকা এবং মুখ-মন্ডল থেকে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়তে দেখেছেন। এক্ষেত্রে, তিনি কি রাসুল (সাঃ) কেই দেখেছেন? নাকি চোখ-নাক, মুখ-মন্ডল না দেখলে রাসুল (সাঃ) কে দেখার নেয়ামত তিনি পান নাই।

ব্যাখ্যা

আদনানমারুফ

Senior Member

০৫-১২-২০১৯

হাফেয ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহু সহ আরো অনেক আলেম বলেছেন, উল্লিখিত হাদিসের অর্থ হলো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিস ও সীরাতে বর্ণিত আকৃতি ও বেশভূষায় দেখল সে রাসূলকেই দেখলো, আর কেউ যদি রাসূলকে হাদিস ও সীরাতে বর্ণিত আকৃতির বিপরীতে দেখতে পায়, তাহলে তা

তার আমলি ত্রুটির দলিল হবে। যেমন কেউ স্বপ্নে রাসূলকে কালো দেখতে পেল, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পূর্ণিমার রাত্রির পূর্ণ চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর, (সহিহ বুখারী, ৩৫৪৯ সহিহ মুসলিম, ২৩৩৭ সুনানে তিরমিযি, ২৮১২) তাহলে বুঝা যাবে যে স্বপ্ন দেখেছে তার মধ্যে জুলুম বা অন্য কোন আমলি ত্রুটি রয়েছে, এবং তাকে সতর্ক করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে কালো সূরতে দেখিয়েছেন।

সুতরাং কেউ রাসূলের মুখমন্ডল (অর্থাৎ মুখ, নাক ও চোখ) না দেখলেও বলা যায় তিনি রাসূলকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেননি। তবে এজন্য কোন পেরেশানীর কারণ নেই। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, যিনি এ স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি তাকওয়া-পরহেযগারীর দ্বারা রাসূলকে দেখার সৌভাগ্য অর্জনের কাছাকাছি স্তরে পৌঁছে গেছেন, তবে এখনও সামান্য ত্রুটি থাকার কারণে পুরোপুরিভাবে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। আরেকটু চেষ্টা করলেই ইনশাআল্লাহ তিনি রাসূলকে পুরোপুরিভাবে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাযার ও ইমাম কারাফীর ইবারত দেখুন,

قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى أن الله تعالى وإن أمكنه "الشيطان" من التصور في أي صورة أراد، فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي ﷺ. وقد ذهب إلى هذا جماعة قالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليه، ومنهم من ضيق الفرض في ذلك حتى قال لا بد أن يراه على صورته التي قبض عليها حتى يعتبر الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة، وقال الحافظ: والصواب التعميم من جميع حالاته بشرط أن تكون صورته الحقيقة في وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو آخر عمره، وقد يكون لما خالف ذلك تعبير ما يتعلق بالرائي .قال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبيا على حاله وهيئته فذلك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه، ومن رآه متغير الحال عابسا مثلا فذاك دال على سوء حال الرائي، ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إلى ما اختاره النووي فقال بعد أن حكى الخلاف: ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلا فمن رآه

في صورة حسنة فذاك حسن في دين الرائي وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص فذاك خلل في الرائي من جهة الدين، قال: وهذا هو الحق، وقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب، وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أو لا، لأنه ﷺ نوراني مثل المرآة الصقيلة ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيها وهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها ولا شين، وكذلك قال في كلامه ﷺ في النوم أنه يعرض على سنته فما وافقها فهو حق وما خالفها فالخلل في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق والخلل إنما هو في سمع الرائي أو بصره، قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك .وذكر القرافي في الفروق: تقرر في التعبير أن الرائي يراه عليه الصلاة والسلام شيخاً وشاباً وأسود وذاهب العينين وذاهب اليدين، وعلى أنواع شتى من المثل التي ليست مثاله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الصفات صفات الرائين وأحوالهم تظهر فيه عليه الصلاة والسلام وهو المرآة لهم، ..... إلى أن قال القرفي: وإذا صح له المثال وانضبط، فالسواد يدل على ظلم الرائي، والعمى يدل على عدم إيمانه لأنه إدراك ذاهب، وقطع اليد يدل على أنه يمنع من ظهور الشريعة ونفوذ أوامرها، فإن اليد يعبر بها عن القدرة، وكونه أمرد يدل على الإستهزاء به، فإن الشاب يحتقر، وكونه شيخاً يدل على تعظيم النبوة لأن الشيخ يعظم، وغير ذلك من الصفات الدالة على الأحكام المختلفة.

Faizul

Member

০৫-১৩-২০১৯

জাযাকাল্লাহু খাইর।

উক্ত হাদীসে আমরা দেখছি যে - আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে কালো সূরতে দেখিয়েছেন।

কিন্তু স্বপ্ন দেখা ভাই আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে দেখেছেন এইভাবে যে, তার মুখ-মন্ডল থেকে উজ্জ্বল নুর ছড়িয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে, কি এই স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা হবে? এছড়া, তিনি একই স্বপ্নে উমার ফারুক (রাঃ) কেউ দেখেছেন সম্পুর্ণভাবে।

আদনানমারুফ

Senior Member

০৫-১৫-২০১৯

চেহারা কালো দেখানোর বিষয়টা উদাহরণস্বরুপ উল্লেখ করা হয়েছে, মূল বিষয় হলো রাসূলের চেহারা ও বাকী শরীর হাদিস ও সীরাতে বর্ণিত অবস্থায় দেখতে হবে, আর হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাক, চোখ ও মূখ কেমন ছিল তারা বিশদ বিবরণ রয়েছে, সুতরাং যে ব্যক্তি এ অঙ্গগুলো সহ চেহারা দেখতে পাবে, তার ক্ষেত্রেও শর্ত হলো এ অঙ্গগুলো হাদিসে বর্ণিত আকৃতিতে দেখতে হবে, এখন যে এগুলো দেখতেই পেল না, বরং শুধু নূর দেখতে পেল তার ব্যাপারে কিভাবে বলা যাবে সে রাসূলকে দেখতে পেয়েছে? তবে খুশির বিষয় হলো সে রাসূলকে পুরোপুরিভাবে দেখতে না পেলেও চেহারা কালো হওয়ার মত বিপরীত কোন আকৃতিও দেখতে পায়নি, আর উমর রাযিআল্লাকে পুরোপুরিভাবে দেখতে পেয়েছে, এটা প্রমাণ করে তার মধ্যে কোন বড় ধরণের গুনাহের অভ্যাস নেই, সামান্য আমলি ত্রুটি থাকতে পারে, যার কারণে সে রাসূলকে পুরোপুরিভাবে দেখতে পায়নি।

আর রাসূলকে দেখা না দেখা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর কিছু নেই, কেননা আমাদের সমাজে রাসূলকে দেখার যে প্রচলিত ফযীলত, অর্থাৎ জাহান্নাম হারাম হয়ে যাওয়া, এটা আমার জানা মতে এর কোন ভিত্তি নেই, আসলে রাসূলকে স্বপ্নে দেখতে পাওয়া একটি নেক স্বপ্ন, যা মুমিনের জন্য সুসংবাদ ও নেককার হওয়ার দলিল।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩০৫৪

দরসুল হাদিস; জিহাদ পরিত্যাগের শাস্তি; লাঞ্ছনা ও যিল্লতি

আদনানমারুফ

Senior Member

০৫-০১-২০১৯

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ».

صحيح البخاري: 2321

আবু উমামা বাহেলী রাযিআল্লাহু আনহু একদিন লাঙ্গল ও চাষাবাদের কিছু যন্ত্রপাতি দেখতে পান, তখন তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে জাতির ঘরেই এই জিনিষগুলো প্রবেশ করে তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা লাঞ্ছিত করেন। -সহিহ বুখারী, ২৩২১।

ইমাম সারাখসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৪৮৩ হি.) বলেন,

المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة و اتبعوا أذناب البقر وقعدوا عن الجهاد كر عليهم عدوهم فجعلوهم أذلة) .المبسوط: 83/10 ط. دار المعرفة(

হাদিসের অর্থ হলো যখন মুসলিমরা চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, গাভীর লেজের পেছনে পড়ে থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করবে এবং তাদের লাঞ্ছিত-অপদস্থ করবে। -মাবসুতে সারাখসী, ১০/৮৩

ইমাম ইবনুল হুমাম রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৬১ হি.) ও হেদায়ার শরাহ ফাতহুল কাদীরে হাদিসের এই ব্যাখাই করেছেন, তিনি বলেন,

)ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج لما قلنا)، وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها، فدل على جواز الشراء، وأخذ الخراج، وأدائه للمسلم من غير كراهة) ... لا كما يقول بعض المتقشفة - رحمه الله - عليهم ورحمنا بهم من كراهة ذلك؛ لما روي «أنه -

عليه الصلاة والسلام - رأى شيئا من آلات الحراثة فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا». ظنا منهم أن الذل بالتزام الخراج، وليس كذلك، بل المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر عليهم عدوهم فجعلوهم أذلة. (فتح القدير: 40/6 ط. دار الفكر(

মুসলিমের জন্য যিম্মীর জমি ক্রয় করা জায়েয এবং মুসলিম তা ক্রয় করলে তার কাছে কর উসুল করা হবে, কেননা সাহাবায়ে কেরাম যিম্মীদের জমি ক্রয় করেছেন এবং তারা এর করও আদায় করতেন, ... কিছু যাহেদ-সূফী কর আদায় করা মাকরুহ বলেন, তাদের ধারণা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাদিসে চাষাবাদকে লাঞ্ছনার কারণ বলেছেন, এখানে লাঞ্ছনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কর আদায় করা, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়, বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো যখন মুসলিমরা চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, গাভীর লেজের পেছনে পড়ে থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করবে এবং তাদের লাঞ্ছিত-অপদস্থ করবে। ফাতহুল কাদীর, ৬/৪০

মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১০১৪ হি.) বলেন,

ظاهر هذا الحديث أن الزراعة تورث المذلة، وليس كذلك لأن الزراعة مستحبة لأن فيها نفعا للناس، بل إنما قال ذلك لئلا يشتغل الصحابة بالعمارات وبترك الجهاد فيغلب عليهم الكفار. وأي ذل أشد من ذلك. (مرقاة المفاتيح: 1989/5 ط. دار الفكر: 1422(

হাদিসের বাহ্যিক বিবরণ থেকে বুঝা যায়, চাষাবাদ লাঞ্ছনার কারণ, কিন্তু বিষয়টি এমন নয়, কেননা চাষাবাদের দ্বারা মানুষের উপকার হয়, তাই তা মুস্তাহাব, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন, যেন সাহাবায়ে কেরাম চাষাবাদে লিপ্ত হয়ে জিহাদ পরিত্যাগ না করেন, অন্যথায় কাফেররা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে, আর এর চেয়ে বড় যিল্লতি আর কি হতে পারে?। -মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/১৯৮৯

সারাখসী রহিমাহুল্লাহ মাবসূত গ্রন্থে (৩০/২৫৯) হাদিসের এই ব্যাখার সমর্থণে ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটি পেশ করেন,

إذا تبايعتُم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرْعِ، وتركتُم الجهادَ، سَلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم.

أخرجه أحمد (4825) و أبو داود: (3462) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد: (414/4 ط. دار الحديث) : إسناده صحيح. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (42/1 ط. مكتبة المعارف) : (حديث صحيح لمجموع طرقه (وحَسَّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على سنن أبي داود: (333/5 ط. دار الرسالة العالمية

যখন তোমরা বাইয়ে ঈনা (একপ্রকার নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়) করবে, গাভীর লেজ ধরে (হালচাষে) ব্যস্ত থাকবে, চাষাবাদ নিয়েই তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, এবং তোমরা দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত লাঞ্ছনা হতে মুক্তি দিবেন না। -সুনানে আবু দাউদ, ৩৪৬২ মুসনাদে আহমদ, ৪৮২৫ শায়েখ আহমদ শাকের ও শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাসান বলেছেন, (দেখুন, মুসনাদে আহমদ, তাহকীক, শায়েখ আহমদ শাকের, ৪/৪১৪; আসসিলসিলাতুস সহিহাহ, ১/৪২; সুনানে আবু দাউদ, তাহকীক, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৫/৩৩৩)

আকাবিরে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১৩৪৬ হি.) ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদিসের ব্যাখায় বলেন,

(وأخذتم أذناب البقر) يريد به اشتغالهم بالزرع عن الجهاد (ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه) أي: الذل (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي: اعملوا على شريعة الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله 11/180) .ط. مركز الشيخ أبي الحسن الندوي: 1427 هـ)

'গাভীর লেজ ধরে থাকবে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ পরিত্যাগ করে চাষাবাদে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। 'তোমরা দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত লাঞ্ছনা হতে

মুক্তি দিবেন না' অর্থাৎ যতদিন না তোমরা শরিয়ত অনুযায়ী আমল করছো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করছো ততদিন পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করবেন না। -বজলুল মাজহুদ, ১১/১৮০

খেলাফতের দ্বায়িত্ব লাভের পর প্রদত্ত সর্বপ্রথম ভাষণে আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

لَا يَدعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله إِلَّا ضَرَبَهُمْ الله بالذُّلِّ، وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ الله بالْبَلَاءِ. رواه ابن إسحاق في السيرة، قال: وحدثني الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، (ص: 718 ط. دار الكتب العلمية) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (248/5 ط. دار الفكر): وهذا إسناد صحيح.

যে জাতিই জিহাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপরই লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন, আর যে জাতির মাঝেই অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাদের (নেককার ও বদকার সবাইকেই) ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন। - সীরাতে ইবনে ইসহাক, পৃ: ৭১৮, ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৭৭৪ হি.) আলবিদায়া ওয়াননিহায়াতে (৫/২৪৮) এই হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন।

জিহাদ পরিত্যাগের উপর কুরআন শরিফের একাধিক আয়াতেও শাস্তির ধমকী এসেছে, ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

যদি তোমাদের পিতা-পুত্র, ভাই-স্ত্রী ও (অন্যান্য) আত্মীয়স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, এবং ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশংকা তোমরা করো, এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান তোমাদের নিকট আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে পছন্দনীয় হয় তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না

তিনি তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করেন, আল্লাহ তায়ালা ফাসেকদের হেদায়াত দান করেন না। সূরা তাওবা, আয়াত, ২৪

আয়াতের ব্যখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন,

(فتربصوا) أي: فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: (حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) وروى الإمام أحمد، و أبو داود - واللفظ له -من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون، عن أبي جناب، عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله، والله أعلم) .تفسير القرآن العظيم: 124/4 ط. دار طيبة: 1420 هـ(.

অর্থাৎ ‘তোমরা শাস্তির অপেক্ষা করো’, এরপর তিনি উপরে বর্ণিত ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদিস ‘যখন তোমরা বাইয়ে ঈনা করবে ...’ বর্ণণা করেন, যা প্রমাণ করে এখানে আল্লাহ তায়ালার বাণী ‘তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের নিকট পরাজয় ও লাঞ্ছনা-যিল্লতি। (দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪/১২৪)

গত শতাব্দীর বরেণ্য আলেম আবু যুহরা মিসরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১৩৯৪ হি.) বলেন,

)فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) أي ترقبوا، حتى تنزل المذلة إن استرخيتم تحت ظل النعيم. (زهرة التفاسير: 3263/6 ط. دار الفكر العربي(

অর্থাৎ যদি তোমরা (জিহাদ ছেড়ে দিয়ে) আরাম আয়েশে থাকতেই পছন্দ করো, তাহলে যিল্লতি ও লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার অপেক্ষা করো। (যুহরাতুত তাফাসীর, ৬/৩২৬৩)

অন্য আয়াতে এসেছে,

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি নিয়ে আসবেন। তোমরা তার কোনই ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। -সূরা তাওবা, আয়াত, ৯

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭১ হি.) বলেন,

قال ابن العربي: العذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدو وبالنار في الآخرة. (تفسير القرطبي: 142/8 ط. دار الكتب المصرية: 1384هـ(

ইবনুল আরবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে দুনিয়াতে কাফেররা (মুসলিমদের উপর) চড়াও হওয়া এবং আখেরাতে আগুণের দ্বারা। -তাফসীরে কুরতুবী, ৮/১৪২

আল্লামা শানকীতী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১৩৯৩ হি.) বলেন,

}يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {الظاهرُ أن هذا العذابَ شاملٌ لعذابِ الدنيا وعذابِ الآخرةِ، لأن التكاسلَ عن مقاومةِ الأعداءِ في دارِ الدنيا من أسبابِ عذابِ الدنيا؛ لأنه يُضْعِفُ المسلمينَ ويقوي أعداءَهم فيُهينونهم في قعرِ بيوتِهم كما هو واقعٌ الآنَ؛ لأن المسلمينَ، أو من يتسمونَ باسمِ المسلمينَ معذبونَ في أقطارِ الدنيا من جهةِ الكفرةِ، يضطهدونَهم، ويظلمونَهم، ويقتلونَهم، ويتحكمونَ في خيراتِ بلادِهم، وهذا كُلُّهُ من أنواعِ عذابِ الدنيا لتركِهم الجهادَ وإعلاءَ كلمةِ اللَّهِ (جلَّ وعلا). (العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِيطِيِّ فِي التَّفْسِيرِ: 509/5 دار عالم الفوائد: 1426 هـ(

আয়াতে আযাব দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়জগতের শাস্তি উদ্দেশ্য, কেননা শত্রুর মোকাবেলা না করলে মুসলমানরা দূর্বল হয়ে যাবে, শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে যাবে, ফলে তারা মুসলিমভূমিতে এসে তাদের লাঞ্ছিত-অপদস্থ করবে, যেমনটা

বর্তমানে ঘটছে, মুসলিমরা কিংবা (বলা ভালো) মুসলিম নামধারী লোকেরা (চাই ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক যতই দূর্বল হোক) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাফেরদের হাতে আযাব ভোগ করছে, কাফেররা তাদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাদের হত্যা ও বন্দী করছে এবং তাদের সম্পদ লুট করছে, এই সবকিছুই জিহাদ পরিত্যাগের কারণে মুসলমানদের দুনিয়াবী শাস্তি। (আলআযবুন নামির, ৫/৫০৯)

এখানে লক্ষ্যনীয় হলো, হাদিসে জিহাদ পরিত্যাগ ও লাঞ্ছনাকে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ উম্মাহ যখনই জিহাদ ছেড়ে দিবে তখনই তার ভাগ্যাকাশ লাঞ্ছনার কালোমেঘে ছেয়ে যাবে, যদিও শক্তি না থাকা, ইমাম না থাকা বা এ জাতীয় শত বাহানায় সে জিহাদ পরিত্যাগ করে।

সুতরাং প্রিয় পাঠক, আমাদের সামনে শুধু দুটি পথই রয়েছে, হাদিসের বর্ণণা অনুযায়ী তৃতীয় এমন কোন পদ্ধতি নেই যার মাধ্যমে আমরা জিহাদও করবো না আবার সম্মান মর্যাদার সাথেও জীবনযাপন করতে পারবো, সুতরাং আপনি চিন্তা করুন, কোনটি বেছে নিবেন,

১. শক্তি না থাকার অজুহাতে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন, না শক্তি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন?

২. মুসলমানদের জন্য শক্তি অর্জনের গুরুত্ব তো বর্ণনা করবেন কিন্তু সাথে সাথেই এ দ্বায়িত্ব রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে যাবেন, নাকি নিজেরাও যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করবেন?

৩. জিহাদের পূর্বে আত্মশুদ্ধি কিংবা আকিদার পরিশুদ্ধি করতে হবে, এ কথা বলবেন না জিহাদের মাধ্যমেই এবং জিহাদের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি ও আকিদার পরিশুদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাবেন?

৪. ইমাম নেই বলে জিহাদ করা যাবে না, একথা বলবেন, না ইমাম না থাকলে দলগঠন করে একজনকে ইমাম বা আমির বানিয়ে নিবেন এবং প্রস্তুতি অর্জনের পর আমিরের অধীনে জিহাদ শুরু করবেন?

যদি প্রথমটা করা হয় তাহলে হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের লাঞ্ছনা কখনোই ঘুচবে না, দু:খদূর্দশার এই ঘোর অমানিশা কিছুতেই কাটবে না। আর যদি

দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা হয় তাহলে সম্মান ও মর্যাদার দিকে আমাদের পথচলা শুরু হবে, এবং ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমাদের হারানো গৌরব ফিরে আসবে, এটাই আল্লাহর তায়ালার ওয়াদা, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

হে ইমানদারগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিবো যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি দিবে, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ইমান আনবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জানমাল দিয়ে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, (হায়) যদি তোমরা তা জানতে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, এবং (প্রবেশ করাবেন) চিরস্থায়ী জান্নাতের উৎকৃষ্ট বাসস্থানে। এটাই মহা সফলতা। এবং তোমাদের দান করবেন এমন একটি নেয়ামত যা তোমরা (খুবই) পছন্দ করো, (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং অত্যাসন্ন বিজয়। -সূরা সফ, ১০-১২

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩১৯৪

জিহাদের জন্য সামান্য দানে বিরাট প্রতিদান

আদনানমারুফ

Se nior Member

০৩-১০-২০১৯

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণণা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»من أنفق زوجين في سبيل الله، دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي فل هلم، قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، فقال النبي ﷺ: إني لأرجو أن تكون منهم». صحيح البخاري: (2841) صحيح مسلم: (1027)(

যে আল্লাহর রাস্তায় দুটি জিনিষ দান করবে তাকে জান্নাতের সব দরজার প্রহরীরা ডেকে বলবে, হে অমুক, এ দরজা দিয়ে আসো। আবু বকর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, (যাকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে) তার তো কোন ক্ষতি হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আশাবাদী, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। -সহিহ বুখারী, ২৮৪১, সহিহ মুসলিম, ১০২৭সহিহ বুখারীর অপর বর্ণণায় এভাবে এসেছে,

من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যে কোন জিনিষ হতে এক জোড়া ব্যয় করবে’ -সহিহ বুখারী, ৩৬৬৬

এই বর্ণণা হতে বুঝা যায়, যে কোন জিনিষ হতে এক জোড়া অর্থাৎ দুটি জিনিষ জিহাদে দান করার দ্বারাই হাদিসে বর্ণিত মহান ফযীলতটি লাভ করা যাবে, চাই তা দুই দিনার, দুই দিরহাম, দুটি ঘোড়া, দুটি তলোয়ার, যাই হোক, (বর্তমান যমানা হিসেবে এক টাকার দুটি কয়েন বা দুই টাকার দুটি নোট সদকা করেও এই ফযীলত লাভ করা যাবে।

ইমাম মুহাল্লাব মালেকী বলেন,

في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال، لأن المجاهد يعطي أجر المصلى والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك، لأن باب الريان للصائمين، وقد ذكر في هذا الحديث أن المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله. فتح الباري: 49/6 ط. دار الفكر، مصور عن الطبعة السلفية

এই হাদিস থেকে বুঝে আসে, জিহাদ সর্বোত্তম আমল, কেননা মুজাহিদকে (নফল) নামায, রোযা ও দানের সওয়াব দেওয়া হয়, যদিও সে এগুলো না করে, কেননা রাইয়ান দরজাটি রোযাদারদের জন্য, কিন্তু এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে জিহাদে সামান্য দানের কল্যাণেই মুজাহিদকে জান্নাতের সব দরজা থেকে ডাকা হবে। -ফাতহুল বারী, ৬/৪৯

তাই আমাদের সকলেরই জিহাদে দানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, বেশি দান করতে না পারার কারণে দানের ব্যাপারে অবহেলা করা এবং কিছুই দান না করা নিতান্তই মাহরুমির কারণ। যারা ইখলাসের সাথে সামান্য দান করে আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের প্রশংসা করেছেন, ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، فنزلت: {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم}. صحيح البخاري: (4668 (صحيح مسلم: (1018 (

আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদেরকে সদকার আদেশ করেন, তখন আমরা কুলিগিরি করে সদকা করতাম, একদিন আবু আকীল আধা সা' পরিমান খেজুর নিয়ে আসেন, অপর ব্যক্তি অনেক সদকা নিয়ে আসে, তখন মুনাফিকরা বলে, আল্লাহ তায়ালার আবু আকীলের (সামান্য) সদকার প্রয়োজন নেই, আর এ তো লোক দেখানোর জন্য (অনেক) সদকা করেছে, তখন এই আয়াত নাযিল হয়, মুমিনদের মধ্যে হতে যারা নফল সদকা করে, এবং যারা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামান্য দান করে, (মুনাফিকরা) তাদের সমালোচনা করে, (তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে,

আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে ঠাট্টা করেন, এবং তাদের জন্য রয়েছে, কঠোর শাস্তি)। -সহিহ বুখারী, ৪৬৬৮ সহিহ মুসলিম, ১০১৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»سبق درهم مائة ألف» قالوا: يا رسول الله وكيف؟ قال: «رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف، فتصدق بها». أخرجه النسائي: (2528) وأحمد: (8929) و ابن خزيمة (2443)، و ابن حبان (3347 (والحاكم: (1519) وصححه وو افقه الذهبي، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان، فقد روى له البخاري تعليقا ومسلم في الشواهد، وهو صدوق لا بأس به.

এক দিরহাম দান করে লাখো দিরহাম দান করার চেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিভাবে? রাসূল বললেন, এক ব্যক্তির দুটি দিরহাম ছিল সে তার একটি দান করলো, অপর ব্যক্তি তার রাশি রাশি মাল থেকে এক লাখ দিরহাম দান করলো।-সুনানে নাসায়ী, ২৫২৭ মুসনাদে আহমদ, ৮৯২৮ সহিহ ইবনে খুযাইমা, ২৪৪৩ সহিহ ইবনে হিব্বান, ৩৩৪৭ মুস্তাদরাকে হাকেম, ১৫১৯ হাফেয যাহাবী ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

অর্থাৎ যে দুই দিরহামের একটি দান করেছে সে তার অর্ধেক সম্পদ দান করেছে, আর যে এক লাখ দিরহাম দান করেছে সে তার সম্পদের অর্ধেকের চেয়েও অনেক কম দান করেছে, তাই এক দিরহাম দান কারী লাখো দিরহাম দানকারীর চেয়েও বেশি সওয়াব পাবে। [/color]

সুনানে নাসায়ীর টীকায় আল্লামা সিন্দী রহ. বলেন,

ظاهر الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطي، لا على قدر المال المعطى، فصاحب الدرهمين حيث أعطى نصف ماله في حال لا يعطي فيها إلا الأقوياء،

يكون أجره على قدر همته، بخلاف الغني، فإنه ما أعطى نصف ماله، ولا في حال لا يعطى فيها عادة .

এ ধরণের হাদিস থেকে বুঝে আসে, সওয়াব দেওয়া হবে দাতার অবস্থা অনুযায়ী, দানের পরিমাণ অনুযায়ী নয়। যে দুই দিরহামের একটি দান করেছে সে তার অর্ধেক সম্পদ দান করেছে, আর যে এক লাখ দিরহাম দান করেছে সে তার সম্পদের অর্ধেকের চেয়েও অনেক কম দান করেছে, তাই এক দিরহাম দান কারী লাখো দিরহাম দানকারীর চেয়েও বেশি সওয়াব পাবে। অপর হাদিসে এসেছে,

جاء ثلاثة نفر إلى النبي ﷺ، فقال أحدهم: يا رسول الله، كانت لي مائة دينار، فتصدقت منها بعشرة دنانير. وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي عشرة دنانير، فتصدقت منها بدينار، وقال الآخر: يا رسول الله (2) كان لي دينار، فتصدقت بعشره. قال :فقال رسول الله ﷺ: كلكم في الأجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله

তিন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলো, তাদের একজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার একশো দিনার ছিল, আমি তা হতে দশ দিনার দান করেছি। আরেকজন বললো, আমার দশ দিনার ছিল, আমি তা হতে একদিনার দান করেছি। তৃতীয়জন বললো, আমার একদিনার ছিল, আমি তার একদশমাংশ দান করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সকলে সমান সওয়াব পাবে, তোমরা সবাই তার সম্পদের একদশমাংশ দান করেছো। -মুসনাদে আহমদ, ৭৪২ এ হাদিসটির সনদ যয়ীফ, তবে যয়ীফ হাদিস দিয়ে অন্য হাদিসের ব্যাখা করা যায় । দেখুন আছারুর হাদিসিশ শরিফ, শায়েখ আওয়ামা, পৃ: ৪০

عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل». أخرجه أبو داود: (1677) وأحمد: (8702) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد: (إسناده صحيح) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقاته على مسند أحمد و أبي داود: (إسناده صحيح، وقوله: جُهد المقل: أي: قدر ما

يحتمله حال من قل ماله، وهو بمعنى الوسع والطاقة، والمراد: ما يعطيه المقل على قدر طاقته(

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কোন সদকা উত্তম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দরিদ্র ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা। -সুনানে নাসায়ী, ২৫২৬, সুনানে আবু দাউদ, ১৪৪৯ শায়েখ আহমদ শাকের ও শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

আমরা অনেকে হয়তো সাধ্যমত দানের প্রতি অবহেলা করি এই ভেবে যে, এই সামান্য দানে কি হবে, যেখানে একটি সাধারণ ক্লাশিনকোভের মূল্য লাখখানি টাকা? কিন্তু এই চিন্তাও ঠিক নয়। আসলে আমরা সবাই আল্লাহর তায়ালার কুদরতের আবরণ মাত্র। কাফেরদের শাস্তি তো আল্লাহ তায়ালা নিজেই দেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরীক্ষা করার জন্য আমাদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)سورة الأنفال: 60(

কাফেররা যেন ধারণা না করে না যে তারা (আল্লাহর হাত থেকে) পালিয়ে বাঁচবে, বস্তত তারা কখনোই আল্লাহ তায়ালাকে পরাস্ত করতে পারবে না, (নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং শাস্তি দিবেন) আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন তোমরা এর দ্বারা ভীতী সঞ্চার করতে পারো আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তরে। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের অন্তরে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না। -সূরা আনফাল, ৫৯-৬০

দেখুন, এখানে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, কাফেররা তার থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেনই। তবে যেহেতু দুনিয়া দারুল আসবাব, আল্লাহর তায়ালার রীতি হলো আসবাব-উপকরণ গ্রহণ না করলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে কোন কিছু দেন না, তাই আমাদের দ্বায়িত্ব হলো আমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি অর্জন করা এবং জিহাদের উপকরণ অর্থাৎ ঘোড়া-অস্ত্রসস্ত্র ইত্যাদি যোগাড় করা। যদি আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি অর্জন করি এবং জিহাদের অস্ত্রসস্ত্রের যোগান দেওয়ার জন্য সাধ্যমত দান করি তাহলে আল্লাহ তায়ালাই গায়েব হতে বাকী সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিবেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যা কিছুই দান করবো (কম হোক বা বেশি) আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার প্রতিদান দান করবেন। দুনিয়াতে গণিমত লাভের মাধ্যমে আর আখেরাতে সাওয়াব ও জান্নাতের মাধ্যমে।

সুতরাং আমার দান কম না বেশি তা মূল কথা নয়, বরং মূল বিষয় হলো, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী দান করলাম কি না? আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জিহাদের জন্য বেশি বেশি দান করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৬৫৭

গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কিত হাদিস: তাহকীক ও বিশ্লেষণ

অন্তরের আমল

Junior Member

০৬-০৬-২০১৯

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিশ্রুত গাজওয়াতুল হিন্দ কি অতি সন্নিকটে?

আমরা গাজওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দুস্তানের মহাযুদ্ধ নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। এটা এমনই এক মর্যাদার্পূণ জিহাদ, যে ব্যাপারে হাদিসে সুস্পষ্ট ফজিলত ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

গাজওয়াতুল হিন্দ বলতে ইমাম মাহদি এবং ইসা আ.-এর আগমনের কিছু আগে অথবা সমসাময়িক সময়ে এই পাক-ভারত-বাংলাদেশে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার সংগঠিত যুদ্ধকে বুঝায়। 'গাজওয়া' অর্থ যুদ্ধ, আর 'হিন্দ' বলতে এই উপমহাদেশ তথা পাক-ভারত-বাংলাদেশসহ শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটানকে বুঝায়।

আমরা প্রথমত এসংক্রান্ত কয়েকটি প্রামাণ্য হাদিস উল্লেখ করব। এরপর এর প্রেক্ষাপট, সময় ও অবস্থান র্নিণয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১ নং হাদিস :

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ صُرَيْمٍ السَّكُونِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَتُقَاتِلُنَّ الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى تُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَّالَ، عَلَى نَهْرٍ بِالأُرْدُنِّ، أَنْتُمْ شَرْقِيَّهُ وَهُمْ غَرْبِيَّهُ، وَمَا أَدْرِي، أَيْنَ الأُرْدُنُّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الأَرْضِ.

অর্থ : সুরাইম রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; এমনকি এ যুদ্ধে তোমাদের অবশিষ্ট মুজাহিদরা জর্ডান নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান করবে আর দাজ্জালের

অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, সেদিন জর্ডান কোথায় অবস্থিত হবে?

সূত্র :

১. কাশফুল আসতার আন জাওয়াইদিল বাজ্জার : ৪/১৩৮, হা. নং ৩৩৮৭, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরুত-

২. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৭/৩৪৮-৩৪৯, হা. নং ১২৫৪২, প্র. মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো-

মান : এর সনদ বিশুদ্ধ। হাফিজ হাইসামি রহ. হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, এটি ইমাম তাবারানি রহ. ও ইমাম বাজ্জার রহ. বর্ণনা করেছেন। আর বাজ্জারে বর্ণিত হাদিসটির বর্ণনাকারী সবাই নির্ভরযোগ্য।(দেখুন, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৭/৩৪৮-৩৪৯, হা. নং ১২৫৪২, প্র. মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো)

২ নং হাদিস :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ.

অর্থ : হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি সে জিহাদ পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জান-মাল সব কিছু তাতে ব্যয় করব। এতে যদি আমি শাহাদত বরণ করি তাহলে আমি হব সর্বশ্রেষ্ঠ শহিদ। আর যদি গাজি হয়ে ফিরে আসি তাহলে আমি হব (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা।

সূত্র :

১. সুনানুন নাসায়ি : ৬/৪২, হা. নং ৩১৭৪, প্র. মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব-

২. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৯/২৯৭, হা. নং ১৮৫৯৯, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত-

৩. মুসনাদু আহমাদ : ১২/২৮-২৯, হা. নং ৭১২৮, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরূত-

৪. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৩/৫৮৮, হা. নং ১৭৭৫/৬১৭৭, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত-

৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৩১৬, প্র. আস-সাআদা, মিসর-

৬. আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪০৯, হা. নং ১২৩৭, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো-

মান : এ বর্ণনাটির সনদ হাসান তথা উত্তম। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের সবাই নির্ভরযোগ্য হলেও জাবর বিন আবিদা নামক একজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সামান্য একটু বিতর্ক আছে। ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাফিজ জাহাবি রহ. দুর্বল রাবি বললেও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তার বিপরীতে তাকে মাকবুল বা গ্রহণীয় রাবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। (দেখুন, তাকরিবুত তাহজিব : ১/৩৩৭, জীবনী নং ৮৯২)

এছাড়াও এর সমর্থনে আরও কিছু হাদিস রয়েছে। যেমন 'মুসনাদু আহমাদ'-এর ১৪/৪১৯ পৃষ্ঠার ৮৮২৩ নং হাদিস এবং ইমাম ইবনে আবি আসিম রহ. বিরচিত 'আল জিহাদ' গ্রন্থের ২৯১ নং হাদিস।

৩ নং হাদিস :

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الْوُصَابِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

অর্থ : হজরত সাওবান রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে হতে দুটি দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। একটি দল, যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরিক হবে। আর দ্বিতীয় আরেকটি দল, যারা ইসা ইবনে মারইয়াম আ.-এর সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করবে।

সূত্র :

১. মুসনাদু আহমাদ : ৩৭/৮১, হা. নং ২২৩৯৬, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরূত-

২. সুনানুন নাসায়ি : ৬/৪২, হা. নং ৩১৭৫, প্র. মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব-

৩. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৯/২৯৭, হা. নং ১৮৬০০, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত-

৪. আল-মুজামুল আওসাত : ৭/২৩, হা. নং ৬৭৪১ প্র. দারুল হারামাইন, কায়রো-

৫. আত তারিখুল কাবির : ৬/৭২-৭৩, জীবনী নং ১৭৪৭, প্র. দায়িরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, হায়দারাবাদ-

৬. আল কামিল, ইবনে আদি : ২/৪০৮, জীবনী নং ৩৫১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত-

মান : এ হাদিসটি হাসান। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বাকিয়্যা বিন অলিদ নামক একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে। তবে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি (عن) এর পরিবর্তে (حدثنا) ব্যবহার করায় এখানে তাদলিসজনিত কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি। আর আবু বকর বিন অলিদ মাজহুলুল হাল হলেও নির্ভরযোগ্য রাবি আব্দুল্লাহ বিন সালিম আশআরি রহ.-এর মুতাবাআত (অনুরূপ বর্ণনা) থাকায় হাদিসটি হাসান হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকল না।

৪ নং হাদিস :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا الْبَرَاءُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَلِيلِي الصَّادِقُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْثٌ إِلَى السِّنْدِ وَالْهِنْدِ، فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَذَاكَ، وَإِنْ أَنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً رَجَعْتُ وَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ قَدْ أَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

অর্থ : হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সত্যবাদী বন্ধু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বর্ণনা করত বলেছেন, এ উম্মতের মধ্যে সিন্ধু ও হিন্দুস্তানের দিকে একটি যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হবে। (আবু হুরাইরা রা. বলেন,) আমি যদি সে যুদ্ধ পেয়ে যাই, অতঃপর যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যাই তাহলে তো আমি মহাসৌভাগ্যবান। আর যদি আমি গাজি হয়ে ফিরে আসি তাহলে আমি হব মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা। আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিদান করেছেন।

সূত্র :

মুসনাদু আহমাদ : ১৪/৪১৯, হা. নং ৭১২৮, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরূত-

মান :

এ বর্ণনাটির সনদ জইফ। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বারা বিন আব্দুল্লাহ গানাবি নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে। এছাড়াও এতে হাসান বসরি রহ. এবং আবু হুরাইরা রা.-এর মাঝে সূত্র বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ রয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের মতানুসারে হাসান বসরি রহ. আবু হুরাইরা রা. থেকে সরাসরি কোনো হাদিস শোনেননি।

৫ নং হাদিস :

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ - وَكَانَ مِنْ نُسَّاكِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - قَالَ: **حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ :حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُبَيْهٍ مَوْلَى صَفِيَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أُدْرِكْهَا أُنْفِقْ فِيهَا**

نَفْسِي وَمَالِي، فَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ كَأَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ.

অর্থ : হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি যদি সে জিহাদ পেয়ে যাই তাহলে তাতে আমি আমার জান-মাল সব কিছু ব্যয় করব। এতে যদি আমি শাহাদত বরণ করি তাহলে আমি হব সর্বশ্রেষ্ঠ শহিদের ন্যায়। আর যদি গাজি হয়ে ফিরে আসি তাহলে আমি হব (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা।

সূত্র :

আল-জিহাদ, ইবনু আবি আসিম : ২/৬৬৮, হা. নং ২৯১, প্র. মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা-

মান : এ বর্ণনাটি জইফ। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে হাশিম বিন সাইদ নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। অবশ্য কিনানা বিন নুবাইহকে ইমাম আজদি রহ. জইফ বললেও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে মাকবুল বা গ্রহণীয় রাবি বলে অভিহিত করেছেন।

৬ নং হাদিস :

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ بَعْضِ الْمَشْيَخَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْهِنْدَ، فَقَالَ: لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَأْتُوا بِمُلُوكِهِمْ مُغَلَّلِينَ بِالسَّلَاسِلِ، يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ، فَيَنْصَرِفُونَ حِينَ يَنْصَرِفُونَ فَيَجِدُونَ ابْنَ مَرْيَمَ بِالشَّامِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ تِلْكَ الْغَزْوَةَ بِعْتُ كُلَّ طَارِفٍ لِي وَتَالِدٍ وَغَزَوْتُهَا، فَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ انْصَرَفْنَا فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، يَقْدَمُ الشَّامَ فَيَجِدُ فِيهَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَلَأَحْرِصَنَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَأُخْبِرُهُ أَنِّي قَدْ صَحِبْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ.

অর্থ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধের আলোচনার প্রাক্কালে বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্থানের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন এবং তারা হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে। আল্লাহ তাআলা সেই দলের যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ইসা ইবনে মারইয়াম আ.-কে সিরিয়ায় পেয়ে যাবে। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি যদি গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই তাহলে আমি আমার নতুন পুরাতন সব সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং এতে অংশগ্রহণ করব। এরপর যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের বিজয় দান করবেন এবং আমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসব তখন আমি হব (জাহান্নামের আগুন হতে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা, যে সিরিয়ায় গিয়ে ইসা ইবনে মারইয়াম আ.-এর সাথে মিলিত হবে। হে আল্লাহর রাসুল, আমার খুব আকাঙ্ক্ষা যে, আমি ইসা আ.-এর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে বলব যে, আমি আপনার সংশ্রবপ্রাপ্ত একজন সাহাবি। তিনি বলেন, এতে রাসুলুল্লাহ সা. মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, সে (যুদ্ধ) তো অনেক দেরি! অনেক দেরি!!

সূত্র :

আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪০৯, হা. নং ১২৩৬, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো-

মান : এ সনদটি জইফ। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বাকিয়্যা বিন অলিদ নামক একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে। এছাড়াও আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনাকারী এখানে অজ্ঞাত।

৭ নং হাদিস :

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبٍ، قَالَ :يَبْعَثُ مَلِكٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَيْشًا إِلَى الْهِنْدِ فَيَفْتَحُهَا، فَيَطَئُوا أَرْضَ الْهِنْدِ، وَيَأْخُذُوا كُنُوزَهَا، فَيُصَيِّرُهُ ذَلِكَ الْمَلِكُ حِلْيَةً لَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيُقْدِمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْجَيْشُ بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مُغَلَّلِينَ، وَيُفْتَحُ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَيَكُونُ مَقَامُهُمْ فِي الْهِنْدِ إِلَى خُرُوجِ الدَّجَّالِ.

অর্থ : হজরত কাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জেরুজালেমের একজন বাদশাহ হিন্দুস্তানের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠাবেন। সৈন্যদল হিন্দুস্তানের ভূমি জয় করে তা পদানত করবে। এর অর্থ-ভাণ্ডার দখল করবে। তারপর বাদশাহ এসব ধনদৌলত বাইতুল মুকাদ্দাসে সাজিয়ে রাখবেন। সৈন্যদলটি হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে বন্দি করে তাঁর নিকট উপস্থিত করবে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল এলাকায় তাঁর বিজয়ার্জন হবে। দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁরা হিন্দুস্তানেই অবস্থান করবেন।

সূত্র : আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪০৯, হা. নং ১২৩৫, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো-

মান : এটার সনদ জইফ। কেননা, কাব রহ. থেকে বর্ণনাকারীর নাম এখানে অস্পষ্ট। আর এটা 'মাকতু' তথা তাবিয়ি বর্ণিত একটি হাদিস।

৮ নং হাদিস :

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَرَّاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: عَلَى يَدَيْ ذَلِكَ الْخَلِيفَةِ الْيَمَانِيِّ الَّذِي تُفْتَحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ وَرُومِيَّةُ عَلَى يَدَيْهِ، يَخْرُجُ الدَّجَّالُ وَفِي زَمَانِهِ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَلَى يَدَيْهِ تَكُونُ غَزْوَةُ الْهِنْدِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، غَزْوَةُ الْهِنْدِ الَّتِي قَالَ فِيهَا أَبُو هُرَيْرَةَ.

অর্থ : হজরত আরতাত রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ইয়ামানি খলিফার নেতৃত্বে ইসতামবুল ও রোম (ইউরোপ) বিজয় হবে, তাঁর সময়েই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে, তাঁর যুগেই ইসা ইবনে মারইয়াম আ. অবতরণ করবেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তিনি হবেন হাশিমি বংশের লোক। গাজওয়াতুল হিন্দ বলতে ঐ যুদ্ধ উদ্দেশ্য, যে ব্যাপারে আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন।

সূত্র : আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪১০, হা. নং ১২৩৮, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো-

মান : এটার সনদ জইফ। কেননা, এতে অলিদ বিন মুসলিম নামক একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে, যে হাদিসটি عن দ্বারা বর্ণনা করেছে। আর এটা 'মাকতু' তথা তাবিয়ি বর্ণিত একটি হাদিস।

গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসগুলোর সম্মিলিত মান : উপরিউক্ত হাদিসগুলোর কিছু সহিহ, কিছু হাসান এবং কিছু জইফ। তবে এ জইফগুলো একটিও মারাত্মক নয়; বরং সবগুলোই সহনীয় পর্যায়ের। সবগুলো সনদ একসাথে করলে সম্মিলিতভাবে গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিস সহিহ (বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত) বা কমপক্ষে হাসান (উত্তম সূত্রে বর্ণিত) পর্যায়ের বলে সাব্যস্ত হয়। এজন্যই শাইখ আলবানি রহ. সুনানে নাসায়িতে বর্ণিত গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। (দেখুন, সুনানুন নাসায়ি : ৬/৪২, হা. নং ৩১৭৫, প্র. মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) আর সিলসিলাতুস সহিহা-তে এর সনদকে জাইয়িদ বা হাসান বলে অভিহিত করেছেন। (দেখুন : সিলসিলাতুল আহাহাদিসিস সহিহা : ৪/৫৭০, হা. নং ১৯৩৪, প্র. মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ) এছাড়াও শাইখ শুআইব আরনাওত রহ. মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত উক্ত হাদিসকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। (দেখুন, মুসনাদু আহমাদ : ৩৭/৮১, হা. নং ২২৩৯৬,

প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরূত)

গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসগুলোর সারমর্ম : এ মর্মে বর্ণিত হাদিসগুলো থেকে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারি, তা হলো-

১. এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. কর্তৃক প্রতিশ্রুত একটি যুদ্ধের ভবিষতবাণী, যা শেষ জমানায় ঘটবে।

২. যুদ্ধটি হবে হিন্দুস্তানে, যা পাক-ভারত-বাংলাদেশসহ শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটানকে বুঝায়।

৩. যুদ্ধটি হবে হিন্দুস্তানের মুশরিক তথা মূর্তিপূজারী হিন্দুদের সাথে।

৪. এ যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে নিজের জান-মাল সব কিছু ব্যয় করে অংশগ্রহণ করা উচিত; যেমনটি আবু হুরাইরা রা. বলেছেন; এমনকি তিনি এ যুদ্ধ শেষ জমানায় হবে জেনেও তাতে শরিক হয়ে ইসা আ.-এর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন।

৫. এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় অর্জন হবে এবং মূর্তিপূজারী রাষ্ট্রপ্রধানদের হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে বন্দি করে নিয়ে আসা হবে।

৬. গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে ইসা আ.-এর সাথে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং উভয় দলের একই মর্যদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।।

৭. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

৮. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

৯. এ যুদ্ধের শহিদগণ হবেন শ্রেষ্ঠ শহিদদের অন্তর্গত।

১০. এ যুদ্ধ রাসুল সা.-এর যুগের অনেক পরে দাজ্জাল আবির্ভাবের পূর্বে শেষ জমানায় সংঘটিত হবে।

১১. এ যুদ্ধ জেরুজালেম থেকে ইমাম মাহদির নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

১২. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্য হতে যারা গাজি হয়ে ফিরবেন তারা ইসা আ.-এর সাথে দাজ্জালের বিরূদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে শরিক হবেন।

এ যুদ্ধ কোথায় এবং কবে হবে?

'আল-হিন্দ' দ্বারা ভৌগলিকভাবে দুটি স্থানকে নির্দেশ করে। এক : ইরাকের বসরা নগরী; যেমন শাইখ মাশহুর হাসান স্বীয় 'আল ইরাক ফি আহাদিসা ওয়া আসারিল ফিতান ওয়াল মালাহিম' গ্রন্থে বলেন, 'হিন্দ' বলে কখনো কখনো ইরাকের বসরা নগরীকেও বুঝানো হয়ে থাকে। দুই : ভারত উপমহাদেশ, যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা নিয়ে গঠিত। হাদীসে বর্ণিত 'আল হিন্দ' বলতে সকল উলামায়ে কেরাম এ দ্বিতীয় অর্থ তথা ভারত উপমহাদেশই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তাই 'গাজওয়াতুল হিন্দ' আমাদের এ ভুখণ্ডেই সংঘটিত হবে। আর হাদিসের ভাষ্যানুসারে এর প্রতিপক্ষ দলটি হবে হিন্দুরা।

এ যুদ্ধ পূর্বে হয়ে গেছে নাকি অদূর ভবিষ্যতে হবে এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য পাওয়া যায়। কতিপয় উলামায়ে কিরামের মতে এ যুদ্ধ বনি

উমাইয়ার শাসনামালে মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ.-এর ভারত বিজয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে গেছে। কারও মতে সুলতান মাহমুদ গজনবি রহ.-এর ভারত অভিযানের দ্বারাই এ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু গাজওয়াতুল হিন্দের সবগুলো হাদিস সামনে রাখলে প্রতিভাত হয় যে, এ যুদ্ধ এখনও হয়নি; বরং ইসা আ.-এর আগমনের কিছু কাল পূর্বে ইমাম মাহদির নেতৃত্বে এটা সংঘটিত হবে এবং এ যুদ্ধের গাজিরাই সিরিয়ায় গিয়ে ইসা আ.-এর সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

শাইখ হামুদ তুওয়াইজিরি বলেন :

وما ذكر في حديث أبي هريرة ﷺ الذي رواه نعيم بن حماد من غزو الهند؛ فهو لم يقع إلى الآن، وسيقع عند نزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام إن صح الحديث بذلك.

অর্থ : নুআইম বিন হাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরাইরা রা.-এর হাদিসে যে গাজওয়াতুল হিন্দের কথা এসেছে তা এখনও সংঘটিত হয়নি। এ হাদিসটি সহিহ হলে সত্বরই তা ইসা আ.-এর অবতরণের সময়কালে সংঘটিত হবে।

সূত্র : ইতহাফুল জামাআহ : ১/৩৬৬, গাজওয়াতুল হিন্দসংক্রান্ত অধ্যায়, প্র. দারু সামিয়ি, রিয়াদ-

শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন :

الذي يبدو من ظاهر حديث ثوبان وحديث أبي هريرة . إن صح . أن غزوة الهند المقصودة ستكون في آخر الزمان ، في زمن قرب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام ، وليس في الزمن القريب الذي وقع في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

অর্থ : সাওবান রা. ও আবু হুরাইরা রা. এর হাদিস সহিহ হয়ে থাকলে এর স্পষ্ট ভাষ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কাঙ্খিত গাজওয়াতুল হিন্দ শেষ জমানায় ইসা আ.-এর অবতরণের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। মুআবিয়া রা.-এর যুগের কাছাকাছি সময়ে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো নয়।

সূত্র : ইসলাম সুওয়াল ও জাওয়াব : প্রশ্নোত্তর নং ১৪৫৬৩৬-

বর্তমান পরিস্থিতি : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী খোরাসান (বর্তমান আফগানিস্থান) থেকে কালিমাখচিত কালো পতাকাধারীদের উত্থান এবং তাদের কাশ্মীর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে সাত লক্ষ সেনা মোতায়েন, পাক-ভারত-বাংলাদেশের হকপন্থী দলগুলোর সুদৃঢ় অবস্থান, পানি নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সাথে ভারতের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং মুসলিমদের নির্যাতন নিয়ে ভারতের ভেতরে মুসলিমদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ, সেভেন সিস্টারস বা ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনতার দাবি নিঃসন্দেহে ভারত বিভক্তি এবং আশু সে মহাযুদ্ধেরই ইঙ্গিত বহন করে।

বর্তমানে এই উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী ভূখণ্ডের মুসলিমপ্রধান ভূখণ্ডের ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অব্যাহত প্রচেষ্টা দেখলে বুঝা যায় যে, এটি খুব সত্বরই চূড়ান্ত সংঘাতময়রূপ ধারণ করবে এবং এখানকার ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যতবাণী অনুসারে উম্মতের একটি দলকে এদিকে অগ্রসর হতে হবে। এটি ঘটবে সেই সমসাময়িক সময়ে, যখন সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে বৈশ্বিক শাসনব্যশাসনব্যবস্থা খিলাফতের আদলে সাজাতে আল্লাহ তাআলা ইমাম মাহদিকে প্রেরণ করবেন, যার খিলাফতের সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং দাজ্জালের সাথে মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে ইসা আ.-এর আগমন ঘটবে। গাজওয়াতুল হিন্দের সময় অবশ্যই পাক-ভারত-বাংলাদেশের মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা আলাদা হয়ে যাবে। তারা হয়তো কাফিরদের পক্ষে যোগ দিবে অথবা পালিয়ে বেড়াবে। এই ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমরা জয়ী হবে এবং তারা ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে ইসা আ.-এর সাথে মিলিত হবে।

সারকথা :

গাজওয়াতুল হিন্দের প্রকৃত সময় এবং অবস্থা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। আমরা কেবল হাদিসের আলোকে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ঘটনা সম্পর্কে

নিজেদেরকে সচেতন এবং প্রস্তুত করতে পারি। সার্বিক বিচারে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, এ যুদ্ধ খুবই সন্নিকটে। কেননা, এ যুদ্ধের সাথে ইমাম মাহদি ও ইসা আ.-এর সম্পর্ক রয়েছে। আর আমার পূর্বের দুটি পোস্টে এ বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, তাঁদের আগমন খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘটতে যাচ্ছে বলে আমাদের ধারণা। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল যারা, তারা ভালো করেই জানেন যে, বর্তমানে তাগুতি শক্তিগুলো আসন্ন মহাযুদ্ধের জন্য কী পরিমান প্রস্তুতি গ্রহন করছে! অথচ আমরা মুসলিমরাই একমাত্র জাতি, যারা কিনা আজও এ সম্পর্কে গাফিল ও চরম উদাসীন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এত করে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, যার কারণে তাগুতরা পর্যন্ত সতর্ক হয়ে গেছে, আর আমরা হতভাগার দল আজও আমাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িত।

"CIA terrified of Ghazwa e Hind" (ইংরেজি) শিরোনামে এই ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন, তারা কতটা সচেতন আর আমরা কতটা গাফিল হয়ে আছি!

http://www.youtube.com/watch?v=RqNbqfai৯aE

হে আমার প্রিয় ভাই, ঘুম থেকে এবার জাগো। একবার চেয়ে দেখো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যতবাণী ও বর্তমানের ভয়ংকর পরিস্থিতি। এখনই যদি সতর্ক না হও তাহলে ঘুম থেকে জেগে দেখবে তোমরা শিয়রে অস্ত্র হাতে তাগুতের বাহিনী দণ্ডায়মান। হে আমার দ্বীনের বন্ধু, এখনই সময় সজাগ হওয়ার, প্রস্তুতি নেওয়ার। অসময়ে তোমার দৌঁড়ঝাপ তোমার কোনো কাজে আসবে না। সত্যের বাহিনী তোমার অপেক্ষায় আছে। সাড়া দাও তাদের ডাকে; নইলে আর সময় পাবে না। হে আল্লাহ, তুমি মুসলিমবিশ্বের এ বিনাশী নিদ টুটে দাও। তাদের অন্তর্চক্ষু খুলে দাও। আশু বিপদ অনুধাবনের শক্তি দাও। আল্লাহ, আমাদের রক্ষা করো, হিম্মত দাও, তাওফিক দাও।

এক ভাইয়ের লেখা থেকে সংগৃহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৭৬

একটি হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও তার মান সম্পর্কে জানতে চাই? খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়।

abu ahmad

Senior Member

০৬-১৭-২০১৯

বর্তমানে একজন প্রসিদ্ধ পীরের বয়ানে নিচের হাদীস দ্বারা জিহাদ করার চাইতে যিকির করা উত্তম মর্মে একটি অডিও আমার হস্তগত হয়েছে। তাই বিজ্ঞ আলিম-উলামা, বিশেষকরে ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের নিকট বিনীত আবেদন এই হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও মান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে উত্তর প্রদান করে বাধিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা ভাইদের জন্য তা সহজ করে দিন। আমীন

নিচে মুসনাদে আহমাদ থেকে হাদীসটির মূল আরবী ইবারত দেয়া হলো-

١١٧٢٠ - وبهٰذا الإسناد أنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ العِبادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عند الله يومَ القِيامَةِ؟ قال: «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً» قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ومَنِ الغازي في سبيل الله؟ قال: «لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ في الكُفَّارِ والمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ، ويَخْتَضِبَ دَماً، لَكانَ الذَّاكِرُونَ الله أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً»(١).

এই হাদীসটির মান উল্লেখ করতে গিয়ে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা শুয়াইব আরনাউত কর্তৃক তালীক ও তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদের নুসখায় নিচের মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে-

(١) إسناده ضعيف، وهو إسناد الحديث رقم (١١٧١٧).

وأخرجه أبو يعلى (١٤٠١) من طريق الحسن بن موسى، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٣٣٧٦)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢٤٦) من طريقين، عن ابن لهيعة، به.

وقال الترمذي: هٰذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث درّاج.

٢٤٨

তারপর হায়াতুল মুসলিমীন নামক কিতাব থেকে তার অনুবাদ পেশ করা হলো

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে যে, (একদা) হুযুর আলাইহিস সালামের দরবারে জিজ্ঞাসা করা হইল, হুযুর! বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় মর্তবার কে হইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ " যে সকল নর-নারী খুব বেশী করিয়া আল্লাহর যিকর করিতে থাকিবে, তাহারাই (সবচেয়ে বড় মর্তবার হইবে), আরয করা হইল, হুযুর! যাহারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে, তাহাদের চেয়েও কি (উপরোক্ত যাকেরীনদের মর্তবা অধিক)? হুযুর বলিলেন, যদি কোন ব্যক্তি (আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিতে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফের এবং মুশরিকদের মধ্যে এত পরিমাণ তলওয়ারবাজী করিয়া থাকে যে, তাহার তলওয়ার টুটিয়া গিয়াছে এবং সে নিজেও রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে, তবে তাহা অপেক্ষাও আল্লাহর যাকেরীনের মর্তবা বড়। কারণ, জেহাদও আল্লাহর যিকরের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে।"-আহমাদ (সূত্র: থানবী রহ.-এর কিতাব "হায়াতুল মুসলিমীন" অনুবাদক: হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)। প্রকাশক: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ,ঢাকা। প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০০৯ইং। পৃষ্ঠা নং-১০৮)

Senior Member

০৬-১৭-২০১৯

মুহতারাম ভাই, শায়খ আলবানী রহ. এবং শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. উভয়ই হাদিসটিকে যয়ীফ বলেছেন। এ জাতীয় আরো কিছু হাদিস আছে। যদি সহীহও হয়ে থাকে, তথাপি হাদিস দ্বারা মুজাহিদদের তুলনায় পীরদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায় না। কারণ, পীরেরা খানকায় বসে শুধু যিকির করেন, আর মুজাহিদগণ জিহাদের ময়দানে আল্লাহর যিকিরের পাশাপাশি নিজেদের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন। যিকিরে যিকিরে কাটাকাটি ধরলে জান মাল বিলিয়ে দেয়ার দিক থেকে মুজাহিদগণ শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু যারা জিহাদ ছেড়ে খানকায় বসে আছেন, তারা জিহাদের ফরয বিধান ছাড়ার গুনাহয় লিপ্ত। পক্ষান্তরে মুজাহিদগণ এ গুনাহে লিপ্ত নন। এ দিক থেকেও মুজাহিদগণ শ্রেষ্ঠ। যাহোক, এ হল মোটামুটি কথা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সকল মুজাহিদ সকল পীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ ব্যাপারে আপনি এ পোস্টটি দেখতে পারেন:

জিহাদ উত্তম না যিকির উত্তম?

তিরমিযি শরীফের একটি হাদিস নিয়ে এক ভাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। হাদিসের তরজমা তিনি এই উল্লেখ করেছিলেন,

“আবূদ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খাইরাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার যিকর।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিকরের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই।"

মূল হাদিসটি (সুনানে তিরমিযি: ৩৩৭৭) এই-

عن أبي الدرداء ﷺ قال قال النبي صلى الله عليه و سلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى، قال: ذكر الله تعالى .فقال معاذ بن جبل ﷺ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله

ভাইয়ের পেরেশানীর কারণ সম্ভবত এই যে, এ হাদিসে যিকিরকে জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে, অথচ জিহাদের ফজিলত সীমাহীন। অধিকন্তু এ হাদিসকে কেন্দ্র করে যিকিরপন্থীরা জিহাদ তরকের বাহানা খোঁজবে। ইনশাআল্লাহ আমি হাদিসটির সহীহ ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রথমে মনে রাখতে হবে, কোন আমলের ফজিলত বেশি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অন্য সকল ফরয-নফল বাদ দিয়ে এটাতেই লিপ্ত থাকতে হবে। এমনটা মনে করা সুস্পষ্টই গোমরাহি। যেমন ধরুন- নামাযের ফজিলত অনেক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সারাক্ষণ শুধু নামাযেই ব্যস্ত থাকবে; হজ্ব করবে না, যাকাত দেবে না, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেবে না... ইত্যাদি। বরং যার উপর যে যে বিষয় ফরয তাকে তা আদায় করতে হবে। ফরয দায়িত্ব আদায়ের পর বা পাশাপাশি অন্যান্য আমল করতে কোন অসুবিধা নেই। যে যত আমল করবে তার তত প্রতিদান মিলবে।

জিহাদ ও যিকিরের ক্ষেত্রেও একই কথা। যিকিরের ফজিলত যদি জিহাদের চেয়ে বেশিও হয়ে থাক, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, ফরয জিহাদ ছেড়ে যিকিরে মশগুল থাকবে। এটা তখন ফরয নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত ছেড়ে যিকিরে মশগুল থাকার মতোই হবে। বরং যিকিরের ফজিলতের অর্থ: নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত-জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি ফরয আদায়ের পাশাপাশি যিকিরেরও পাবন্দি করবে। ফরয ছেড়ে যে যিকিরে লিপ্ত থাকবে সে গোমরাহ হওয়ার ব্যাপারে আশাকরি কারো

দ্বিমত নেই। ফরয জিহাদ ছেড়ে খানকাহ ও যিকির মশগুল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা।

দ্বিতীয়ত: আমলের সওয়াব তার কষ্টের ভিত্তিতে নয়, আমলের মর্যাদা হিসেবে। যে আমলের মর্যাদা বেশি তার সওয়াবও বেশি- যদিও তা সহজ হয় আর অন্যগুলো কঠিন হয়। যেমন- ঈমান আনা অনেক সহজ কাজ। কিন্তু এর প্রতিদান অন্য সকল আমলের চেয়ে বেশি। নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত-জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি সকল আমলের চেয়ে ঈমানের প্রতিদান বেশি, অথচ এসবগুলোর তুলনায় ঈমান সহজ। এ বিষয়টি ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম রহ. পরিষ্কার আলোচনা করেছেন তার [ক্বাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম] কিতাবে। এক পর্যায়ে তিনি বলেন,

ومما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات ... والحاصل بأن الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف. اهـ

"সকল ইবাদতে সওয়াবের পরিমাণ যে কষ্টের ভিত্তিতে নয় তার দলীল- এরপর তিনি উপরোক্ত হাদিসসহ যিকির সংক্রান্ত আরো হাদিস উল্লেখ করেন। তারপর বলেন- সারকথা: সওয়াব নির্ধারিত হয় আমলের মর্যাদার কম বেশ এর ভিত্তিতে।" (ক্বাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম: ১/৪৮)

অতএব, কোন আমলের মর্যাদা বেশি হলে তার সওয়াবও বেশি- যদিও তা অন্যান্য আমলের চেয়ে অনেক সহজ হয়। আর কোন আমলের মর্যাদা কম হলে তার সওয়াবও কম- যদিও তা অন্যান্য মর্যাদাবান আমলের চেয়ে কষ্টসাধ্য হয়।

এবার আমরা আলোচ্য হাদিসে আসি। এ হাদিসে আল্লাহ তাআলার যিকিরকে ইনফাক তথা যাকাত, দান-খায়রাতসহ অন্য সকল আর্থিক ইবাদাতের চেয়ে এবং জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। এখানে যিকির দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

দু'টি উদ্দেশ্য নেয়া যায়:

১. কলবি যিকির। তথা সার্বক্ষণিক আল্লাহ তাআলার ইয়াদ ও নিয়তের পরিশুদ্ধি। যদি এমনটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে স্পষ্ট যে, পরিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া কোন আমলই সহীহ না। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার,

জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি কোন কিছুই পরিশুদ্ধ ও খালেছ নিয়ত ছাড়া সহীহ না। খালেছ নিয়ত ছাড়া সওয়াব পাওয়া যায় না। তদ্রূপ, আল্লাহ তাআলার ইয়াদ ছাড়া শুধু ভাসা ভাসা আমলের দ্বারাও তেমন সওয়াব পাওয়া যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তাআলার যিকির অন্য সকল আমল হতে উত্তম হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণেই হাদিসে মু'মিনের নিয়তকে তার আমলের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। কাযি ইবনুল আরাবী রহ. এমনটিই বলেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح الا والذكر مشترط في تصحيحه فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية ويشير إلى ذلك حديث نية المؤمن ابلغ من عمله اهـ

"কাযি আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. এ হাদিসের এই জওয়াব দিয়েছেন যে, প্রতিটি নেক কাজ সহীহ হওয়ার জন্য যিকির শর্ত। যে ব্যক্তি- উদাহরণস্বরূপ- তার সাদাকা বা তার রোযা আদায়ের সময় অন্তরে আল্লাহ তাআলাকে ইয়াদ না করবে, তার আমল কামেল নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যিকির (তথা আল্লাহ তাআলার ইয়াদ) সর্বোত্তম আমল। হাদিস: 'মু'মিনের নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম'- এ দিকেই ঈঙ্গিত করে।" (ফাতহুল বারি: ১১/২১০)

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিছক মৌখিক যিকির জিহাদ ও অন্যান্য আমল থেকে উত্তম সাব্যস্ত হয় না। আর যিকির যদি বিদআতি যিকির হয, তাহলে তো উত্তম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ইবনুল মালাক রহ. (৮৫৪হি.) এ হাকিকতটিই তুলে ধরেছেন। তার যামানার জাহেল সুফিদের খণ্ডনকল্পে আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

المراد من هذا: هو الذِّكر القلبي ... لا الذِّكر اللِّساني المشتمل على صياحٍ وانزجاعٍ، وشدةِ تحريكِ العنقِ واعوجاجٍ، كما يفعله بعض الناس زاعمين أن ذلك جالبٌ للحضور، وموجبٌ للسرور، حاشا لله، بل هو سبب للغَيبة والغرور . اهـ

“এখানে যিকির দ্বারা কলবি যিকির উদ্দেশ্য ... মৌখিক যিকির উদ্দেশ্য নয়, যে যিকিরে থাকে চিল্লা-ফাল্লা আর হৈ-হুল্লোর, জোরে জোরে ঘাড় নাড়ানো আর বক্র অঙ্গভঙ্গি। যেমনটা কতক লোক করে থাকে। মনে করে- এমন করলে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও অন্তরের প্রশান্তি অর্জন হবে। আল্লাহর পানা। কিছুতেই না। এসব বরং আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরা ও প্রবঞ্চনার কারণ।” (শরহু ইবনিল মালাক আলাল মাসাবিহ: ৩/৯২)

২. দ্বিতীয়ত যিকির দ্বারা যেকোন যিকির উদ্দেশ্য নয়, বরং কামেল যিকির উদ্দেশ্য। আর তা হবে আল্লাহ তাআলার আযমত ও ইস্তিহজার সহ যিকরে লিসানি তথা মৌখিক যিকির ও কলবি যিকিরের সমন্বিত যিকির। তাহলে এ যিকিরের জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী:

ক. অন্তরে আল্লাহ তাআলার আযমত ও বড়ত্বের অনভূতি।

খ. ইস্তিহজার তথা আল্লাহ তাআলাকে হাজির নাযির মনে করে, তিনি আমাকে দেখছেন আমি তার সামনে আছি- এমন অনুভূতি নিয়ে যিকির করা।

গ. যিকিরের মা’না-মাফহুম তথা অর্থ ও মর্ম বুঝে যিকির করা।

ঘ. যিকির মাসনুন যিকির হওয়া বা শরীয়তসম্মত অন্য কোন যিকির হওয়া।

এ গেল যিকিরের কথা। আর যেসব আমলের তুলনায় এ যিকিরকে উত্তম বলা হয়েছে সেগুলোর অবস্থা হল- সেগুলোতে যথাযথ আল্লাহর ইয়াদ নেই, ইস্তিহযার এবং আযমত ও বড়ত্বের উপলব্ধি নেই। শুধু ভাসা ভাসা আমল। এমন ধরণের আমলের তুলনায় পূর্বোল্লিখিত যিকিরকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি জিহাদ করছে কিন্তু জিহাদরত অবস্থায় তার মুখে আল্লাহর যিকির নেই, অন্তরে আল্লাহর ইয়াদ ও আযমতের উপলব্ধি নেই- তার এ জিহাদের তুলনায় পূর্বোক্ত কামেল যিকিরের সওয়াব বেশি। যদিও তার জিহাদে কষ্ট হচ্ছে বেশি, কিন্তু যথাযথ লিসানি ও কলবি যিকিরের সমন্বয় না থাকার কারণে তার জিহাদের সওয়াব কমে গেছে। আর কমবেই বা না কেন, জিহাদরত অবস্থায় তো অন্তরে আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে ইয়াদ করার এবং যবান আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল রাখার আদেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনির সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।" (আনফাল: ৪৫)

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,

وقوله تعالى} :واذكروا الله كثيرا} يحتمل وجهين: أحدهما: ذكر الله تعالى باللسان، والآخر: الذكر بالقلب، وذلك على وجهين: أحدهما: ذكر ثواب الصبر على الثبات لجهاد أعداء الله المشركين وذكر عقاب الفرار؛ والثاني: ذكر دلائله ونعمه على عباده وما يستحقه عليهم من القيام بفرضه في جهاد أعدائه. وضروب هذه الأذكار كلها تعين على الصبر والثبات ويستدعى بها النصر من الله والجرأة على العدو والاستهانة بهم. وجائز أن يكون المراد بالآية جميع الأذكار لشمول الاسم لجميعها. اهـ

"আল্লাহ তাআলার বাণী- 'এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক' এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

এক. মুখে আল্লাহ তাআলার যিকির করা।

দুই. অন্তরের যিকির।

অন্তরের যিকির আবার দুই ধরণের:

এক. আল্লাহর দুশমন মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে সুদৃঢ় ও অটল-অবিচল থাকার সওয়াব এবং যুদ্ধ হতে পলায়নের শাস্তির কথা স্বরণ করা।

দুই. আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী, বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজি এবং তার দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের যে ফরয দায়িত্ব তাদের উপর তার পাওনা রয়েছে- সেগুলো স্বরণ করা। এই সব ধরণের যিকির অটল অবিচল থাকতে সহায়ক হবে। আল্লাহ তাআলার নুসরত লাভ এবং শত্রুর উপর দুঃসাহসিকতা দেখানো ও তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মাধ্যম হবে। অধিকন্তু

আয়াতের দ্বারা সব ধরণের যিকিরই উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, যিকির শব্দ সব ধরণের যিকিরকেই বুঝায়।" (আহকামুল কুরআন: ৩/৮৬)

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে, যথাযথ কলবি ও লিসানি যিকির সহ, আল্লাহ তাআলার আযমত ও ইস্তিহজার সহ, সওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বিজয়ের উদ্দেশ্যে জিহাদ করবে- তার এ জিহাদের প্রতিদান উপরোক্ত কামেল যিকিরের চেয়েও বেশি। কেননা, এখানে দু'টি আমলের সমন্বয় ঘটেছে:

ক. কামেল যিকির।

খ. জিহাদ।

অতএব, এমন মুজাহিদের জিহাদের সওয়াব ঐসব ব্যক্তির কামেল যিকিরের চেয়ে বেশি, যারা বাড়িতে বা মসজিদে বসে, পূর্ণ ধ্যান খেয়ালে, পূর্ণ আযমত ও ইস্তিহজারের সাথে, অর্থ ও মর্ম বুঝে বুঝে মাসনুন ও শরীয়তসম্মত যিকিরে লিপ্ত আছে। কেননা, এসকল ব্যক্তির আমল হল একটা। তা হচ্ছে- শুধু যিকির। পক্ষান্তরে মুজাহিদের আমল দু'টি: ক. যিকির। খ. জিহাদ। কাজেই তার সওয়াব বেশি।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

أشرت إليه مستشكلا في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد انه كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغير ذلك مما يدل على افضليته على غيره من الأعمال الصالحة، وطريق الجمع والله اعلم ان المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وان الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك، وان أفضلية الجهاد انما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له انه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو الذي بلغ الغاية القصوى. اهـ

“কিতাবুল জিহাদের শুরুতে এ হাদিসের দিকে ঈঙ্গিত করে এসেছি। মুজাহিদের যে ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তার দাবি হল- জিহাদ অন্য সকল নেক কাজের চেয়ে উত্তম। যেমন- মুজাহিদ ঐ রোযাদারের মতো যে কখনোও রোযা ভাঙে না। ঐ ইবাদাত গুজারের মতো যে, কখনও বিরতি দেয় না। এছাড়াও অন্যান্য ফজিলত। এতদসত্ত্বেও এ হাদিসে যিকিরকে উত্তম বলাটা (বাহ্যত) মুশকিল মনে হয়। - ওয়াল্লাহু আ’লাম- উভয়ের সমন্বয় এভাবে হবে যে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা কামেল যিকির উদ্দেশ্য। আর কামেল যিকির হল ঐ যিকির, যে যিকিরে মৌখিক যিকির এবং অর্থ ও মর্মে ফিকির করে করে আল্লাহ তাআলার আযমতের খেয়াল রেখে অন্তরের যিকির- উভয়টার সমন্বয় ঘটবে। যার মাঝে এমন যিকির পাওয়া যাবে সে ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম- উদাহরণত- যে ব্যক্তি এই অবস্থা ব্যতিরেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর (ইস্তিহজার বিহীন) জিহাদ উত্তম হল (ইস্তিহজার বিহীন) মৌখিক যিকিরের চেয়ে। অতএব, যে ব্যক্তি এ উভয়টির সমন্বয় ঘটাবে; যেমন- উদাহরণত- ঐ ব্যক্তি, যে তার নামাযে, তার রোযায়, তার সাদাকায় বা কাফেরের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের হালতে ইস্তিহজারের সাথে তার যবানে ও অন্তরে আল্লাহ তাআলার যিকির করবে- তাহলে সে-ই (ফজিলতের) চূড়ান্ত দরজায় উপনীত হতে সক্ষম হবে।” (ফাতহুল বারি: ১১/২১০)

সারকথা দাঁড়াল-

♣ ইস্তিহজারের সাথে কামেল যিকিরের সওয়াব, ইস্তিহজার বিহীন জিহাদ ও অন্যান্য আমলের চেয়ে বেশি।

♣ ইস্তিহজার বিহীন জিহাদের সওয়াব, ইস্তিহজার বিহীন যিকিরের চেয়ে বেশি।

♣ ইস্তিহজার বিশিষ্ট জিহাদ ও অন্যান্য আমলের সওয়াব, ইস্তিহজার বিশিষ্ট কামেল যিকিরের চেয়ে বেশি।

এ থেকে এই ফলাফল দাঁড়াচ্ছে যে, যেসকল মুজাহিদ পূর্ণ ইখলাস ও যিকিরের সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত আছেন তাদের জিহাদ, ঐসব শিরিক ও বিদআতমুক্ত মুখলিস অলী, দরবেশ ও পীর মাশায়েখদের যিকিরের চেয়ে উত্তম, যারা ইস্তিহজার ও আযমতের সাথে, অর্থ ও মর্ম খেয়াল করে করে যিকিরে লিপ্ত

আছেন। কেননা, তারা যে ধরণের যিকিরে লিপ্ত আছেন, মুজাহিদগণও এমনই- কিংবা তার চেয়ে উত্তম- যিকিরে লিপ্ত আছেন। অতিরিক্ত এই যে, মুজাহিদগণ আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেদের জান-মাল ও সর্বস্ব ব্যয় করছেন আর তারা তা করছেন না। অতএব, যিকিরের দিক থেকে মুজাহিদগণ এবং মুখলিস ও শরীয়তের অনুগামী অলী দরবেশগণ সমানে সামান। আর মুজাহিদগণের শ্রেষ্টত্ব যে, তারা যিকিরের পাশাপাশি জিহাদেও লিপ্ত আছেন। অতএব, উক্ত হাদিস থেকে অলী দরবেশগণের উপর মুজাহিদগেণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

বি.দ্র.

ভুলে গেলে চলবে না যে, জিহাদ বর্তমানে ফরযে আইন। যিকির করা ফরয নয়, মুস্তাহাব। যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জিহাদ ছেড়ে যিকিরে লিপ্ত আছেন, তারা- যদি সব ধরণের শিরিক বিদআত থেকে মুক্ত থাকেন- তাহলে অন্তত এতটুকু বলতে হবে যে, ফরযে আইন তরকের গুনাহে লিপ্ত আছেন। আর যেসব মুজাহিদ ইস্তিহজার ও কামেল যিকির ছাড়া শুধু জিহাদে লিপ্ত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত যে, তারা নফল যিকিরের ফজিলত না পেলেও অন্তত কোন ফরয তরকের গুনাহে লিপ্ত নন। অতএব, এ হিসাবে জিহাদে লিপ্ত যেকোন মুজাহিদ- যদি তিনি অন্যান্য গুনাহ থেকে বিরত থাকেন, জিহাদ তরককারী- যদিও অন্য সকল ফরয আদায়কারী হয়ে থাকেন- যেকোন যিকিরকারীর চেয়ে উত্তম। কেননা, যিকিরকারী ফরযে আইন তরকের গুনাহে লিপ্ত, আর মুজাহিদ নফলে লিপ্ত না থাকলেও কোন ফরয তরকের গুনাহে লিপ্ত নন। আর স্পষ্ট যে, আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তি কিছুতেই ঐ ব্যক্তির মতো নয়, যে আল্লাহর সবগুলো ফরয আদায়ে লিপ্ত আছেন এবং কোন ধরণের নাফরমানীতে লিপ্ত নন।

যাহোক, সর্বদিক থেকে সকল মুজাহিদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর হিসাব নিকাশ আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে। আমার উদ্দেশ্য এতটুকু দেখানো যে, উপরোক্ত হাদিস জিহাদ ছেড়ে ঘরে বা খানকায় বসে থাকার বৈধতা দেয় না, মুজাহিদদের উপর খানকাহবাসীদের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণ করে না।

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمع

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৫২৬

কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা

Abu Saffat

Junior Member

০৭-২৬-২০১৯

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদা রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) দাঁড়ালেন, এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হাঁ। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু প্রতারণাময় কথা বলার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হাঁ বল। এরপর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) কা'ব ইবনু আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি [রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] সদাকাহ চায় এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্যে এসেছি। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করছি। পরিণাম কী দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। বর্ণনাকারী সুফইয়ান বলেন, 'আমর (রহঃ) আমার নিকট হাদীসটি কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথা উল্লেখ করেননি। আমি তাকে বললাম, এ হাদীসে তো এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে, তিনি বললেন, মনে হয় হাদীসে এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, ধার তো পাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, কী জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আপনি আরবের একজন সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কীভাবে, আমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখব? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কী করে বন্ধক রাখি?

তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য খুব লজ্জাজনক বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফ্ইয়ান বলেন, লামা শব্দের মানে হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। শেষে তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ) তার কাছে আবার যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কা'ব ইবনু আশরাফের দুধ ভাই আবূ নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে দূর্গের মধ্যে ডেকে নীল এবং সে নিজে উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। তখন তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই তো মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবূ নাইলা এসেছে। 'আমর ব্যতীত বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং দুধ ভাই আবূ নাইলা, (অপরিচিত কোন লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিত। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। সুফ্ইয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'আমর কি তাদের দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফইয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। 'আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যখন সে (কা'ব ইবনু আশরাফ) আসবে। 'আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার সাথীদের সম্পর্কে) বলেছেন যে (তারা হলেন) আবূ আবস ইবনু জাব্র ইবনু আওস এবং আব্বাদ ইবনু বিশর। 'আমর বলেছেন, তিনি অপর দুই লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব। সে (কা'ব) চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। 'আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত

ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যাবহারকারী মহিলা আছে। ‘আমর বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ। এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি আবার বললেন, আমাকে আবার শুঁকবার অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এসে এ খবর দিলেন। (; মুসলিম ৩২/৪৩, হাঃ ১৮০১] সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪০৩৭

কে আছে এমন যে বর্তমান জমানার কা'বদের হত্যা করবে?

¿?¿???????????

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৭৮০

যিলহজ্ব : নেক আমলে অগ্রগামী হওয়ার মাস

abudujanah

Senior Member

০৮-০২-২০১৯

আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে বান্দাদেরকে ফযিলতপূর্ণ বিভিন্ন দিবস ও রজনী দান করেছেন। বছরের কোনো কোনো মাসকে, কোনো কোনো দিন বা রাতকে ফযিলতপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন। যাতে এগুলোকে কাজে লাগিয়ে বান্দা ক্ষমা লাভ করতে পারে, নেক আমলে সমৃদ্ধ হতে পারে এবং আল্লাহর প্রিয় হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হল যিলহজ্ব মাস।

এ মাসের প্রথম দশককে আল্লাহ তাআলা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন। এ দিনগুলোতেই হজ্বের মৌলিক আমল সম্পাদিত হয়। ১০ই যিলহজ্ব সারা বিশ্বের মুসলিমগণ কুরবানী করেন। এ দিনগুলোর নেক আমল আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক প্রিয়। হাদীসে আসেছে,

مَا مِنْ أَيّامٍ الْعَمَلُ الصّالِحُ فِيهَا أَحَبّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيّامِ يَعْنِي أَيّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

আল্লাহর নিকট যিলহজ্বের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কোনো দিনের আমল নেই। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও (এর চেয়ে উত্তম) নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে হ্যাঁ, সেই ব্যক্তির জিহাদ এর চেয়ে উত্তম, যে নিজের জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়েছে। অতপর কোনো কিছু নিয়ে ঘরে ফিরে আসেনি। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৩৮; সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৬৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৫৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭২৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৯৬৮

যিলহজ্বের ১ম দশ দিন

যিলহজ্ব মাস আশহুরে হুরুম তথা সম্মানিত চার মাসের মধ্যে অন্যতম। আবার এ মাসের প্রথম দশক এতটাই ফযিলতপূর্ণ ও মহিমান্বিত যে, আল্লাহ তাআলা এ দশ রাতের কসম করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ.

শপথ ফযরের, শপথ দশ রাত্রির। -সূরা ফাজর (৮৯) : ১-২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও মুজাহিদ রাহ.-সহ অনেক সাহাবী, তাবেঈ ও মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে 'দশ রাত্রি' দ্বারা যিলহজ্বের প্রথম দশ রাতকেই বুঝানো হয়েছে। -তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৫৩৫

অন্য এক হাদিসে এ দশককে 'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দিন' বলা হয়েছে। হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَفْضَلُ أَيَّامِ الدّنْيَا أَيّامُ الْعَشْرِ، عَشْرِ ذِي الْحِجّةِ، قَالَ: وَلَا مِثْلُهُنّ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: لَا مِثْلُهُنّ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلّا رَجُلٌ عَفّرَوَجْهَهُ فِي التّرَابِ.

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দিনগুলো হল, যিলহজ্বের দশদিন। জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহর রাস্তায়ও কি তার সমতুল্য নেই? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায়ও তার সমতুল্য নেই। তবে ওই ব্যক্তি, যার চেহারা ধূলিযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ শাহাদাত লাভ করেছে। -মুসনাদে বাযযার, হাদীস ১১২৮; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ২০১০; মাজমাউল যাওয়াইদ ৪/৮; **(قال الهيثمي : إسناده حسن ورجاله ثقات)** গুনাহের মাধ্যমে এ মাসের সম্মান নষ্ট না করি মুমিন তো আল্লাহর দেওয়া বিভিন্ন সুযোগকে গনীমত মনে করে কাজে লাগায়। এসকল ফযিলতপূর্ণ মওসুমে নেক আমলের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তার আমলনামা। কিন্তু কখনো কখনো কারো দ্বারা এমন হয়ে যেতে পারে যে, নেক আমলের তো তাওফীক হল না; কিন্তু গুনাহের কালিমায় কলুষিত হল আমলনামা। এমনটি কখনোই কাম্য নয়। এক কবি বড় সুন্দর বলেছেন-

قوت نیکی نداری بد مکن

নেক আমল করতে যদি নাও পার, গুনাহে লিপ্ত হয়ো না।

নেক আমল যতটুকু করতে পারি-না পারি; গুনাহের মাধ্যমে যেন এ সম্মানিত দিনগুলোর অসম্মান না করি। এর মাধ্যমে তো আমি নিজেকেই অসম্মানিত করছি।

ইবনে রজব হাম্বলী রাহ. লাতাইফুল মাআরিফে যিলহজ্বের আলোচনায় বলেন-

احذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة.

রহমতের মওসুমসমূহে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা তা ক্ষমা থেকে বঞ্চিত করে। -লাতায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ৩৭৯

আর যে আয়াতে আল্লাহ তাআলা চারটি মাসকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন সে আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ

(...তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত) ...সুতরাং এ মাসসমূহে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না। -সূরা তাওবা (৯): ৩৬

আল্লাহর নাফরমানী করা নিজের উপর সবচেয়ে বড় যুলুম। কারণ, এর ক্ষতি তো নিজের উপরই আপতিত হবে। সুতরাং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ মাসের প্রথম কাজ, সাথে সাথে নেক আমলের প্রতিও যত্নবান হওয়া জরুরি।

নেক আমলের মাধ্যমে এ দশকের হক আদায় করি হাদীস শরীফে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ দশকের হক আদায়ের পথ ও পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন আমল বলে দিয়েছেন। ফযিলত বলার মাধ্যমে আমলগুলোর উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং হাদীস শরীফে বর্ণিত আমলের মাধ্যমেই আমরা এ দশকের হক আদায় করতে পারি। এ দশকের কয়েকটি আমল;

১। যিকির-তাসবীহ

যিকির আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক প্রিয় আমল। এ দশকের আমল হিসেবে বিশেষভাবে যিকিরের কথা এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنّ مِنَ التّهْلِيلِ وَالتّكْبِيرِ وَالتّحْمِيدِ.

আল্লাহ তাআলার নিকট আশারায়ে যিলহজ্বের আমলের চেয়ে অধিক মহৎ এবং অধিক প্রিয় অন্য কোনো দিনের আমল নেই। সুতরাং তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ পড়। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৫৪৪৬; আদদাআওয়াতুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৫৩৪

২। নখ-চুল না কাটা

ইহরাম করার পর হাজ্বী সাহেবদের জন্য নখ-চুল কাটাসহ আরো কিছু বিষয় নিষেধ। কিন্তু যারা হজ্বে যাননি তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে যিলহজ্বের প্রথম দশকে নখ-চুল না কাটার মাধ্যমে অন্যরাও সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারে হাজ্বী সাহেবদের সাথে এবং লাভ করতে পারে বিশেষ ফযীলত। হাদীস শরীফে এ আমলের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ :إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন যিলহজ্বের দশক শুরু হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কুরবানী করবে সে যেন তার চুল নখ না কাটে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫২৩

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ কুরবানীকারীর জন্য নখ-চুল না কাটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাই যিলকদ মাসেই চুল-নখ কেটে যিলহজ্বের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা চাই। যাতে তা বেশি লম্বা হয়ে না যায়, যা সুন্নতের খেলাফ।

আর যে ব্যক্তি কুরবানী করবে না তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য কি না- এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, এ হুকুম কেবলমাত্র কুরবানীকারীদের জন্য প্রযোজ্য। তাদের দলীল পূর্বোক্ত হাদীস। আর কেউ কেউ বলেন, কুরবানী যারা করবে না তাদের জন্যও এ আমল রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত-

أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِرَجُلٍ :أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ عَزّوَجَلّ لِهَذِهِ الْأُمّةِ، فَقَالَ الرّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلّا مَنِيحَةً أُنْثَى أَفَأُضَحّي

بِهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزّوَجَلّ.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে কুরবানীর দিবসে ঈদ (পালনের) আদেশ করা হয়েছে, যা আল্লাহ এ উম্মতের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমার কাছে শুধু একটি মানীহা থাকে (অর্থাৎ অন্যের থেকে নেওয়া দুগ্ধ দানকারী উটনী) আমি কি তা কুরবানী করব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তবে তুমি চুল, নখ ও মোঁচ কাটবে এবং নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করবে। এটাই আল্লাহর দরবারে তোমার পূর্ণ কুরবানী বলে গণ্য হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৮৯; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৩৬৫

এই হাদীসে যেহেতু কুরবানীর দিন চুল-নখ কাটার কথা আছে তাহলে এর আগে না কাটার দিকে ইঙ্গিত বুঝা যায়।

হযরত ওলীদ বিন মুসলিম বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আজলানকে যিলহজ্বের দশকে চুল কাটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে নাফে রাহ. বলেছেন-

أَنّ ابْنَ عُمَرَ، مَرّ بِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ ابْنِهَا فِي أَيّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ: لَوْ أَخّرْتِيهِ إِلَى يَوْمِ النّحْرِ كَانَ أَحْسَنَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এক নারীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। মহিলাটি যিলহজ্বের দশকের ভেতর তার সন্তানের চুল কেটে দিচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, যদি ঈদের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তবে বড় ভাল হত। -মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৫২০

৩। প্রথম নয় দিন রোযা রাখা: অধিকাংশ ফকীহগণ এই নয় দিন রোযা রাখা উত্তম বলেছেন। কারো পক্ষে সম্ভব হলে সে পুরো নয় দিনই রোযা রাখল। কারণ, যিলহজ্বের পুরো দশকের আমলই আল্লাহর কাছে প্রিয়। এ দশককে আমলে প্রাণবন্ত রাখার জন্য রোযার বিকল্প কোনো আমল নেই। কারণ, রোযা আল্লাহর

কাছে অত্যধিক প্রিয় আমল। সুতরাং আমাদের যাদের জন্য সম্ভব যিলহজ্বের প্রথম দশক তথা নয় যিলহজ্ব পর্যন্ত রোযা রাখতে চেষ্টা করি। হাদীস শরীফে এসেছে-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجّةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্বের নয়টি দিবস রোযা রাখতেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৩৩৪; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ৮৩৯৩

হযরত হাফসা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন-

أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

চারটি আমল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ছাড়তেন না। আশুরার রোযা, যিলহজ্বের প্রথম দশকের রোযা, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা, ফজরের আগে দুই রাকাত সুন্নত নামায। -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৪১৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৪২২; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭০৪২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৩৩৯

বিশেষ ভাবে ৯ই যিলহজ্ব রোযা রাখা

কারো পক্ষে যদি পুরো নয় দিনই রোযা রাখা সম্ভব হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু পুরো নয় দিন যদি সম্ভব না হয়, নয় যিলহজ্বের রোযার ফযীলত থেকে যেন কেউ বঞ্চিত না হয়। কারণ, এ দিনের রোযার ফযীলত সম্পর্কে আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السّنَةَ الّتِي قَبْلَهُ، وَالسّنَةَ الّتِي بَعْدَهُ.

আরাফার দিনের (নয় যিলহজ্বের) রোযার বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি যে, (এর দ্বারা) আগের এক বছরের এবং পরের এক বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত ইয়াওমে আরাফা দ্বারা যিলহজ্বের নয় তারিখ উদ্দেশ্য। এই তারিখের পারিভাষিক নাম হচ্ছে ইয়াওমে আরাফা। কেননা এই রোযা আরাফার ময়দানের আমল নয় বরং আরাফার দিন তো হাজ্বীদের জন্য রোযা না রাখাই মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ،أَنّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَ اقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ.

উম্মুল ফযল বিনতে হারেছ বলেন, তার নিকট কতক লোক ইয়াওমে আরাফায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল। কেউ কেউ বলছিল, তিনি রোযা আছেন। আর কেউ কেউ বলছিল, তিনি রোযা নেই। উম্মুল ফযল একটি পেয়ালাতে দুধ পাঠালেন। নবীজী তখন উটের উপর ছিলেন। তিনি দুধ পান করলেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১২৩

আরাফার দিন আল্লাহর রাসূল রোযা রাখেননি। একারণে ফকীহগণ হাজ্বীদের জন্য আরাফার দিন রোযা না রাখা উত্তম বলেছেন। আবু কাতাদা রা.-এর হাদীস দ্বারা ইয়াওমে আরাফায় রোযা রাখা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। সুতরাং বুঝা গেল, আবু কাতাদাহ রা.-এর হাদীসে 'ইয়াওমে আরাফা' দ্বারা নয় যিলহজ্ব অর্থাৎ ঈদের আগের দিনই উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদের দেশের চাঁদের হিসেবে যেদিন নয় তারিখ হয় সেদিনই রোযা রাখা হবে। সৌদির হিসাবে আরাফার দিন অনুযায়ী নয়। উল্লেখ্য, তাকবীরে তাশরীক সংক্রান্ত হাদীসেও ইয়াওমে আরাফা দ্বারা নয় যিলহজ্বই উদ্দেশ্য। কেননা এ আমলও আরাফার সাথে নির্দিষ্ট কোনো আমল নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মাসিক আলকাউসার, জানুয়ারি ২০১৩ ঈ. (দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : ইয়াওমে আরাফার রোযা ও কুরবানীর সাথে আকীকা)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন

সূত্র, মাসিক আল কাউসার (সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮৪১

দাজ্জালের ফিতনা হতে মুক্তির জন্য সহিহ হাদিসে বর্ণিত কয়েকটি আমল

আদনানমারুফ

Senior Member

১০-০৬-২০১৯

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে ঈমানদারদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন, যেন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কে শত বিপদেও ঈমান ও ঈমানের দাবীতে অটল থাকে আর কে বিপদ-আপদের সময় ঈমান হারিয়ে ফেলে, ঈমানের দাবী থেকে সরে যায়। যদি এ পরীক্ষা না হতো তাহলে সবাই নিজেকে পাক্কা ঈমানদার বলে দাবী করতো, যারা ঈমানের দাবীতে মিথ্যাবাদী তারাও আখেরাতে প্রকৃত ঈমানদারদের সমমর্যাদা লাভ করতো, কেননা যদিও আল্লাহ তায়ালা জানেন, কে দুনিয়াতে ঈমানের পরীক্ষাতে অটল থাকতে পারবে আর কে পদস্খলিত হবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে মানুষের বাহ্যিক আমল অনুযায়ীই ফায়সালা করবেন, নিজের ইলম অনুযায়ী নয়, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سورة العنكبوت: 1 – 3

মানুষ কি ধারণা করেছে যে তারা (শুধু মুখে) বলবে, আমরা ঈমান এনেছি আর (এতেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে) পরীক্ষা করা হবে না। আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। (সুতরাং তাদেরকেও পরীক্ষা করবো) এবং আল্লাহ জেনে নিবেন কারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী এবং জেনে নিবেন কারা (তাতে) মিথ্যাবাদী। -সূরা আনকাবুত, ১-৩

আসলে এ ঈমানী পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের উপর জিহাদ ফরয করেছেন। তো পৃথিবীতে ঈমানদারদের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো দাজ্জালের ফিতনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم، أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. سنن ابن ماجه: (4077) قال الإمام

الكشميري في فيض الباري (4 : 406 ط. دار الكتب العلمية 1426 هـ: (وإسناده قوي.(

বনু আদমের সৃষ্টির পর দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে ভয়াবহ ও বিপদজনক কোন ফিতনা এ পৃথিবীতে আসবে না। আল্লাহ তায়ালা যত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁরা সকলেই নিজ নিজ উম্মাহকে দাজ্জালের ব্যাপার সতর্ক করেছেন। -সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭, আল্লামা কাশ্মিরী রহ. ফয়জুল বারীতে (৪/৪০৬) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

দাজ্জালের ফিতনা যেহেতু এতটাই ভয়াবহ তাই এ ফিতনা হতে বাঁচার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন, এমনিতেই তো প্রত্যেক মুসলমানের এ পথ নির্দেশনা জানা থাকা প্রয়োজন, আর বর্তমানে যখন দাজ্জালের আবির্ভাবের সব আলামত একে একে প্রকাশ পেয়ে পাচ্ছে, দাজ্জালের বাহিনীও তাই পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তো এখন যে এ বিষয়গুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা কোন ঈমানদার –যে ঈমানের মূল্য এবং ঈমান হারানোর ভয়াবহ পরিনতি বুঝে– তার কাছে অজানা থাকার কথা নয়। তাছাড়া পরীক্ষা যত কঠিন হবে তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার পুরস্কারও ততই বড় হবে। তাই এ পরীক্ষার প্রস্তুতিও তত বেশি হওয়া দরকার। তো চলুন, সংক্ষেপে জেনে নেই, দাজ্জালের ফিতনা হতে মুক্তির হাদিসে বর্ণিত আমলগুলো-

১. নামাযে দোয়ায়ে মাসূরার পরে বা দোয়ায়ে মাসূরার স্থলে এই দোয়া পড়া,

»اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.«

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবদ্দশার এবং মৃত্যু (ও মৃত্যু পরবর্তী সময়ের) ফিতনা হতে এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে।

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا

والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال صحيح مسلم: (588). وفي رواية له أخرى: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر.

عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاوسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا، قال: أعد صلاتك، لأن طاوسا رواه عن ثلاثة أو أربعة، أو كما قال. صحيح مسلم: (588.(

قال الحافظ في «فتح الباري» (11 : 176 ط. دار الفكر) : (قوله: من فتنة المحيا أي زمن الحياة، «الممات» أي من الموت من أول النزع، وهلم جرا.(

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে চারটা বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তোমরা বলবে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবদ্দশার ও মৃত্যুর সময়ের ফেতনা হতে এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে। -সহিহ মুসলিম, ৫৮৮

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এই দোয়াটি (এতটা গুরুত্ব সহকারে) শিখাতেন যেমনিভাবে তাদেরকে কুরআনের সূরা শিখাতেন। ইমাম মুসলিম বলেন, (তাবেয়ী) তাউস রহ. তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযে এই দোয়া পড়েছো, ছেলে বলল, না। তাউস বললেন, তুমি পুনরায় নামায পড়ো। -সহিহ মুসলিম, ৫৮৮

উল্লেখ্য, এই দোয়া সুন্নত ও নফল নামাযে তো পড়া যাবেই, একাকী ফরয নামায পড়লে কিংবা জামাতে পড়ার সময় সুযোগ পেলেও পড়া যাবে।

২- দাজ্জালের আবির্ভাব হলে পাহাড়, বন ও এধরণের দূর্গম অঞ্চলে চলে যাওয়া, দাজ্জালের আগমণের সংবাদ শোনা গেলে তার থেকে দূরে চলে যাওয়া।

দাজ্জালকে হত্যার দ্বায়িত্ব যেহেতু ইসা আলাইহিস সালামের তাই দাজ্জালের মোকাবেলার চেষ্টা না করে তার থেকে পালিয়ে বাঁচাই কর্তব্য।

عن عمران بن حصين الخزاعي ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات -أو لما يبعث به من الشبهات-" هكذا قال». أخرجه أبو داود: (4319) وابن أبي شيبة في المصنف: (38614) والحاكم في المستدرك: (8615) وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود: إسناده صحيح ... وقد جوّد إسناده الحافظ ابن كثير في النهاية 163/1. وقال الشيخ عوامة في تعليقه على مصنف ابن أبي شيبة) :إسناد المصنف صحيح، وقد رواه أبو داود .... والحاكم وصححه على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.(

ইমরান বিন হাসীন রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন দাজ্জালের আবির্ভাবের সংবাদ শুনে সে যেন তার হতে যথাসম্ভব দূরে সরে যায়, কেননা কেউ কেউ তার নিকট আসবে এবং মনে করবে আমি তো মুমিন, (কিন্তু) সে দাজ্জালের সৃষ্ট সংশয়ে পড়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে। -সুনানে আবু দাউদ, ৪৩১৯ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩৮৬১৪ মুস্তাদরাকে হাকেম, ৮৬১৫। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, ইমাম ইবনে কাসীর, শায়েখ আওয়ামা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত সবাই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

৩- দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য সূরা কাহাফের বিশেষ ফযিলত রয়েছে, দাজ্জালের ফিতনার মোকাবেলার জন্য সূরা কাহাফের বিভিন্ন আমল রয়েছে, যথা:

ক. সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করা।

খ. দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে গেলে সূরা কাহফের প্রথমদিকের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা।

গ. জুমার দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা

عن أبي الدرداء، أن النبي ﷺ، قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال». صحيح مسلم: (809)

আবুদ দারদা রাযি হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে। -সহিহ মুসলিম, ৮০৯

عن النواس بن سمعان الكلابي في حديث طويل عن الدجال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أدركه منكم، فليقرأ عليه فو اتح سورة الكهف. صحيح مسلم: (2937(

নাওয়াস বিন সামআন রাযিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ দাজ্জালের সম্মুখীন হলে সে যেন সূরা কাহফের প্রথমদিকের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে। -সহিহ মুসলিম, ২৯৩৭

عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. الأحاديث المختارة: (430) وقد اشترط في هذا الكتاب أن يخرخ الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، وقد شهد له العلماء بوفاء هذا الشرط، فالحديث صحيح على شرطه، راجع المدخل إلى علوم الحديث للشيخ عبد المالك حفظه الله ص: 102 والرسالة المستطرفة للكتاني: ص: 24 ط. دار البشائر الإسلامية :1421هـ)

আলি রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে সে আটদিন পর্যন্ত সবধরণের ফেতনা হতে নিরাপদ থাকবে, যদি এ সময়ের মাঝে দাজ্জালের আবির্ভাবে ঘটে তাহলে সে দাজ্জালের ফেতনা হতেও মুক্তি পাবে। - আলআহাদিসুল মুখতারাহ, ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদিসী, হাদিস নং৪৩০ তিনি এই কিতাবে শুধু সহিহ হাদিস আনার শর্ত করেছেন এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তার এই শর্ত পূরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে হিসেবে হাদিসটি (কমপক্ষে তার নিকটে) সহিহ। দেখুন, আলমাদখাল, মাওলানা আব্দুল মালেক, পৃ: ১০২ আল রিসালাতুল মুসতাতরফাহ, শায়েখ জাফর আলকাত্তানী, পৃ: ২৪

৪ - দাজ্জালের আলামত ও দাজ্জালের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদী সম্পর্কে নিজে জানা, অন্যকে জানানো, এসব বিষয় নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা, মূলত দাজ্জাল সম্পর্কে পূর্ব অবগতি না থাকা দাজ্জালের ফিতনার শিকার হওয়ার একটা বড় কারণ হবে, এজন্যই হাদিসে এসেছে, দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে মহিলারা। কেননা পুরুষদের তুলনায় তাদের ইলম-আকল ও জ্ঞান-বুদ্ধি কম। তাই বিশেষ করে ঘরের মা-বোনদের এসব বিষয়ে জানানো দরকার।

عن جابر ﷺ، عن النبي ﷺ، قال: يخرج الدجال في خفة من الدين، وإدبار من العلم، .... أخرجه أحمد : (14954) والحاكم : (8613) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه .»وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رقم: 12525) : رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح.

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জাল বের হবে যখন মানুষের মাঝে দ্বীনদারী কমে যাবে, শরয়ী ইলম-জ্ঞান চর্চা কমে যাবে। -মুসনাদে আহমদ, ১৪৯৫৪ মুস্তাদরাকে হাকেম, ৮৬১৩ মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১২৫২৫। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, হাফেয যাহাবী ও হাইছামী রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

حذيفة بن أسيد قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف، ولكنه يخرج في نقص من الناس، وخفة من الدين، وسوء ذات بين ... رواه معمر بن راشد في جامعه: (20827) وعبد الله بن أحمد في السنة (995) والحاكم في المستدرك (8612)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم .

হুযাইফা বিন আসিদ রাযি. বলেন, দাজ্জাল যদি এ যমানায় বের হতো তাহলে বাচ্চারাও তাকে দেখে ঢিল ছুড়তো, কিন্তু সে তখন বের হবে যখন মানুষের দ্বীনদারী কমে যাবে ... । জামে' মা'মার বিন রাশেদ, ২০৮২৭ আসসুন্নাহ, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমদ, ৯৯৫ মুস্তাদরাকে হাকেম, ৮৬১২। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ ও হাফেয যাহাবী রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

অর্থাৎ দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় মানুষ ইলম ও আমল থেকে দূরে সরে যাবে, তাদের মাঝে দাজ্জালের ফিতনা মোকাবেলার জন্য যে পরিমান ঈমানী শক্তি থাকা প্রয়োজন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে যতটুকু জানাশোনা থাকা দরকার তার কিছুই থাকবে না, তাই তারা ব্যাপকভাবে দাজ্জালের ফিতনার শিকার হবে। পক্ষান্তরে খাইরুল কুরুন-ইসলামের স্বর্ণযুগের বাচ্চারাও দাজ্জাল সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল, তাদের ঈমানী অবস্থাও ছিল আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের, তাই তারা দাজ্জালকে খোদা বলে মানা তো দূরের কথা, দাজ্জালের খোদা হওয়ার দাবী শুনলে তারা তাকে উপহাস করে ঢিল ছুড়তো এবং বলতো, তুই যদি খোদা হয়ে থাকিস তাহলে নিজের চোখদুটি আগে ঠিক কর, যে নিজের শারীরিক ত্রুটিই দূর করতে পারে না সে আবার খোদা হয় কি করে?

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: ينزل الدجال في هذه السبخة، بمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه، وإلى أمه، وابنته، وأخته، وعمته، فيوثقها رباطا، مخافة أن تخرج إليه . مسند أحمد: (5353) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد: إسناده صحيح ... والحديث في مجمع الزوائد، وذكر أن بعضه في الصحيح، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن إسحق، وهو مدلس.

ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জাল মদিনার নিকটবর্তী এই উষর ভূমিতে অবতরণ করবে, (ফেরেশতাদের প্রহরার কারণে সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না) তখন তার কাছে যারা গমণ করবে তাদের অধিকাংশই হবে নারী, এমনকি পুরুষরা তাদের মা-বোন, কন্যা-স্ত্রী এদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে, যেন তারা দাজ্জালের কাছে যেতে না পারে। - মুসনাদে আহমাদ, ৫৩৫৩। শায়েখ আহমদ শাকের হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩৪৪

*****